রঘুবীর।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।]

(অভিনয়ের প্রথম রজনী—২১শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩১০ সাল।)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ-প্রণীত।

কলিকাতা।
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

অভিন্নহৃদয় সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকারের

স্নেহ ও প্রীতির

উপহার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জাফর	...	গুজরাটের নবাব মামুদসার মোল্লা, পরে নবাব।
অনন্তরাও	...	মামুদসার দেওয়ান।
সাহাজান	...	ঐ বিশ্বাসী ভৃত্য।
বলদেব	...	অনন্তরাওয়ের পুত্র।
রঘুবীর	...	অনন্তরাওয়ের পালিত পুত্র (ভীল)।
ডুলিয়া	...	রঘুবীরের শিষ্য ও ভগ্নীপতি।
দেবল	...	মামুদসার নিম্নকর্ম্মচারী, পরে জাফরের দেওয়ান।
বিষণ	...	দেবলের পুত্র।
সখারাম	...	সখার মার পুত্র।
কেরামৎ	...	জাফরের অনুচর।
মনু	...	রঘুবীরের শিষ্য।

ভীলগণ, দূতগণ, ঘাতকগণ, লাঠিয়ালগণ, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পরীবাণু	...	মামুদসার কন্যা।
শ্যামলী	...	রঘুবীরের ভগ্নী।
সখার মা	...	জাফরের অনুগত স্ত্রীলোক।
মনিয়া	...	ডুলিয়ার ভগ্নী।



রঘুবীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পীরের আস্তানা।

চক্রান্তকারী ওমরাওগণ,
কৃষ্ণপরিচ্ছদ জাফর, দেবল ও ঘাতকগণ।

জাফর। এই উপযুক্ত অবসর, নিশ্চিন্ত অন্তরে নবাব এই বাগানের ঘরে অঘোর নিদ্রায়। মদ্যপানে সকলকেই অজ্ঞান ক'রেছি। প্রহরীগণ অস্ত্রশূন্য—ঘুমে অঘোর অচেতন। শীঘ্র যাও—বিলম্ব ক'রোনা। সময় অতিবাহিত হ'লে সব পণ্ড হবে। এ সুযোগ আর আস্‌বে না। এই পীরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি,

আমি তোমাদের। এ রাজ্যের সমস্ত ভার তোমাদের উপর থাক্‌বে। আমার কোন স্বদেশীকে, রাজ্যের মধ্যে পরমাত্মীয়কেও, তোমাদের স্থান অধিকার ক'র্‌তে দেব না।

দেবল। আমরা প্রস্তুত হয়েই ত এসেছি।

জাফর। দেখ আমি মোল্লা—অর্থে ঐশ্বর্য্যে আমার লোভ নেই। এ শুধু প্রতিহিংসা! দারুণ অপমান, বিষম অত্যাচার। কিসের জন্য? কি অপরাধ? শুধু নবাবনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনে, তারে দেখতে চেয়েছিলুম—একবার শুধু সেই চাঁদমুখের শোভার স্বাদ অনুভব ক'র্‌তে, কৌশলে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলুম। শুধু দেখা,—দোহাই আল্লা, দুরভিসন্ধি ছিল না। শুধু সেই জন্য দারুণ অত্যাচার-প্রপীড়িত হয়েছি। সকলেই তা জান। তিন দিন প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলুম—সকলেই দেখেছো। পিপাসায় চোখের তারা ঠিকরে গেছে—তবু এক ফোঁটা জল পাইনি। সকলেই দেখেছো। প্রতিশোধ—তার প্রতিশোধ—মর্ম্মন্তুদ যাতনার প্রতীকার! নবাবনন্দিনী পরীবাণুকে বাঁদী ক'র্‌বো। আর কিছু চাই না। রাজ্য চাই না, মান চাই না—পরী চাই। —জাহান্নমে যাই, সেওবি আচ্ছা। তবু পরী চাই।—এসো বিলম্ব ক'রো না। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—পরীবাণু, পরীবাণু—

[সকলের প্রস্থান।

(সাহাজানের প্রবেশ)

সাহা। কি হ'ল—একি হ'ল! গুপ্তহত্যার মন্ত্রণা! ভীষণ স্থান—ভীষণ আয়োজন—ভীষণ মূর্ত্তি। জাফর—ভীষণ জাফর। কি করি, কি করি! আমি একা। বুঝতে পেরেছি, পাষণ্ড উৎকোচে

সবাইকে বশে এনেছে—সেপাই হাতে এনেছে। গেল! সর্ব্বনাশ হ'ল! কি করি, কোথায় যাই! বৃদ্ধ আমি, শক্তিহীন। দুরাত্মারা সশস্ত্র, সতর্ক—সংখ্যায় অনেক। টের পেলে এখনি হত্যা ক'র্‌বে—প্রাণ যাবে! গেল—নবাব গেল, আর রক্ষা হ'ল না (নেপথ্যে চীৎকার) ওই চীৎকার, ওই আর্ত্তনাদ! বস্‌ সব চুপ—সব শেষ! কোথা যাই—কি করি—পরীকে রক্ষা করি। পার্‌বো—তাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো! এই অবকাশ—নিশ্চয় পার্‌বো। দোহাই আল্লা রক্ষা কর,—রক্ষা কর।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শয়নকক্ষ।

পরীবাণু, সাহাজান।

সাহাজান কর্ত্তৃক নিদ্রিত পরীবাণুর পাদস্পর্শ।

পরী। (উঠিয়া) কি সংবাদ সাহাজান? গভীর রজনী—
পুরবাসী আছে সবে নিদ্রার আশ্রয়ে,
নবাবনন্দিনী শুয়ে লভিছে বিশ্রাম,
এমন সময়ে কেন উন্মাদের মত,
হে বৃদ্ধ, পশিলে মোর ঘরে?

সাহ'। ক্ষমা কর
নবাবনন্দিনী! ভৃত্য আমি—বাল্য হ'তে
নিজ হস্তে ক'রেছি পালন। সে সাহসে
না লইয়া অনুমতি পশিয়াছি ঘরে।
শুধু তাই নয়, নিঃশব্দে পশেছি আমি।
দাস দাসী কোলাহলে পাছে মোর কার্য্য
পণ্ড করে—রাখিতে তোমারে মাতঃ! পাছে
আমি না হই সক্ষম, তাই গুপ্ত ভাবে
চৌর মত পশেছি প্রাসাদে। শীঘ্র এস
মোর সনে। দারুণ বিপন্না তুমি আজি।
এ হেন বিপদ নিদারুণ আর কভু
পশে নাই নবাব-সংসারে!

পরী কিসের বিপদ?

সাহা। বলিবার
শক্তি নাই, বলিবার নাই মা সময়।
মুহূর্ত্তে এ গৃহ তব হবে কারাগার।
বন্দিনী হইতে যদি সাধ নাহি থাকে,
শীঘ্র এসো। কেন যাব ক'রোনা জিজ্ঞাসা।
মান রাখ—করি মা মিনতি।

পরী। নবাবের
অনুমতি বিনা, এ ঘোর রজনী যোগে
তব সঙ্গে পলায়নে মান কি বাড়িবে
তাঁর! আগে আন নবাবের অনুমতি।

সাহা। অনুমতি আর কি আসিবে! এই চারু
অট্টালিকা আর কি মা নবাব দেখিবে!
তাই বলি শীঘ্র এস। মান রাখিবারে
যদি থাকে আকিঞ্চন, বিলম্ব ক'রোনা।
এ সুন্দর সুবর্ণ পিঞ্জর মাঝে, আছে
নিহিত যে ধর্ম্ম রমণীর, ভুজঙ্গের
ফণার প্রহার হ'তে, যদ্যপি রাখিতে
তারে চাও, শীঘ্র তবে সঙ্গ মোর লও।
বিশ্বাসের শীতল কোমল উপাধানে
শির রাখি, ঘুমাইতে নিশ্চিন্ত অন্তরে,
পিতা তব চিরনিদ্রা ক'রেছে আশ্রয়।

পরী। য়ঁ্যা, য়ঁ্যা—পিতা
মোর নাই!

সাহা। নাই—আর সে নবাব নাই!
অবস্থা যা দেখিয়া এসেছি তাঁর, তা'তে
বিশ্বাস আমার, আর নাই তব পিতা।
নবাবের অন্নে পুষ্ট, নবাব-কৃপায়
রাজ্য মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত,
সয়তান-প্রতিমূর্ত্তি দুরাত্মা জাফর
নিদ্রিত নবাব বক্ষে বিঁধিয়াছে ছুরি।
বিশ্বাসঘাতক অন্য যত অনুচর
সেই বেইমানি কার্য্যে হ'য়েছে সহায়।

পরী। কি শুনালে সাহাজান! এই কি পিতার
পরিণাম! হে ঈশ্বর কি করিলে মোরে!

নিদ্রা গেনু রাজার নন্দিনী; জেগে দেখি—
নিদ্রার অপর পারে সমস্ত জীবন
স্বপ্নময় রাজত্বের শুধু স্মৃতি-ছায়া!
পিতৃহীনা স্থানহীনা ভিখারিণী নাম!
কি শুনালে সাহাজান!

সাহা। নবাবনন্দিনী!
রোদনের আছে অবসর। উপযুক্ত
নয় এ সময়। নিস্তব্ধ রয়েছে পুরী।
অবাধে এখনো চলে নিদ্রার শাসন।
চীৎকারে ভেঙ্গনা রাজ্য তার। সর্ব্বনাশ
হবে! আত্মরক্ষা হবে অসম্ভব। চ'লে
এস।

পরী। কোথা যাব?

সাহা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
স্থান। চল তোমা সেথা লয়ে যাই। ওই
পুন উঠে কোলাহল! দুরাত্মা পশিল
বুঝি পুরে। ত্বরা এসো পরী! এলো—এলো,
হ'ল সর্ব্বনাশ! নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা
করিবার তরে, সমস্ত জীবন আছে।
পিতার উদ্দেশ্যে দিতে শোকাশ্রু-অঞ্জলি
আছে চক্ষে সাগরের জল। চ'লে এসো।

[পরীবাণু ও সাহাজানের প্রস্থান।

(জাফর ও অনুচরগণের প্রবেশ)

জাফর। এইত নবাবনন্দিনীর ঘর! কিন্তু পরীবাণু কই! কি

হ'ল—কোথা গেল!—পরীবানু কোথা গেল!—কে নিয়ে গেল! কে সরালে! তল্লাস কর়ো—তল্লাস করো। যে নিয়ে গেছে, তাকে শূলে দাও। যে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে সপুরী একগাড় কর। জল্‌দি যাও—জল্‌দি চলো।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাচঘর।

দেবল ও জাফর।

জাফর। কি ক'রলে দেওয়ান?

দেবল। আর করা-করি কি জনাব! যাওয়া আর হওয়া। উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক।

জাফর। সবাই এসেছে?

দেবল। সবাই এসেছে,—শুদ্ধ বৃদ্ধ অনন্তরাও আসেনি।

জাফর। কেন?

দেবল। দেওয়ান বলেন—আমি গোলামের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে পার্ব্ব না।

জাফর। বটে (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) কোই হায়?

প্রহরী। হুজুর।

জাফর। জল্‌দি যাও,—একশ সিপাই সঙ্গে ক'রে অনন্তরাওকে হাতে পায়ে বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আন।

দেবল। আর আমার বিশ্বাস, পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখ্‌বার যদি কেউ সহায়তা ক'রে থাকে তো, সে অনন্তরাও।

জাফর। যাও—আর বিলম্ব ক'রোনা।

প্রহরী। যো হুকুম জনাব!

[প্রহরীর প্রস্থান।

জাফর। দেওয়ান্! আপাততঃ এ কার্য্য শেষ কর। এই রাজবংশীয় ওমরাও গুলোর যা হোক্ একটা হেস্ত নেস্ত কর—তারপর তোমার সকল শত্রু নিপাত ক'চ্ছি। শীঘ্র কার্য্য শেষ কর, আমি একটু বিশ্রাম নিই।

[প্রস্থান।

দেবল। হা ব্যাটা পাতি নেড়ে, গুজরাটের রাজদণ্ড হাতে এসেছে মনে ক'রে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুগে। যে রাজ্য মামুদ-সা ছদিন রাখতে পারলে না, সে রাজ্য তোর হাতে থাক্‌বে কতক্ষণ! এ রাজ্য ভবিষ্যতে আমার। আমারি কূটনীতি-অস্ত্রে ছদিনে এ রাজ্যের সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হবে।

(বিষণের প্রবেশ)

বিষণ। কি ক'র্‌লে বাবা?

দেবল। জাফর এখন নবাব। নবাবের হুকুমে এ কার্য্য সাধিত হ'ল, আমার কি!

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। হুজুর! আর কি ক'ত্তে হবে আদেশ করুন।

দেবল। অনন্তরাওকে ধ'রে আন। নবাবের জোর হুকুম,— যা বিষণ, সঙ্গে যা।

[ঘাতকের প্রস্থান।

বিষণ। এই মহাপাপ, এতেও নিবৃত্তি নাই। আবার সে দুর্ব্বল নিরপরাধ নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার! আর সেই কাজে আমি যাব? নিরীহ নবাবের এই ভীষণ হত্যা দেখে, আমাতে পাপ স্পর্শ ক'রেছে। বাবা! আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে চ'ল্লুম।

দেবল। আরে মূর্খ, অনন্তরাওকে রাখতে আছে! সে বেঁচে থাকলে দুদিনে নবাবকে আয়ত্ত ক'র্ব্বে,—অমনি রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হবে—অমনি দেবলের টুঁটি ফাঁসির দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। উপযুক্ত সন্তান! তখন কি তুমি পিতার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে, গুঁজিয়া বরফির বংশলোপ ক'ত্তে নিযুক্ত থাকবে। নে—চ'লে আয়।

বিষণ। অনন্তরাওয়ের দয়াতেই আজ তুমি এই গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত,—নইলে তুমি কে? থাকতে কোথায়? চিনতো কে? বাবা! উপকারীর সর্ব্বনাশ ক'রোনা। যা ক'রেছো তা ক'রেছো।—অনন্তরাওয়ের অনিষ্ট ক'রোনা। ফের—ফের।

দেবল। এখন যাস তো আয়।

বিষণ। দেখ বাবা!

দেবল। বলি যাস্‌তো আয়।

বিষণ। আচ্ছা বাবা!

দেবল। আবার বাবা!

বিষণ। শোন বাবা!

দেবল। না,—এ ব্যাটা কচ্‌লে কচ্‌লে, বাবা শব্দটাকে কলুঙ্কে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি। বলি আমার সঙ্গে যাবি কি না?

বিষণ। না।

দেবল। এই "না" কইতে অত বাবার অবতারণা ক'চ্ছিলি কেন?

বিষণ। বোকা বদ্‌মায়েস আত্মহত্যা করে; মূর্খ বদ্‌মায়েস্ মানুষ মারে;—আর সেয়ানা বদ্‌মায়েস দেশ নষ্ট করে। তুমি দেশটাকে খেলে দেখছি।

দেবল। যাস্‌তো আমার সঙ্গে আয়।

(দূতের প্রবেশ)

দেবল। খবর কি?

দূত। অনন্তরাও ধরা প'ড়ল না।

দেবল। সে কি?

দূত। সকলের চক্ষে ধূলো দিয়ে, অন্ধকারের আশ্রয় ক'রে—কোথায় স'রে প'ড়েছে। গৃহ শূন্য—জনপ্রাণীও তার ভেতর নেই।

দেবল। সর্ব্বনাশ ক'রলে, সব পণ্ড হ'ল।—এস সঙ্গে এস। ভাল ক'রে সন্ধান কর, আট ঘাট আগ্‌লাও—শীঘ্র এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

শ্যামলী।

গীত।

চোখের দেখা পাব ব'লে, আশায় ভুলে থাকি চেয়ে।
সেধে কেঁদে মনটী বেঁধে তবু ছুটী দাগা খেয়ে।
চাঁদের আলো ফুলের হাসি,
এক নিমিষে করে বাসি,
উদয় হ'য়ে হৃদয়শশী বুকে নিতে এলো ধেয়ে।
আঁখি ধারার ভরা নদী,
শুকিয়ে বিধি দিলে যদি,
প্রাণের নিধি নিরবধি থাকে যেন প্রাণটী ছেয়ে।

(ভুলিয়ার প্রবেশ)

ভুলিয়া। বলি ও রাঙ্গাবউ!

শ্যামলী। কিরে মিন্‌সে!

ভুলিয়া। বলি ক'র্‌ছিস্ কি?

শ্যামলী। ব'সে ব'সে ভাবছি।

ভুলিয়া। ভাবছিস্!

শ্যামলী। শুধু ভাবছি—ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছি।

ভুলিয়া। ব্‌লিস কি রাঙ্গাবউ, অবাক ক'র্‌লি যে! তোর ভাবনা আছে!

শ্যামলী। এইবারে এসেছে।

ভুলিয়া। বেশ্—ভাবনাটা কি শুন্‌তে পাই না?

শ্যামলী। ভাবছি, আমার অদৃষ্টে হ'ল কি! যাকে একদিন একদণ্ডের জন্য স্থির দেখতে পাইনি, সে আজ একটি মাস ভাল মানুষটীর মত আমার কাছটিতে ব'সে আছে। দিবারাত্র বিরহ স'য়ে স'য়েই জন্ম গেল, আজ কা'ল কিনা বিধাতার এত অনুগ্রহ! তাই ভাবছি, আমার হ'ল কি! খাওয়াতে ব'সেছি; মুখের গ্রাস ফেলে উঠে গেছিস্—সেই আজও যাওয়া, কা'লও যাওয়া। আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস—রেঁধে বেড়ে প্রতীক্ষায় ব'সে আছি,—সেই আজও আসা, কা'লও আসা। উপবাসে এই রকম আমার কত দিন কেটে গেছে। সেই তোকে দিবারাত্রি কাছটীতে দেখছি। চক্ষের নিধি একদণ্ডের জন্য চক্ষের অন্তরালে নেই—ছায়ার ন্যায় আমি তোর কায়ার সহচরী—এ কি বিধাতার অনুগ্রহ ডুলিয়া! ভাবছি, ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না। মনটা তাই কেমন কেমন ক'রছে। সত্যি বল দেখি ডুলিয়া, এ আমার হ'ল কি!

ডুলিয়া। এখন থেকে এই রকমই হ'তে চ'ল্‌ল রাঙ্গা বউ! শ্যামলীর কাছ থেকে আর বড় আমায় অন্যত্র যেতে হবে না। রঘুয়া মহারাজ ব'লেছে, "এইবার থেকে তোমার খোলসা।" দরকার হয়, মাঝে মাঝে দেখা ক'রে আসবো। সেখানে আর বারো মাস থাকবার দরকার নেই। রঘুয়া মহারাজের কৃপায় দেশের সমস্ত ডাকাত সংসারী হয়েছে, চাষ বাস ক'রে সংসার প্রতিপালন ক'চ্চে। কাজেই তারও কোন কাজ নেই—আমারও নেই।

শ্যামলী। ভাল দেখা যাক্।

নেপথ্যে। ডুলিয়া ঘরে আছিস?

ডুলিয়া। কেরে?

নেপথ্যে। আমি মন্নু। দোর খোল।

শ্যামলী। ওই হ'ল ছলিয়া! আমার চন্দ্রের দশা প্রতিপদেই বুঝি অস্ত যায়! শুক্লপক্ষ আর বুঝতে দিলে না।

ছলিয়া। আরে না, না। ও বুঝি আমার মতন পেয়ে দেশে এসেছে।

। ভাল এখন ত দোর খুলে দে।

(মন্নুর প্রবেশ)

ছলিয়া। কি খবর মন্নু?

মন্নু। খবর আর অন্য কিছু নয়—এখনি তোমায় যেতে হবে।

শ্যামলী। আর মুখ চাইলে কি হবে, যেতে হবে সে অনেক ক্ষণই বুঝতে পেরেছি।

ছলিয়া। বড় বিশেষ দরকার কি মন্নু? আজ থেকে গেলে হয় না?

শ্যামলী। একি মিনসে! আজ নতুন কথা শোনাস কেন? এখনি দুর্গা ব'লে রওনা হ'। বোধ হ'চ্ছে যেন সমস্ত পথটা ছুটে আসছিস্—ব্যাপার কি মন্নু? বাবার সংবাদ ভাল ত! বলদেব ভাই ভাল আছে ত?

মন্নু। মনিবের বড় বিপদ!

শ্যামলী। বিপদ!—সে কি!

ছলিয়া। রঘুয়া মহারাজ থাকতে মনিবের বিপদ! সেকি মন্নু!

মন্নু। আমাদের নবাব সুরাট বন্দরে তাপ্তীনদীর ধারে এক বাগান তইরি ক'র্‌ছিল শুনেছিলি।

ছলিয়া। শোনাশুনি কি, আমি চক্ষে দেখে এসেছি। আধা

তইরি অবস্থায় যা দেখে এসেছি, তাতেই বুঝেছিলুম, তইরি হ'লে দুনিয়ার এক নতুন সামগ্রী হবে। কিন্তু তার সঙ্গে মনিবের সম্পর্ক কি?

মন্নু। সেই বাগান, অল্পদিন হ'ল তইরি হয়েছে। নবাব দিন তিনেক হ'ল আমীর ওমরাও সঙ্গে ক'রে সেই বাগানে বাস ক'রতে গিছলেন।

দুলিয়া। তার পর?—

মন্নু। নবাব রাত্রিতে বাগানবাড়ীতে শুয়েছিলেন, এমন সময় নবাবের মোল্লা—সেই যে জাফর খাঁ—সেই যে বেদানা বেচ্‌তে গুজরাটে এসেছিল! রঘুয়া মহারাজ যাকে নর্ম্মদার জল থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল—

দুলিয়া। বুঝতে পেরেছি, তার পর কি ব'লে যা।

মন্নু। সেই জাফর খাঁ নবাবকে খুন ক'রেছে।

শ্যামলী। সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্নু। তার পর সে সয়তান সহরে এসেই কেল্লা দখল ক'রে নিজে নবাব হয়েছে। যত বড় বড় নবাব-বংশের ওমরাও ছিল, তাদের নেমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে।

শ্যামলী। আমাদের মনিব?

মন্নু। ভগবান তাঁকে রক্ষা ক'রেছেন, রঘুয়া মহারাজ পাষণ্ড-দের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, মওড়া আগলে মনিব ও বলদেব ভাইকে সরিয়ে দিয়েছে। মনিবের বাড়ীর একটি প্রাণীকেও দুরাত্মারা হত্যা ক'রতে পারেনি।

শ্যামলী। যাক্—বাবা ও বলদেব ভাই বেঁচে আছে?

মন্নু। প্রাণে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আশ্রয়

নিয়েছে, রঘুয়া মহারাজ খুঁজে পাচ্চে না। আজ ছুদিন ধ'রে খুঁজচে, তবু তাদের দেখা নেই।

ছুলিয়া। তাহ'লে ত বড় বিপদ মন্নু!

মন্নু। বড় বিপদ!

ছুলিয়া। তাহ'লে চ'ল্লুম শ্যামলী!

শ্যামলী। কাপড় চোপড় এনে দিই?

ছুলিয়া। এখনি—আর দাঁড়াতে পারি না।

মন্নু। দাঁড়ালে বিশেষ ক্ষেতি। রঘুয়া মহারাজ একা সকল দিক দেখতে পাচ্চে না।

[শ্যামলীর প্রস্থান।

ছুলিয়া। তাহ'লে একা একা গেলে ত চ'ল্‌বেনা মন্নু। আরও দু পাঁচ জন লোক চাই ত।

মন্নু। হ'লে ভাল হয়।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

ছুলিয়া। ওকি রাঙ্গা বউ! অত বড় পুঁটলি কেন?

শ্যামলী। আমিও যাব।

ছুলিয়া। সেকি!

শ্যামলী। মন ব'লচে, না গেলে মনিবকে আর দেখতে পাব না।

ছুলিয়া। তা হয় না।

শ্যামলী। কেন হবে না।

ছুলিয়া। তুই পাগল হয়েছিস।

শ্যামলী। তোরা বিপদ মাথায় ক'রে চ'লে যাবি, আর আমি আকাশ পাতাল ভাববার জন্য এ অন্ধকূপে প'ড়ে থাকব!

ছুলিয়া। শুনচিস ভয়ানক বিপদ, তুই সঙ্গে গিয়ে কি বিপদের উপর বিপদ ঘটাবি।

শ্যামলী। আমাকে নিয়ে তোদের বিপদ কি?

ছুলিয়া। তোর একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শ্যামলী। আমার না তোর?

ছুলিয়া। অনেক দিন বোধ হয় আয়নাতে মুখ দেখিসনি। যাবার আগে একবার দেখে আয়। বুঝতে পারবি, ও সামগ্রী অরাজক রাজ্যে যাবার নয়।

শ্যামলী। বলিস কি! সিংহিনী আমি—আমি কি তোদের মুখ চেয়ে পথ চলি।

ছুলিয়া। না শ্যামলী! তা-হয় না।

মন্নু। ঝগড়া করিস কেন শ্যামলী? তোরে সঙ্গে নিয়ে গেলে রঘুয়া মহারাজ ব'ল্‌বে কি!

শ্যামলী। বেশ—(বস্ত্র প্রদান) এই নে।

ছুলিয়া। তা'হলে চ'ল্‌লুম।

[প্রস্থান।

শ্যামলী। দুর্গা দুর্গা!—আর যদি মনিবকে না দেখতে পাই! মন বড় কু গাইছে, আর যদি বলদেব ভাইকে না দেখতে পাই—যদি কাউকেও না দেখতে পাই! চোক আছে দেখব না? আমি কি কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না? রঘুবীরের ভগ্নী—কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না! কলঙ্ক—রঘুবীরের কলঙ্ক। সোয়ামীর কি! সে স্বার্থপর নিজের সুখটী বেশ বুঝলে—কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলে। আমাকে ঘরে রেখে, নিরাপদ বুঝে ভরা বুকে চ'লে গেল। আমাকে সুখী দেখাই তার সুখ। সেজন্য সে আমার ভাইয়ের কষ্ট বুঝলে না, নিজের কষ্ট

বুঝলে না। এত বড় স্বার্থপরকে আমি অমনি ছেড়ে দেবো! সঙ্গে যাব, জ্বালাতন ক'রব। আমায় একা ফেলে যাবার প্রতিশোধ নেবো।—মনিয়া, মনিয়া!—ও মনিয়া ঠাকুরঝী!

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। কি বউ?

শ্যামলী। আমার ঘরের চাবি নে। ধূনো দিস্, সন্ধ্যে দিস্।

মনিয়া। একি কথা! দাদা কোথা গেল?

শ্যামলী। চ'লে গেছে।

মনিয়া। ঝগড়া ক'রেছিস নাকি? রাগ ক'রে গেল নাকি?

শ্যামলী। না, বিশেষ দরকারে গেছে।

মনিয়া। বেশ্ ত, তা ত দাদা বরাবরই যায়। তুই যাবি কোথায়?

শ্যামলী। তোর দাদা যেখানে গেছে।

মনিয়া। তবে দাদার সঙ্গে গেলিনে কেন?

শ্যামলী। সঙ্গে নিলেনা।

মনিয়া। তবে যাবি কেমন ক'রে?

শ্যামলী। একা।

মনিয়া। সেকি! তুই যে কুলের বউ!

শ্যামলী। তোর ভাইয়ের বউ—নদীর বেগ নিয়ে সাগর দর্শনে যাব, আমার গতি রোধে কে!

মনিয়া। ওমা, একি কথা!

শ্যামলী। ঠাকুরঝি! হাতে ধরি, বাধা দিসনি। প্রাণ স্বামীর সঙ্গে ছুটে গেছে, এ দেহকে আবদ্ধ ক'রে প্রাণ-ছাড়া করিসনি।

একটা তুচ্ছ নারী আমি, আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার দেবতা স্বামী পরোপকারকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আমার কাছটিতে এসে ব'সে থাকবে! এ আমি কেমন ক'রে সইব। সেইজন্য আমি এতকাল বিরহকে বিরহ জ্ঞান না ক'রে আনন্দে বন-হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রেছি। কিন্তু আর ক'রব কেন? ইচ্ছা ক'রলে একমুহূর্ত্তে যে বিরহকে দেশত্যাগী ক'রে দিতে পারে, সেই আমি হব বিরহের দাসী! সময় নেই, অসময় নেই, সে কিনা আমাকে এসে উৎপীড়ন ক'রবে! না মনিয়া! রাগে আমার অঙ্গ কাঁপছে, আমি চ'ল্লুম। এই নে সিন্দুকের চাবি। মনিব আমার বিবাহের সময় আমাকে যে মণি যৌতুক দিয়েছে, সেইটে আমায় এনেদে। সেটা না নিয়ে গেলে বাবা আমার বড় দুঃখ করে। আর এইনে ঘরের চাবি, ঝাঁট দিস, সন্ধ্যে দিস।

মনিয়া। আস্‌বি কবে?

শ্যামলী। (মুখচুম্বন করিয়া) মা কালীকে জিজ্ঞাসা করিস। তোকে ফেলে যাচ্চি, আসবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিস কেন মনিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

নর্ম্মদাতীর।

নাবিক।

নাবিক। আমিও ফকীর হ'লুম, দেশেও আকাল হ'ল, ঘটী বাটী গহনা পত্র বেচে লা তইরি ক'রলুম। কোথায় লোকজন পার ক'রে দিন গুজরান ক'রব, না কোথা থেকে নতুন নবাবের

হুকুম বেরুলো যে, যে কেউ লোকজনকে নদী পার ক'রবে, অমনি তার গর্দ্দান যাবে। হা আল্লা! তোমার মনে এই ছিল। কি ক'রে খাই, কি ক'রে জরু ছাওয়ালকে খাওয়াই!

(অনন্তরাও ও বলদেবের প্রবেশ।)

অনন্ত। আমরা এলুম, কিন্তু রঘুবীরকে পেলুম না। সে না এলে আমার আসা যে বৃথা হ'ল! প্রাণ আসছে না, পা চ'লছে না, রঘুবীরকে ফেলে এসেছি। আমি যে তাকে বড় যত্নে পালন ক'রেছি। সে যে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমার সব! কি হবে বলদেব? আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে শেষে রঘুবীরকে প্রাণ দিতে হ'ল!

বল। ভয় কি বাবা! ধার্ম্মিকের দেবতা সহায়।

অনন্ত। হাঁ বাপু মাজী!

নাবিক। কি হুজুর!

অনন্ত। আমাদের এই দুজনকে পার ক'রে দিতে পার?

নাবিক। হুজুর আমি পারব না।

অনন্ত। কেন বাপু মাজী? ভাল রকম বকসিস্ ক'রব।

নাবিক। সামান্য বক্‌সিসের জন্য গর্দ্দান দেবে কে হুজুর!

অনন্ত। গর্দ্দান যাবে—গর্দ্দান যাবে। তাহ'লে কাজ নেই বাপু মাজী!

নাবিক। নতুন নবাবের হুকুম, তাঁকে না জানিয়ে যদি কাউকে পার করি, তাহ'লে আমার জরু ছাওয়াল—যে যেথানে কেউ আছে—সবাইকে এক গাড়ে যেতে হবে।

অনন্ত। তাহ'লে কাজ নেই বাপু মাজী!—আমরা অন্যত্র

যাই। আয় বলদেব বনে ঢুকি। দেখ বাপু মাজী! পার ক'রতে পার আর না পার, আমরা যে এখানে এসেছি, কাউকে ব'লোনা।

নাবিক। তা ব'লতে যাব কেন হুজুর! উপকার ক'রতে পারলুম না ব'লে কি ক্ষতি ক'রব! কি ক'রব হুজুর! গরীব—ছেলে পুলে আছে—উপার্জ্জন ক'রতে একা আমি—জানের ভয় করি।

অনন্ত। তুমি বড় ভাল লোক বাপু মাজী! পার ক'রলে কিছু পেতে—প্রাণের ভয়ে পারলে না। পরের অপরাধে তোমার ক্ষতি হয় কেন।—এই নাও বাপু কিছু বকসিস্।

(স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

নাবিক। সেকি হুজুর—কিছু ক'রলুম না—সেকি হুজুর!

অনন্ত। তা হোক—তুমি বড় ভাল লোক—আমি দেলখোস হয়ে দিচ্ছি—না ব'লোনা।

নাবিক। যা থাকে বরাতে—হুজুর তোমাকে আমি পার ক'রব।

অনন্ত। না বাপু! আর আমি পার হব না। আমার জন্যে তোমার সর্ব্বনাশ হবে কেন?—চল্ বলদেব! কি ক'রে তোরে বাঁচাই বলদেব!—আমার অন্ধের লড়ী—আমার আশার শেষ!

বল। সেকি বাবা! আমার জন্য ভাবচ কি!—সম্মুখে স্থিরা নর্ম্মদা—বিরামদায়িনী নর্ম্মদা—যাই ত ওর কোলে যাব। তা ব'লে পাতি নেড়েকে ধরা দেব?

অনন্ত। তাই বুঝি যেতে হয়—আমার সব যেখানে গেছে—অবশিষ্ট তুই—তুই বা সেখানে না যাবি কেন?

বল। সব গেছে কি পিতা?

অনন্ত। এখানে নয়—বনে চল্। কিছু ক্ষণের জন্য আত্মরক্ষা কর্—সব শুনতে পাবি। আসি বাপু মাজী!—সেলাম।

নাবিক। হুজুর!

অনন্ত। দুঃখ ক'রোনা বাপু মাজী! নসীব—নসীব!

[প্রস্থান।

না। যা থাকে অদৃষ্টে পার করি—সঙ্গী ডাকি। মরণ! সেত একদিন আছেই। এমন ভাল লোকের কিছু ক'রতে পারলুম না। অমনি অমনি দুঃখ রেখে যাব! যা থাকে অদৃষ্টে পার করি, সঙ্গী ডাকি, যেতে না চায়—হাতে পায়ে ধ'রেও পার করি।

[প্রস্থানোদ্যত।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। বাপু! এ দিকে একটি বৃদ্ধ ও সেই সঙ্গে একটি যুবক দেখেছ?

নাবিক। সর্ব্বনাশ,! এই বুঝি ধ'রতে এসেছে? কিছুতেই ব'লব না?—

রঘু। বলনা বাপু,—চুপ ক'রে রইলে যে!

নাবিক। বোকা মাঝী—কথা কইলেই ধরা প'ড়ব—দাঁতে জিব কামড়ে থাকি। কোন মতেই কথা কইব না।

রঘু। কিহে বাপু! হাঁ কি না যাহ'ক একটা বল—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পেরেছি—তাদের দেখেছো; কিন্তু ব'লতে সাহস ক'রছনা।

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। ভয় নেই—আমি তাঁর আত্মীয়। তুমি নিঃসঙ্কোচে বল—কিছু ভয় নেই।

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। না হুজুর কি!

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। না হুজুর, হাঁ হুজুর ক'রছ কেন?

নাবিক। কি আর করি হুজুর! না ক'রে যে আর উপায় নেই।

রঘু। তোমায় ব'লতে কি বারণ ক'রে গেছে?

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। আ মূর্খ! প্রকাশ ক'রতে বাকি রাথলি কি?

নাবিক। আজ্ঞে না হুজুর! আমি কথন কারও কিছু বাকী রাথিনি, সবই নগ্‌দা নগ্‌দী।

রঘু। কাউকে কি নদী পার হ'তে দেখেছিস্?

নাবিক। আমি দেখতে জানিনা হুজুর!

রঘু। তুই ঠিক দেখেছিস্—তারা নিশ্চয় এসেছে—তুই দেখে ব'লছিস্ নি।

নাবিক। দোহাই হুজুর! আমি দেখতেও জানিনি, বলতেও জানিনি।

রঘু। বেশ্, আমাকে নর্ম্মদা পার ক'রে দিতে পারিস্?

নাবিক। আর সব পারি, কেবল ওইটেই পারিনি।

রঘু। তবে দূর হ।

নাবিক। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! সেই ভাল। তাহ'লে হুজুর সেলাম করি।

রঘু। তোকে পুরস্কার দিতুম,—ব'লতে পারলিনি! দেখে থাকিস্ ত বল্—আমি সেই বৃদ্ধের পরমাত্মীয়। বিষম দুর্য্যোগের সূত্রপাত—ঝড় উঠলো—নর্ম্মদা এখনই সংহারিণী মূর্ত্তি ধ'রবে।

সম্মুখে গভীর বন—নিকটে আশ্রয় নেই—জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। তিনি আমার প্রভু—পিতা। দেখে থাকিস্ ত বল্ ভাই! চিরকালের মত তোর কেনা থাকবো।

নাবিক। খোদার কসম—মিথ্যে ক'য়োনা। সত্য ক'রে বল তুমি কে?

রঘু। রঘুবীরের নাম শুনেছিস্?

নাবিক। তুমিই সেই?

রঘু। আমিই সেই।

নাবিক। তুমিই এক চ'ড়ে একটা বাঘ মেরেছো?

রঘু। আমিই।

নাবিক। তুমিই শুঁড় ধ'রে একটা বুনো হাতীকে বন থেকে টেনে এনেছো?

রঘু। আমিই।

নাবিক। একটা জ্যান্তো তালগাছ মাঝামাঝি ভেঙ্গে দাঁতন ক'রেছিলে তুমি?

রঘু। (সস্মিতে) হাঁ! আমি।

নাবিক। এই নর্ম্মদায় টপ্ ক'রে ডুব দিয়ে, একটা ন্যাজা-মুড়ো শুদ্ধ আস্ত কুমীর ড্যাঙ্গায় টেনে তুলেছিলে তুমি?

রঘু। আমি।

নাবিক। তুমিই বেদানাওলাকে নর্ম্মদা থেকে উদ্ধার ক'রেছো?

রঘু। এতক্ষণ হাসিমুখে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেম মিয়া! আর থাকতে পারলেম না। সেই নরাধমকে রক্ষা ক'রে আমি দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছি।—এখনও অবিশ্বাস ক'রছ—গা টিপে দেখছ—বড় নরম, না?

নাবিক। বাবা বিশ বচ্ছর দাঁড় টেনে, হাল ধ'রে, বোঁটে ঠেলে হাত দোরস্ত ক'রেছি—পীরের কাছে মামদো বাজী! তুমি রঘুবীর! যাও—এখানে কেউ আসেনি। উহুহুঃ (চীৎকার)

রঘু। কি হ'ল—কি হ'ল মিঞা!

নাবিক। ওরে বাবা! আঙুলে এত জোর! এক্ষণি হাতের হাড় ভেঙে ছাতু হয়ে গিয়েছিল আর কি! এখন বুঝেছি—ওরে বাবা!

রঘু। বুঝেছো?

নাবিক। বিলক্ষণ বুঝেছি!—ছেলেপুলে কাছে থাকলে এই এক টিপনীতেই বংশলোপ হয়ে যেত। তা বাবা রঘুবীর! তোমায় ত আমি লায়ে তুলতে পারব না। তুমি যে লায়ে উঠে, আদর ক'রে, আমাকে এমনি একটা টিপনী দেবে, আর আমার লা খানা শুদ্ধ দেখতে দেখতে বানচাল হয়ে যাবে, সেটী হ'চ্ছেনা। ওরে বাবা,—এক টিপনী সাতবার চিড়িক মারে যেরে!

রঘু। তবে কি আমার মনিব ওপারে?

নাবিক। রক্ষা কর বাবা! তোমার মনিব ত মনিব—তোমার গন্ধও আর ওপারে নয়। কে বাবা লা খানি খুইয়ে, ছেলে পুলেকে না খাইয়ে মারবে! ছেড়ে দাও বাবা মিঞা সাহেব—থুড়ি, হুজুর রঘুবীর! ঝড় উঠলো আমি ঘর সামলাইগে!

রঘু। তাহ'লে আমার মনিব কোথা?

নাবিক। এই বনের ভেতর বাবা!—উঃ কট্‌কট্, ঝন্‌ঝন্, চিড়িক্, চিড়িক্, কটাস্ কটাস্, ধড়াস্ ধড়াস্, নানা জাতের আওয়াজ প্রাণের ভেতর যেরে, ওরে বাবা!

রঘু। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা!
ফেনিল রাক্ষসী মুখে তুলিয়া হুঙ্কার,
দশদিকে উন্মত্ততা করিয়া প্রসার,
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী?
জানিনা কি স্বর্গচ্যুত কৌমুদী পুতুলী
কি অপূর্ব্ব পারিজাত লোভে, প্রভঞ্জনে
ধ'রেছ সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে
পূরিয়া অঞ্জলি। শোণিত নিষিক্ত ধরা
আগে হ'তে দুরাত্মার নির্ম্মম চরণ-
ভরে, থর থর কাঁপে—কাঁপে প্রাণ, তার
যাতনায়, তবে কেন নর্ম্মদা সুন্দরী!
আবার ভীষণা মূর্ত্তি ধরি, অবিরাম
সহস্র কর্কশ হস্তে ব্যথিত শরীরে
তার, করিস প্রহার? ক্ষমা দে নর্ম্মদা!
অতীত বরষ পঞ্চ, এমনি ভীষণ
নিশা—এমনিই ঘন অন্ধকারে, তব
সঙ্গে করি ভীম রণ, এক নরাধমে
কাড়িয়া লইয়াছিনু তব গ্রাস হ'তে।
প্রতিহিংসা ল'তে তাই এলে কি নর্ম্মদা?
নিয়তির কার্য্যে বাধা দানে, করিয়াছি
যেই মহাপাপ, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার! ভীষণ মৃত্যুর ভয়ে
জ্ঞানশূন্য প্রভু মোর, আসিয়াছে তব
জলে প্রাণ বিসর্জ্জিতে। প্রিয় পুত্র সঙ্গে

আছে তার---আর আছে পুত্র সম এই
নরাধম—একের জীবন বিনিময়ে
এত প্রাণে হবে না কি সন্তোষ তোমার ?
তবে শোন উন্মাদিনী কল্লোলিনী! দেখা
যদি নাহি পাই তার, তোমারে করিব
আত্মদান, ক্লান্ত আমি সংসারে ঘুরিয়া।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বন।

সাহাজান, পরীবাণু।

সাহা। পরী! কিছুক্ষণের জন্য এই শিলাতলে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি স্থান অন্বেষণ করি। ভয়ানক ঝড়—মহাপ্রলয়—পরী! তোকে পাবার জন্য চারিদিক থেকে যেন সয়তানের অনুচরেরা হাত বাড়াচ্ছে। দানা তাণ্ডব নৃত্য ক'রছে—ডাকিনী খলখল হাসছে। পরী! এই শিলার আশ্রয়ে অবস্থান কর। খোদা পরীকে রক্ষা কর।—নবাব মামুদসার স্মৃতিচিহ্ন পুঁছে ফেলো না। এ কোহিনুর প্রলয়-আঁধারে ডুবিয়ে মেরো না। বোস্ পরী আমি স্থান দেখি।—কোথাও যাস্‌নি।—এ শিলাতল পরি-

ত্যাগ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'সনি। যদি স্বয়ং পীর এসে স্থান ত্যাগ ক'রতে বলে, তবু উঠিসনি। আমি খুঁজে দেখি—অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখি—এ নির্ম্মম কঠোর অরণ্যের বুকে এক বিন্দুও দয়ার অস্তিত্ব আছে কি না।

পরী। আমি এইখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো।

সাহা। চুপ ক'রে থাকবি—একপদও স্থানান্তরে যাসনি।

পরী। ফিরতে কতক্ষণ হবে ?

সাহা। যতক্ষণ না আশ্রয় পাই।—(মস্তকে বৃক্ষপতন) পরী—পরী! সব শেষ—আমি গেছি। আমার জীবন শেষ—প্রকাণ্ড গাছ আমার ঘাড়ে প'ড়েছে।—আমি মলুম!

পরী। হা আল্লা! আমার সব গেল!—কই, কোথা তুমি—কতদূরে তুমি ?

সাহা। উঠোনা—এসোনা।

পরী। তুমি গেলে, আমার কি হবে!

সাহা। জানিনা—উঠোনা।—কোথাও যেওনা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বসিয়ে রেখেছি, ব'সে থাক। যদি অনন্তরাওয়ের গৃহে আশ্রয় পাও—তাহ'লে লোকালয়ে ফিরো। নচেৎ নয়—শিলাতল—ওইখানে—উঠোনা। সব পিশাচ—সয়তান—উঠোনা, এসোনা—ন'ড়োনা—প্রকাণ্ড গাছ—মানুষের ক্ষমতা হবেনা—হ'লনা—যাই—আল্লা!—

পরী। সাহাজান—সাহাজান! কোথা তুমি ? অন্ধকার—পথ দেখতে পাচ্ছিনা। খোদা! রক্ষে কর—সাহাজানকে রক্ষে কর। সাহাজান! সাহাজান!—এই বনের ভিতর কে কোথায় দয়ালু শক্তিমান আছ, এস—রক্ষে কর, রক্ষে কর।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এই ভীষণ অরণ্যে, এই নিবিড় অন্ধকারে খুঁজি কোথায়? বিষম চীৎকারও বৃক্ষের শাখাভঙ্গ-শব্দে ডুবে যাচ্চে। একটা মাত্র আর্ত্তনাদ—কোন হতভাগ্য বিপন্নের এক করুণ কঠোর স্বর—একবার মাত্র আমার শ্রুতিস্পর্শ ক'রেছিল,—একপদ অগ্রসর হ'তে না হ'তেই, আবার প্রভঞ্জনের ভীম চীৎকারে মিলিয়ে গেছে! আর শুনতে পেলেম না। বড় অন্তর্যাতনার চীৎকার —কিন্তু কার? নর্ম্মদা কি হতভাগ্যকে গ্রাস ক'রলে?

পরী। কেগা তুমি?—কে কথা কইলে গা তুমি?

রঘু। একি রমণীকণ্ঠ! এই বিষম দুর্য্যোগে—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্যে কোমলপ্রাণা রমণী! কে মা তুমি? একি—চুপ ক'রলে কেন? কেমা তুমি? সন্তান নিকটে আছে, নির্ভয়ে কথা কও। কই মা! কোথা মা তুমি? বড়ই ভীষণ স্থান—মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে। কথা কও। শপথ ক'রছি —সন্তানের কাছে বিন্দুমাত্রও ভয়ের কারণ নেই। ভৃত্য আমি, দাস আমি, পুত্র আমি, সহোদর আমি, কথা কও। রক্ষা ক'রতে এসেছি, রক্ষা ক'রব। আত্মীয়-হারা যদি হও, সেই আত্মীয়ের সন্ধান ক'রে দেব। উত্তর দাও—এখনও দিচ্ছ না—তবে বল-প্রয়োগে ধ'রে নিয়ে যাব—কাউকে বিপন্ন দেখে ফেলা যাওয়া আমার রীতি নয়। বিপন্ন সর্পকে রক্ষা ক'রে, মাথায় দংশন নিয়েছি—তবু তাকে ফেলে আসিনি। উত্তর দাও।

পরী। একটী বৃদ্ধ বিপন্ন—গাছ চাপা প'ড়েছে।

রঘু। কোথায়—কোথায়?

পরী। দুচার পদ এই দিকে যা'ন।

রঘু। বেঁচে আছেন ?

পরী। তা জানিনা। (রঘুবীর কর্ত্তৃক বৃক্ষ অপসারণ ও পরীক্ষা)

রঘু। মা! সব পরিশ্রম যে বৃথা হ'ল। বৃদ্ধ যে প্রাণে নাই।

পরী। সাহাজান! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল!

রঘু। কেঁদোনা মা! এখন আত্মরক্ষার সময়। এ বৃদ্ধ তোমার কে ?

পরী। পরমাত্মীয়।

রঘু। কে ইনি ?

পরী। তা ব'লব না।

রঘু। বেশ—তোমাদের ঘর কোথায় ?

পরী। তাও ব'লব না।

রঘু। বেশ—কোথায় রেখে আস্‌তে হবে বল ?

পরী। কোথাও নয়।

রঘু। তাও কি কখন হয়!

পরী। আত্মীয় আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'রতে নিষেধ ক'রেছেন।

রঘু। সে অবস্থা ত আর নেই। আত্মীয় ত আর ফিরছেন না।

পরী। আমিও এখানে থাকবো—আর ফিরবো না।

রঘু। এ অন্যায় পণ।

পরী। তিনি ব'লেছেন—এখান থেকে উঠলেই বিপদে প'ড়বি।

রঘু। চারিদিকে হিংস্র জন্তু, প্রতিমুহূর্ত্তে মস্তকে বৃক্ষপতনের আশঙ্কা, এস্থান হ'তে অধিক বিপদ আর কোথায় জননী!

পরী। সর্ব্বত্র—তিনি ব'লেছেন সর্ব্বত্র।

রঘু। তা ঠিক—বিপদ যে সর্ব্বস্থানেই আছে, তাতে আর সন্দেহ কি! মায়ের কোলে—মাতৃস্তন্যেও বিপদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মা! এখানে যত, এত আর ত কোথাও নেই।

পরী। এখানে বিপদ শুধু প্রাণের—বাহিরে ধর্ম্মের। সয়তান এখন গুজরাটের সিংহাসনে। তুমি যেই হও—তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়।

রঘু। তুমি হিন্দু—না মুসলমানী?

পরী। তা ব'লব না।

রঘু। হিন্দু ভাই ভগ্নীর সংসারে যেয়ে বাস ক'রতে পারবে?

পরী। তাহ'লে আমি মুসলমানী।

রঘু। তা হোক—বিপন্না তুমি—হিন্দুর চক্ষে দেবী—তোমায় আশ্রয় দিলে হিন্দুর গৃহ অপবিত্র হয় না।

পরী। আমাকে নিয়ে কেন বিপদে প'ড়বে?

রঘু। তোমায় দিবানিশি মৃত্যুর আবরণে ঘিরে রাখবো। তুমি যদি প্রস্তুত থাকতে পার, তাহ'লে কার সাধ্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।

পরী। নিরাপদ রাখা তোমার সাধ্য কি!

রঘু। অবিশ্বাস ক'রছ কেন মা?

পরী। তাই যদি থাকতো, তাহ'লে এমন শক্তিমান প্রজ্ঞা থাকতে নবাব মামুদসার কি একটা তুচ্ছ গোলামের হস্তে ভীষণ মৃত্যু হয়!

রঘু। আপনি কি নবাবনন্দিনী?

পরী। আর পূর্ব্বস্মৃতি কেন!—আমি ভিখারিণী।

রঘু। নবাবনন্দিনী! অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে যেতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

পরী। আপনিই কি অনন্তরাও?

রঘু। তাঁরই ভৃত্য—রঘুবীর।—পালিত সন্তান।

পরী। ভাই! আমার হাত ধর—অভাগিনী নবাবনন্দিনীকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দাও। এই পরমাত্মীয়ের আদেশ—যদি দেওয়ানজীর ঘরে আশ্রয় পাই, তবেই আমি লোকালয়ে ফিরবো, নচেৎ স্বয়ং ঈশ্বর এসে আশ্রয় দিতে এলেও তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাই! ভগ্নীকে সঙ্গে নাও।

রঘু। এস ভগ্নী—হিন্দুর গৃহ-শোভাকরী কমলা! এই দারুণ অন্ধকার ভেদ ক'রে—অনন্তরাওয়ের অন্ধকার ঘর আলো ক'রবে এস।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যের অপরপার্শ্ব।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। হা নরাধম পাষণ্ড জাফর! কি ক'রলি? নবাবকে হত্যা ক'রেও কি তোর জিঘাংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হ'লনা? তার আদরের ধন—একমাত্র কন্যা—সোণার কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত

ক'রে উত্তপ্ত তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলি! নিষ্ঠুরা নর্ম্মদা! এমন আনন্দ-প্রতিমাকে তুই কোন্ প্রাণে গ্রাস ক'রলি?

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। একি পিতা! উন্মত্তের মত আত্মনাশ ক'রতে এদিকে ছুটে এসেছো? এ যে নর্ম্মদাতীর। শেষ কালে কি জলমগ্ন হ'য়ে অপঘাতে প্রাণ হারাবো?

অনন্ত। কিসের শব্দ হ'ল বুঝতে পারলি কি?

বল। ও কোন হতভাগ্য গাছ চাপা প'ড়ে, বুঝি প্রাণ খোয়ালে।

অনন্ত। গাছ চাপা প'ড়ে নয়—নর্ম্মদায়—

বল। তার আর আশ্চর্য্য কি! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—তুমিই যখন আজ আশ্রয়হীন, তখন কত হতভাগ্য যে নর্ম্মদায় প'ড়বে, তার সংখ্যা কি!

অনন্ত। হতভাগ্য নয়—হতভাগিনী।

দেবল। সে কি!

অনন্ত। নবাবের কন্যা পরীবাণু।

দেবল। সেকি! কে ব'ল্লে?

অনন্ত। কেউ বলেনি—মায়ের করুণস্বর শুনে বুঝেছি। সে মধুর স্বর সপ্তাহ পরে আবার শুনলেম! কিন্তু হা ঈশ্বর! আর বুঝি শুনতে পাবনা।

বল। পিতা! এ শোকের সময় নয়—আত্মরক্ষার সময়।

অনন্ত। আয় মা ফিরে আয়। হায় রঘু! বিপন্নাকে রক্ষা ক'রতে এসে কি তোর এই পরিণাম!

বল। হা ভগবান! ক'রলে কি? এমন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণকেও উন্মাদ ক'রলে!—পিতা! ফিরে এসো।

অনন্ত। রোস্‌না—ওদের ধ'রে আনি।

বল। কাকে আনবে? কে আসবে?—পিতা! চ'লে এসো,—যে গেছে, সে গেছে—আর আসবে না।

(পরীবাণুকে লইয়া রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কেন আসবেনা বলদেব! প্রাণের টানে ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে আসে—ভগবান করতলগত হয়; আর একটা তুচ্ছ জীবন ফিরে আসেনা? এই নাও পিতা! তোমার নন্দিনী, নিয়তির আবরণ ভেদ ক'রে, নর্ম্মদার সহস্র উন্মত্ত তরঙ্গের শিরোভূষণ—সহস্রদল স্বর্ণ-কমল—জল ছেড়ে স্থলে এসেছে। পিতা! চরণে আশ্রয় দাও।

বল। সেকি!—সেকি! ভাই তুমি?—যথার্থ ই তুমি?

অনন্ত। রঘু! নিয়তি-প্রেরিত ভার। তুমি ভিন্ন এ ভার ধারণ করে সাধ্য কার! এই নে, আমার কন্যা পরীবাণুকে শ্যামলীর পাশে স্থান দে।

রঘু। বলদেব! বড় অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল—বন্ধুর। পরী-বাণুকে হাত ধ'রে নিয়ে চল।

পরী। ভগবান!—ভগবান!

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ কানন।

রঘুবীর ও বলদেব।

রঘু। ভাই বলদেব! সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রলুম, কেউ আশ্রয় দিলে না—দিতে সাহস ক'রলে না। এরূপ অবস্থায় সামান্য পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে পরীকে ত আর রাখতে পারি না। রাত্রিও শেষ হ'তে চ'ল্‌ল, দিবালোকে ত পরীকে স্থানান্তরিত ক'রতে পারব না। পরীবাণুর সন্ধানে নিশ্চয়ই চারিদিকে চর প্রেরিত হ'য়েছে। দুরাত্মা জাফর নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত নাই।

বল। তাহ'লে ক'রবে কি?

রঘু। এই অন্ধকার থাকতে থাকতে, এই দুর্য্যোগের সহায়তায়, এস আমরা অরণ্যে প্রবেশ করি। বনের পাতা লতায় গভীর অরণ্যের ভিতরে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে, আপাততঃ দিন কয়েকের জন্য সেখানে বাস করি। তারপর সুবিধা দেখে আমরা সবাই

রামগড়ের রাজার রাজ্যে চ'লে যাব। আপাততঃ লোকের সমক্ষে অবস্থান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনা।

বল। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত—দুঃখ কা'কে বলে জানেনা,—বনের ভিতর বাস ক'রলে পত্নী বাঁচবে কেন?

রঘু। সময় সমস্তই স'ইয়ে দেবে ভাই! তার'লে নগরের মধ্যে আজ কা'ল ত তাকে কোন মতেই নিয়ে যেতে পারি না। যমের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে কি তাকে জাফরের মুখে দেবো!

বল। তাহ'লে এক কাজ করনা কেন দাদা!—যে উপায়ে দুরাত্মা জাফর গুজরাটের সিংহাসন প্রাপ্ত হ'য়েছে, সেই উপায়েই তার রাজত্বের পিপাসা মিটিয়ে দাওনা কেন। রাজ্যেরও মঙ্গল হয়—পত্নীও রক্ষা পায়। ভীলরক্ত এখনও ত তোমার দেহে প্রধাবিত।

রঘু। ছি বলদেব! ওকথা মুখেও এনোনা। তুমি দেবতা পিতার সন্তান।

বল। বৃদ্ধ পিতা আজ কি অপরাধে বনবাসী দাদা?

রঘু। অপরাধ অবশ্যই আছে, নইলে শাস্তি কেন?

বল। পিতা অপরাধী?

রঘু। নিশ্চয়—পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, জানতে পারবে।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। কতদূর কি ক'রে উঠলে রঘু?

রঘু। কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি।

অনন্ত। তাহ'লে উপায়?

রঘু। বনে ঢুকবো।

অনন্ত। তারপর?

রঘু। আপাততঃ কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে তার ভেতরে বাস ক'রব।

অনন্ত। বেশ—তাহ'লে বিলম্ব ক'রছো কেন? অন্ধকার থাকতে থাকতে নিয়ে চল। এখানে ত আর থাকতে সাহস ক'রছি না!

[রঘুবীরের প্রস্থান।

বল। তুমিও দাদার মতে মত দিলে!—অম্লান বদনে বিনাতর্কে দাদার কথায় বনে ঢুকবে!

অনন্ত। মূর্খ বালক! কবে তোর ভাইয়ের কথার প্রতিবাদ ক'রেছি। একবার তার অমতে কাজ ক'রেছি, তার ফলে আজ বনবাসী হ'য়েছি। সাগর-পরিমাণ কামনা নিয়ে ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলুম, তার ফল পেয়েছি। তবে আর কেন বলদেব! বনে প্রবেশ কর্—রঘুবীরের কথার প্রতিবাদ ক'রিস্‌নি।

(পরীবানু ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পরী। হাঁ ভাই, তুমি নাকি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ?

বল। শুধু তোমার জন্য পরী!

পরী। ছিলুম নবাবনন্দিনী—শাস্ত্র শিখিনি—জ্ঞানদৃষ্টিহীনা—নবাবী ঐশ্বর্য্যকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ক'রেছিলুম; দারিদ্র্যে যে ঐশ্বর্য্য থাকে, তা ত জানতুম না। সে ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেয়েছি। কি জানি কি পুণ্যফলে তোমাদের সঙ্গ লাভ ক'রে, তার মধুরতা অনুভব ক'রেছি। ব্রাহ্মণকুমারী আমি—যমবরা—মৃত্যুর নামে উৎসর্গীকৃতা, আমাকে বনে ঢুকতে ভয় দেখাও কেন ভাই।

বল। তোমার যদি এমন হৃদয়বল পরী! তাহ'লে আর আমি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হব কেন।

পরী। হয়োনা। দাদা ব'ললে, দারিদ্র্যের ভিত্তিতে যে ঈশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, তা অটল অব্যয়—ভুবনব্যাপী সৌরভময়—ভগবানের প্রিয় সামগ্রী। দাদা আরও ব'ললে, শুধু দুটী ক্ষুদের লোভে ভগবান হস্তিনায় এসে ভিখারী বিদুরের ঘরে উপযাচক হ'য়ে অতিথি হ'তেন; আর হস্তিনার রাজা কত নিমন্ত্রণে—কত সাধ্য সাধনায়ও তাঁকে ঘরে আনতে পারতেন না। ভিক্ষান্নেই যদি তাঁর এত লোভ, তাহ'লে তুচ্ছ নবাবীর জন্য তেমন অতিথিটীকে ছেড়ে দেব কেন?

অনন্ত। কে ব'লেছে তুই নবাবনন্দিনী? আজ থেকে তুই আমার কন্যা—আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্তিদায়িনী। আয় মা! তোর হাত ধ'রে বনে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদকক্ষ।

জাফর ও সখার মা।

জাফর। হাঁ বিবি! তুমি পরীবাণুকে কি রকম দেখলে বলদেখি?

স, মা। জনাব! সে আর আপনাকে কি ব'লব। বড় ফন্দি ক'রে তাদের সন্ধান নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি বলব—সেকি

সুন্দরী! কিন্তু যা দেখলুম তার তুলনা কই? ঘুটঘুটে আঁধার—কোলের মানুষটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না—সেই আঁধার ভেদ ক'রে, সেই অগম বিজন বনের ভেতরে, চারিদিক আলো ক'রে, বাতাসে রূপ ছড়িয়ে—সে আপনাকে আর বেশী কি ব'লব জনাব!—যেন যমুনার কাল জলে সোণার কলসী ভেসে উঠলো!

জাফর। বিবি! সে রত্নটী যে আমায় এনে দিতে হ'চ্ছে।

স, মা। তাইত জনাব—তাইত জনাব! আমি হাবলা গোবলা মানুষ। সাত চড়ে আমার রা বেরোয় না। কি ব'লতে কি বলি, কি ক'রতে কি করি। অবলা বিধবা—আমি কি পারব?

জাফর। তুমি নিশ্চয় পারবে। তোমার গুণের কথা শুনেই তোমায় আনিয়েছি। আর এই মুহূর্ত্তেই তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি। যাকে পাবার জন্য আমি গুজরাটের পথ নরশোণিতে প্লাবিত ক'রেছি, গুজরাটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রাণীশূন্য ক'রেছি; সেই অতুলনা সুন্দরী পরীবাণু চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেম, কেউ সন্ধান ক'রতে পারেনি। তুমি ক'রেছ। তুমিই আমার সহায়তার যোগ্যপাত্রী। পুরুষ হ'লে তোমাকে উজীর ক'রতুম। তুমি স্ত্রীলোক, আর কি ক'রব—তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'রব—পরীবাণুকে ধ'রে দিতে পারলে জায়গীর দেব।

স, মা। তাইত জনাব,—তাইত জনাব! কোথা থেকে কোথায় গিয়ে প'ড়ব! শেষ কালে কি ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে ম'রব! ম'লে, আমার জায়গীর ভোগ ক'রবে কে!

জাফর। কে মারবে? বলকি বিবি! নবাব জাফর খাঁর লোক তুমি, চ'লেছ জাফর খাঁর কাজে, তোমার গায়ে হাত তুলবে! তোমার দিকে যে তীব্র দৃষ্টিতে চাইবে, সে কমবখ্‌ত্‌ গিয়ে রয়েছে

জেনে রাখ। কোই হ্যায়? (নেপথ্যে—হুজুর!) জল্‌দি কেরামৎ খাঁকো বোলাও, (নেপথ্যে বহুত আচ্ছা) জবর লোককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সেপাই দিচ্ছি; যা হুকুম ক'রবে, তাই তারা শুনবে। এদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে লোকের ঘর ঘর সন্ধান কর—পরীবাণুকে এনে দাও।

(কেরামৎ খাঁর প্রবেশ)

দেখ কেরামৎ—এই বিবির কার্য্যে তোমায় নিযুক্ত ক'ল্লুম। বিবির হুকুম—সে আমার হুকুম মনে ক'রবে। যেখানে যেতে বলে যাবে, যা ক'রতে বলে ক'রবে।

কেরা। যো হুকুম জনাব!

জাফর। আর বিবির যখন যে কজন সেপাইয়ের দরকার হবে, সে কজন তুমি তৎক্ষণাৎ মোতায়েন রাখবে।

কেরা। যো হুকুম।

স, মা। আচ্ছা জনাব! সে মেয়েটী যদি আর কেউ হয়?

জাফর। যেই হোকনা কেন, তাকেই আমার জন্য নিয়ে আসবে। আমি এদেশের রাজা—এদেশের যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী, সমস্ততেই আমার অধিকার।

স, মা। তাত বটেই। নইলে আবার রাজা কি! রাজা সন্দেশের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস খাবে, ক্ষীরসাগরের নীর গাবিয়ে তোলপাড় ক'রে শুধু ঢেউগুলি জিবের আগায় চাকবে, গোলাপী বাতাস নিঙ্গড়ে শুধু থাপিটুকুতে পিত্তি রক্ষা ক'রবে। ফুল-বাগান থেকে আরম্ভ ক'রে গোভাগাড় পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু সেরা আছে, সব তার। নইলে আবার রাজা কি!

জাফর। বল ত বিবি!

স, মা। সে আমার আগে থাকতেই বলা আছে জনাব! তাহ'লে এস মিয়া! দেখা যাক্ কতদূর কি ক'রে উঠি। সেলাম জনাব!

[কেরামৎ ও সখার মার প্রস্থান।

(দেবলের প্রবেশ)

দেবল। সেলাম জনাব! সন্ধান পেলেন কি?

জাফর। (স্বগত) পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখার মূল অনন্তরাও—বে-অকুফ—বদমাস!

দেবল। (ভীতিপ্রকাশ ও স্বগত) আরে ম'ল—এ আবার কি মূর্ত্তি! শেষ কালে চোটটা আমার ঘাড়ে এসেই পড়ে নাকি!

জাফর। শুধু মেহেরবাণী ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছি। বেতমিজ—বেইমান্!

দেবল। আজ্ঞে হাঁ! হুজুর মেহেরবাণী ক'রে যে রেখেছেন সেটা ঠিক। আর সেইজন্য বেতমিজ ব'ললেও বলা যায়। আর বেইমানের ত কথাই নেই।

জাফর। বেল্—লিক—

দেবল। (স্বগত) খেলে—এইবার দেবলের দফা সারলে! (প্রকাশ্যে) সন্ধান কি পাওয়া গেলনা জনাব! সখার মা কি কিছু খবর দিতে পারলেনা?

জাফর। কেও দাওয়ান? সন্ধান পেয়েও পাওয়া গেলনা। তাই ত ব'লছি—বদমাস, বে-তমিজ, বে-ইমান্, বে-লিক্। কোতল

ক'রবো—শূলে দেব—জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব (দেবলের ভীতি-প্রকাশ) কি বল দেওয়ান ! ব'লতে পারি কি না ?

দেবল। খুব ব'লতে পারেন—বরাবরই ব'লতে পারেন। বাপ্ বাঁচলেম, আমাকে নয়। শালা চাষা—ব'লছে তাকে, আর খিঁচুচ্ছে আমাকে।

জাফর। বুড়ো ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। এত বড় বেয়াদব !—এত বড় আস্পর্দ্ধা !—আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে পরীবাণুকে আশ্রয় দান !—দেওয়ান ! যেমন ক'রে পার, অনন্ত-রাওকে গ্রেপ্তার কর। সব ওমরাও যখন গেছে, তখন অনন্তরাও থাকে কেন ? আর দয়া নয়—অনন্তরাওকে বেঁধে আনো।

দেবল। যো হুকুম জনাব !

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ওমা আসছেই তো গো ! বনের ভেতর টাকা লুকিয়ে রেখেছি, জানতে পারলে নাকি ! লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে এ টাকা ক'রেছি—জান্তে পার্লে না কি ! তাহ'লে ত গেলুম দেখছি—আর ত সখার মার প্রাণ রক্ষে হ'লনা—ভবলীলা ত সাঙ্গ হ'ল !—দোহাই বাবা ! আমি গরীব—অনাথা—আমার কাছে কিছু নেই বাবা !

(বালক বেশে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। তুই? এখানে কতক্ষণ আছিস?

স, মা। আমি নেই বাবা!

শ্যামলী। রয়েছিস আবার নেই কি!

স, মা। তা তুমি যা বল বাবা, আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিনি।

শ্যামলী। ভয় নেই, আমি একটা খবর জানতে চাই।

স, মা। অত কাছে এসোনা বাবা!

শ্যামলী। ভয় নেই—আমি দস্যু নই।

স, মা। তা হোক, একটু দূরে থেকে কথা কও।

শ্যামলী। বেশ—দূরে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'রছি—বল্ এখানে কত ক্ষণ আছিস্?

স, মা। একদণ্ডও নেই বাবা!

শ্যামলী। সেকি!

স, মা। এক দম নেই।

শ্যামলী। এ কি রকম কথা?

স, মা। আজকাল কথা এই রকমই হয়ে গেছে বাবা!

শ্যামলী। সেকি বেটী! তামাসা ক'রছিস্?

স, মা। দোহাই বাবা! তামাসা আমাদের ক'রতে নেই।

শ্যামলী। বেশ—বল্ দেখি, এপথ দিয়ে কোনও হিন্দু ওমরা-ওকে যেতে দেখেছিস্ কিনা?

স, মা। আমি চোকে কিছুই দেখতে পাইনা বাবা! আমি ছেলে হারিয়ে অন্ধ হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি।

শ্যামলী। ব'লতে পারলে, মহামূল্য পুরস্কার দেবো।

স, মা। কি ব'ললে—হিন্দু ওমরাও ?

শ্যামলী। হাঁ।

স, মা। কি মহামূল্য পুরস্কার দেবে দেখি।

শ্যামলী। নিশ্চয় দেবো ! এখনি দেখাবো—আগে বল্।

স, মা। দেখেছি।

শ্যামলী। সত্যি ?—প্রতারণা নয় ?

স, মা। কই—কি পুরস্কার দেবে দাও।

শ্যামলী। তারে দেখতে কেমন বল্ দেখি ?

স, মা। তবে আর বকসিস নেওয়া হয়েছে !

শ্যামলী। ঠিক ব'লেছি—দিব্যি ক'রছি—নিশ্চয় দেবো।

স, মা। আর কখন দেবে বাবা ! দেবার সময় যে উতরে গেল।

শ্যামলী। দেখতে কেমন—না ব'লতে পারলে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?

স, মা। বিশ্বাস হবেনা—সে ত জানা কথা বাবা ! যাও বাছা তুমি নিজে খুঁজে দেখ, আমি নিজের ছেলেকে খুঁজে দেখি।

শ্যামলী। কাজেই—মাফ্ কর বাছা—বিশ্বাস হ'লনা।

(প্রস্থানোদ্যত)

স, মা। লাগে তাক্—না লাগে তুক্, দেখি একবার আঁধারে ঢিল মেরে। হাঁগো বাছা ! দেওয়ানজীকে খুঁজছ ত ?

শ্যামলী। (ফিরিয়া) এই নে পুরস্কার—মহামূল্য মণি। শীগ্‌গির বল্ কোন্ পথে গেছে। শীগ্‌গির বল্—দেরি সয়না, শীগ্‌গির বল্।

স, মা। এটা কি ব'ললে বাছা !—মাণিক ?

।

শ্যামলী। তোর সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবেনা শীগ্‌গির বল্‌না বেটী!

স, মা। শীগ্‌গির যাও—এই পথে যাও—ছুটে যাও—গেলেই ধ'রতে পারবে।

শ্যামলী। মা কালী! মুখ রেখো মা! যা বাছা, এখন অন্যত্র যা—এখানে আর তোর থাকবার দরকার নেই।

স, মা। (স্বগত) মা কালী কি আর ও মুখ রাখবেন! খানিকটে এই পথে গেলেই একটী হালুম্—বস্, তার পর ওই চাঁদ মুখ কালো হ'য়ে যাবে। কি ক'র্‌ব, মাণিক হাতে পেয়েছি আর ছাড়্‌তে পার্‌ছিনা। আহা বেশ মুখখানি! (প্রকাশ্যে) তোমায় বেশ দেখ্‌তে বাছা! তুমি বড় সুন্দর!

শ্যামলী। কি ক'র্‌ব বাছা, হ'য়ে পড়েছি।

স, মা। হাঁ বাছা! তুমি বুঝি কোন রাজার ছেলে?

শ্যামলী। হবে। এখন যা—বক্‌সিস্ পেলি চ'লে যা।

স, মা। হরি হে—দীনবন্ধু!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। এবেশে পিতার সম্মুখে কেমন ক'রে উপস্থিত হই! লজ্জা ক'র্‌ছে। উঁহুঁ—পারবোনা—বেশ পরিবর্ত্তন করি

[প্রস্থান।

স, মা। (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত) কেমন কেমন ঠেক্‌ছে যে! পুরুষ মানুষ তো নয়! চলন কেমন—বলন কেমন। না হ'লনা! পেছু নিতে হ'চ্ছে। ও মা! ও কি! চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে রাঙ্গা ছুক্‌রিটী হ'য়ে গেল যে!! যাই—যাই—

পাছু পাছু যাই। কেরামৎ এ সময় কোথায় গেল? যাই—সে বেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। নইলে একা পেরে উঠ্‌বো না।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

দেবল ও বিষণ।

বিষণ। এমন সোণার রাজ্যটা ছারেখারে দিলে!

দেবল। কি ক'র্‌ব, জমীকে উর্ব্বরা ক'র্‌তে হ'লে, দিন কতক ভাগাড় ক'রে রাখতে হয়।

বিষণ। বটে! তাহ'লে এমন রাজ্যটার ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হ'লে!

দেবল। এখন ই'চ্ছে ক'র্‌লেও ফেরা যায় না।

বিষণ। বেশ, তবে সর্ব্বনাশই কর। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দেবল। আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না। জিজ্ঞাসা আবার ক'র্‌বি কি? জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে কি? কাজ ক'র্‌তে চাস্ ত সঙ্গে আয়। মঙ্গল চাস্ ত এখনও সময় আছে, সঙ্গে আয়। নইলে নবাব যদি ঘুণাক্ষিরে জান্‌তে পারে যে, আমার ঘরে ধর্ম্মপুত্তুর শাপভ্রষ্ট হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌ছেন, তাহ'লে একটী চপেটাঘাতে

তোমায় সেই ধর্ম্মরাজের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে। আমার বাবাও তখন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

বিষণ। তোমায় ঠেকাতে হবেনা। আমাদের যে যেতে হবে, তা অনেক কাল বুঝেছি।

দেবল। বুঝেছিস্ ত এগিয়ে যানা।

বিষণ। ভাল, আমীর ওমরাওদের যে হত্যা ক'র্‌লে, তা'তে না হয় তোমাদের স্বার্থ আছে। কিন্তু রাণীপুরের নিরীহ প্রজা—তাদের মেরে, তোমাদের কি স্বার্থ হ'ল।—গ্রামকে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন দিলে!

দেবল। তারা অনন্তরাওকে স্থান দিয়েছিল কেন?

বিষণ। সবাই কি দিয়েছিল?

দেবল। সে কৈফিয়ত ত তোয় দিতে আসিনি! কৈফিয়ত নেবার অন্য লোক আছে।

বিষণ। কই—এখানে যে সে লোক দেখতে পাচ্ছিনা, তাইতেই ত দুঃখ! (স্বর্গের দিকে হস্ত প্রসারণ) ওখানকার কৈফিয়ত যে শুন্‌তে পাইনা—কেউ যে কখন শুনতে পেলে না—তাইতেই ত নিরপরাধের উপর এই উৎপীড়ন!

(ডুলিয়ার প্রবেশ)

দেবল। একি! কে তুই?

বিষণ। তাইত, কে তুই?

দেবল। কোথা থেকে এলি?—কেমন ক'রে এলি?—কথা কচ্ছিস্‌না যে?—আরে মর্, কে তুই?

বিষণ। কি আপদ! কে তুই?

দেবল। এগুস্‌নি—ওইখান থেকে দাঁড়িয়ে বল্।

বিষণ। তবু এগোয়—পেছিয়ে যা—এখনও ব'ল্‌ছি পেছিয়ে যা। নইলে ম'লি। (দেবলের পশ্চাতে গমন)।

দেবল। বিষণ ! অস্ত্র নিয়ে আয় ত—বেটার মুণ্ডচ্ছেদ করি। (বিষণের পশ্চাদ্‌গমনের চেষ্টা)

বিষণ। (দেবলের পশ্চাৎ গমন) কে আছিস্‌ রে ! আয় ত।

দেবল। কি চাও—ওইখান থেকে ব'ল্‌তে পারনা ?

ছুলিয়া। কিছু চাইনা হুজুর !

দেবল। তবে কি ক'র্‌তে এসেছো ?

ছুলিয়া। হুজুরের নামে একখানা চিঠি আছে, দিতে এসেছি।

বিষণ। আগে ব'ল্‌তে হয় বেটা ! নইলে এখনি যে কেটে ফেলেছিলুম !

দেবল। থামো বীরবর ! আর বিক্রম ফলাতে হবেনা। কার কাছ থেকে এসেছিস্‌ ?

ছুলিয়া। হুজুর চিঠি প'ড়্‌লেই জানতে পার্‌বেন। (চিঠি খুলিতে খুলিতে)

দেবল। তা বাইরে দরওয়ান র'য়েছে, তার হাতে দিস্‌নি কেন ? তোকে আস্‌তে দিলে কে ?

বিষণ। দেখ বাবা ! চিঠিখানা প'ড়েই দরওয়ান বেটাদের মেরে দেশ ছাড়া ক'রে দাও। এত বড় আস্পর্দ্ধা ! বিনা হুকুমে বাড়ীর ভেতরে লোক প্রবেশ ক'র্‌তে দেওয়া ! কে তোকে ঢুক্‌তে দিয়েছে বল্‌ত ?

ছুলিয়া। আমায় কেউ ঢুক্‌তে দেয়নি হুজুর !

বিষণ। সে কি ! তবে কেমন ক'রে এলি ?

ছুলিয়া। ঐ বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, ওই পাঁচিল টপকে,

খড়া বেয়ে ওই তেতালার ওপরে উঠে, ছাদ দে—ছাদ দে এদিকে এসে, আবার দেয়াল বেয়ে নেমে, এই ঘরের ছাদের ওপরে না প'ড়ে, ছাদ না খুঁড়ে, ওই ওপর থেকে নেমে এসেছি।

বিষণ। ও বাবা, এ বলে কি! (দেবলের অন্তরালে গমন) এ ডাকাত যে!

দেবল। সঙ্গে লোক আছে, না একা?

ছুলিয়া। এখন একা—তবে দরকার হ'লে সঙ্গী জুটতে পারে।

বিষণ। ও বাবা! একটু মোটা হওনা। তোমার পাপে দেখছি সব গেল।

দেবল। রঘুবীরের নাম দেখছি। কিন্তু রঘুবীর কে?

ছুলিয়া। দেওয়ান অনন্তরাওয়ের পুত্র।

দেবল। তার নাম ত বলদেব। আবার অনন্তরাওয়ের ছেলে কোথায়?

ছুলিয়া। ইনি তাঁর পালিত পুত্র।

দেবল। পালিত পুত্র!—হা হা হা! বুঝতে পেরেছি—সেই রোঘো।

ছুলিয়া। তাঁর নাম রঘুবীর—রঘো নয়।

দেবল। আচ্ছা তাই তাই। সেই ভীল ছোঁড়া ত?

ছুলিয়া। ভীল ছোঁড়া নয়—ভীলরাজ।

দেবল। ভাল, তা ভীলরাজ চান কি?

ছুলিয়া। ওই চিঠিতেই লেখা আছে।

দেবল। ও বিষণ! ভীলরাজ আমাকে লিখেছেন কি শুনবি?

বিষণ। ভীলরাজের আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! তোমাকে চিঠি লেখে!

দেবল। তাইত দেখছি। দুটো চারটে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে, ভীলরাজ শেষকালে কাকুতি মিনতি ক'রে এই ভিক্ষা ক'রছেন, যেন তাঁর মনিবের প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয়। বেশ, ভীলরাজকে বলিস্ যে, এ শ্রাদ্ধবাড়ী নয়,—এ রাজ্য। এখানে কাজ আছে—ভিক্ষে নেই। অনন্তরাও রাজদ্রোহী। তার শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে রাজার বিবেচনা।—ভিক্ষে শিক্ষে এখানে মিলছে না।

ছুলিয়া। যা বলবার থাকে লিখে দাও হুজুর!

দেবল। সে একটা অতি তুচ্ছ ভীল চাকর, তাকে আমি লিখে দেবো কি! তাকে বলিস, আমার বাড়ীতে যদি দরওয়ানী ক'রতে চায় ত, দিতে পারি।

ছুলিয়া। ও কথা আমি শুনবোনা হুজুর! যা ব'লতে চাও লিখে দাও।

দেবল। আরে মর্—এ বেটার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! যা ত বিষণ, ভীমসিং বেটাকে ডাক্‌ত। কাণ ধ'রে এ বেটাকে বাইরে নিয়ে যায়।

বিষণ। আর পটাপট্ জুতো হাঁকরে দেয়। দেখ্ বেটা! এখনও ব'লছি—রাগাসনি, মারা যাবি।

ছুলিয়া। জবাব না নিয়ে যাবার হুকুম যে আমার ওপর নেই হুজুর!

দেবল। চোপরাও, বেয়াদব—গাধা গিধ্বোড়! আবি শির জুদা হো যাগা।

বিষণ। চোপরাও—

ছুলিয়া। বেশি দেরি ক'রোনা হুজুর! আমার আবার অন্য

কাজ আছে। মুখ চেয়ে দেখছো কি হুজুর ? জবাব না নিয়ে ত যাবনা।

দেবল। যা ত বিষণ, ভীমসিং—কি যে কেউ থাকে—ডেকে আন্‌ত। বেটাকে একটা পাকাপোক্ত জবাব দিয়ে দি।

ঢুলিয়া। (পথরোধ করিয়া) জবাব দিয়ে যাও।

দেবল। ভীমসিং—ভাঁটারাম—গাঁট্টা তেওয়ারি—জবরদস্ত খাঁ !

(নেপথ্যে—হুজুর !)

জলদি ইধার আও—সব আদমি আও।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই শালা লোগকো বাঁধকে থোড়কুচি করকে কাট্‌কে দরিয়ামে ফেঁক্ দেও।

বিষণ। ফেঁক দেও—জল্‌দি কাট ডালো। শালা বেয়াদবকো আবি শিখ্‌লায়কে দেও।

সকলে। আও শালা কম্‌বখ্‌ত্ !

১ম, প্র। (অগ্রসর হইয়া) আরে কোন্ হ্যায় ! —ঢুলিয়া মহারাজ !

সকলে। (বন্দিগি—সেলাম ইত্যাদি অভিবাদন)

১ম, প্র। হিঁয়া ক্যা করনে আয়া ওস্তাদজী !

২য়, প্র। কিধার দেকে আয়া ওস্তাদজী !

৩য়, প্র। রঘুয়া মহারাজকো তবিয়ত আচ্ছি ওস্তাদজী !

৪র্থ, প্র। আইয়ে—আইয়ে, ঘোড়া ভাঙ্ হ্যায়, পিজিয়ে ওস্তাদজী !

১ম, প্র। মাফ্ কিজিয়ে হুজুর ! ঢুলিয়া মহারাজ এ চারো

আদমিকোই ওস্তাদ হ্যায়। উনকো পাকাড় লেনেকেতো হাম লোগ নেহি সেকেগা।

বিষণ। তব্ নকুরিমে বরখাস্ত হোগা।

সকলে। ক্যা করেগা হুজুর! নকুরি যাগা ত ক্যা করেগা।

১ম, প্র। নকুরি যাগা ত নকুরি মিলেগা—লেকেন ওস্তাদজী যানেসে ওস্তাদজী নেহি মিলেগা!

দেবল। বহুত আচ্ছা, চলা যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

কি বলিস বিষণ!

বিষণ। আর বলাবলি কি, লিখে দাওনা।

দেবল। তবে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।

ঢুলিয়া। এই যে আমারি কাছে আছে হুজুর!

দেবল। দেখ, তোমরা যে মনে ক'রেছ, অনন্তরাওয়ের ওপর—

ঢুলিয়া। দেওয়ানজী বল।

দেবল। বেশ, দেওয়ানজীর ওপর এই যে অত্যাচার—তোমরা হয়'ত মনে ক'রেছ, আমি ক'রেছি। কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, আমি এর কোনও খোঁজ খবর রাখিনা। কি ক'রব, প্রাণের দায়ে চাকরি ক'রছি। দেওয়ানজীর তবু অরণ্যেও স্থান আছে; কিন্তু আমার ওপর যদি জাফর রুষ্ট হয়, তাহ'লে ত্রিজগতে আমার স্থান নেই। (পত্র লিখিয়া ঢুলিয়ার হস্তে প্রদান)—ভাল, রঘুবীর কি করে?

ঢুলিয়া। এই ফুল বিল্বিপত্তর—এই রকম কত কি নিয়ে, কেবল পূজা আচ্ছাই করে।

বিষণ। আচ্ছা, বাবা যদি আমার পত্রের জবাব না দিত, তাহ'লে কি হ'ত?

ভুলিয়া। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ হুজুর! কাজ যখন মিটে গেল, তখন আর ওকথা তুলতে নেই।

দেবল। বেশ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল ভাবে তার উত্তর দেবে কি?

ভুলিয়া। অনুমতি কর হুজুর!

দেবল। তুমি রঘুবীরের কে?

ভুলিয়া। সাকরেত।

দেবল। তুমি যার সাকরেত, তার নাজানি কত শক্তি!—আমি তার শক্তির একটু পরিচয় জানতে চাই।

ভুলিয়া। কি ক'রে জানাবো?

দেবল। দেখছি, তুমি ত একা। আর আমার বাড়ী প্রহরী-বেষ্টিত। এরা যেন তোমার সাকরেত। কিন্তু তা যদি না হ'ত, যদি তোমাকে দশজনে ঘেরে ফেলতো?

ভুলিয়া। রঘুয়া মহারাজের আশীর্ব্বাদে হুজুর! ও রকম পঞ্চাশ-জনকে আমি একা ঠেকিয়ে রাখতে পারি।

দেবল। যদি একশো লোকে ঘেরে ধ'রতো?

ভুলিয়া। তাহ'লে?—দেখতে চাও হুজুর!

বিষণ। দেখাওনা ভাই সর্দার!

ভুলিয়া। (বংশীধ্বনি)

(চারিদিক হইতে ভীলগণের প্রবেশ)

(দেবল ও বিষণের ভীতির অভিনয়)

সকলে। ক্যা হুকুম মহারাজ!

হুলিয়া। হুজুরকো সেলাম কর। (ভীলগণের দেবলকে অভিবাদন) নাও—চল, আসি হুজুর!

দেবল। কিন্তু নবাব যদি নিজে অত্যাচার করে,—আমার কথা না শুনেও অত্যাচার করে!

হুলিয়া। সে আমরা বুঝতে পারবো। আসি হুজুর—অনুমতি—সেলাম।

দেবল। সেলাম।

হুলিয়া। (বিষণের প্রতি) সেলাম হুজুর!

বিষণ। সেলাম—সেলাম।

[হুলিয়া ও ভীলগণের প্রস্থান

দেবল। এ আবার কি আপদরে বিষণ

বিষণ। বাবা, কৈফিয়ত নেবার লোক এসেছে! এখনও যদি মঙ্গল চাও, ত দেওয়ানীতে লাথী মেরে বনবাসী হইগে চল তাতে দুদিন বাঁচবে।

দেবল। তাইত—তাইত, চল্—চল্—পালাই চল্।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

ময়দান।

(কৃষকের প্রবেশ)

গীত।

বৃন্দে দূতি গো! তোদের কালায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে।
ঢুকেছিল গোপীর গোয়ালে,
সেথায় নাকি বোসেছিল পেঁচো চোয়ালে,
যেম্‌নি ক'রবে ননী চুরি অম্‌নি ঘাড়ে প'ড়েছে।
ডুকরে কেঁদে ব'ল্‌তেছে বাঁশী,
ওগো বৃন্দে প্রাণ-গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কোথায় রাধা রূপসী, কালার এবার বেজায় কাশি, বুঝি না বাচে॥

(সথার মার প্রবেশ)

কৃষক। আপনি কোথায় যাচ্ছ বিবি?

স, মা। হাঁরে! এপথে তুই কিছু দেখেছিস?—কেউ গেছে?

কৃষক। আজ্ঞে আমি একটা রাঙ্গা বকনা ছুটে যেতে দেখেছি।

স, মা। আর কিছু?

কৃষক। আর দেখেছি একটা গন্ধগোকলো।

স, মা। আর তোর বাবার মাথা?

কৃষক। না বিবি! সেটা দেখিনি। আমার বাবা, আমার হবার আগেই মারা প'ড়েছে। আর পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি, বাবার আমার খুব ক্ষেমতা ছেল, কিন্তু মাথা ছেল না।

স, মা। দূর বেটা চাষা! কোন মেয়েকে এপথ দে যেতে দেখেছিস কি?

কৃষক। আমার বেই হয়নি বিবিঠাকরুণ! তা মেয়ে দেখবো।

স, মা। মেয়ে মানুষ?

কৃষক। তা দেখেছি বিবিঠাকরুণ!

স, মা। কি রকম দেখেছিস্ বল্ ত?

কৃষক। বিবিঠাকরুণ! আমাকে নজ্জা দিচ্ছে—তা আমি ব'লতে পারবনি।

স, মা। কেন্‌রে বেটা! বল্‌না—বক্‌সিস্ পাবি।

কৃষক। না বিবি! আমি গরীব—তুমি লবাবের বিবি—ব'লতে ভয় খাচ্ছি।

স, মা। কোন ভয় নেই বল্—আমি নবাবের লোক—আমি অভয় দিচ্ছি। কেউ তোকে কিছু ব'লতে পারবে না।

কৃষক। এই তোমাকেই দেখেছি বিবি!

স, মা। দূর বেটা চাষা!

কৃষক। হাঁগা বিবি,! চাষাতে কি দেখতে জানেনা!

স, মা। আ আমার পোড়া কপাল! দুনিয়াতে এত নবাব বাদসা—আমীর ওমরাও থাকতে শেষকালে কিনা চাষার নজরে ঠেকে গেলুম!

কৃষক। কেমন—ঠিক দেখেছি ত বিবিঠাকরুণ!

স, মা। দেখেছিস্—দেখেছিস্, তোর চোখ আছে—চোখ আছে।

কৃষক। তাহ'লে আমার বকসিস্?

স, মা। একটী অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রীলোক—এ পথ দে যেতে দেখেছিস্?

কৃষক। ও হরি! তাতো দেখেছি!—তা আগে বলনি কেন? স্ত্রীলোক?—তাতো দেখেছি!—তবে মেয়ে মেয়ে ক'রছিলে কেন?

স, মা। কোথায় দেখেছিস বাছা!

কৃষক। স্ত্রীলোক—গেরস্তর বউ—আহা যেন মা লক্ষ্মী! বিবিঠাকরুণ, সে মা লক্ষ্মীর যে কি রূপ—তা আর তোমায় কি কি ব'লব!

স, মা। কতক্ষণ দেখেছিস্ বাছা!

কৃষক। কতক্ষণ কি!—এখনও হয়ত আছেন—গাছের তলায় ব'সে আছেন। অনেক দূর থেকে বোধ হয় আসছেন।

স, মা। কোন্ গাছের তলায়?

কৃষক। এই পথে একটুখানি গেলেই বাঁদিকে একটা বড় গাছ।—গেলেই দেখতে পাবে।—তাহ'লে আমায় কি দেবে, দাও।

স, মা। ঠিক দেখেছিস্ ত?

কৃষক। আচ্ছা, তুমি আগে দেখে এসো, তার পর দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

স, মা। কি খবর কেরামত্!

কৃষক। কেরামতের কেরামতি!—যাবে কোথায়!

স, মা। এই নে বকসিস্!

কৃষক। আধ পয়সা!

স, মা। যানা বেটা! যে বকানটা বকিয়েছিস, পর্দ্দান নিইনি, এই ভাগ্যি।

[কৃষকের প্রস্থান।

তারপর? কেলে যে চ'লে এলি?

কেরা। মোড়া আগলেছি, আর যাবে কোথায়! ওই আসছে —দেখ দেখি তোমার সেই কিনা?

স, মা। কেরামৎ! দেখ্ দেখ্—কি রূপ দেখ্!

কেরা। ইস! কেয়া তোফারে!

স, মা। বাদসার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো। একবার নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে হয়। (কেরামৎকে) তুই একটু আড়ালে যা, আমি দুটো একটা কথা কয়ে ভাব-গতিকটে বুঝে নিই। ডাকলে আসিস্। নবাব পরী পরী ক'রে ম'রছে কেন? একে যদি পায়, তাহ'লেও তার জন্ম সার্থক হয়। স'রে পড়্। স'রে পড়্।

[কেরামতের প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। হাঁ বাছা! বৃদ্ধ দেওয়ান অনন্তরাও এখানে কোথায় থাকে ব'লতে পার?

স, মা। আর বাছা! অনন্তরাও কি আর আছে!

শ্যামলী। নেই!—না না কে তুই?—তুই এখানে! কেমন ক'রে এলি!—আবার কোথা থেকে জুটলি!

স, মা। আর বাছা! বুড়ো মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে এলে— কাজেই নিরুপায়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটি ক'রতে হয়। তা বাছা, এমন নিষ্ঠুর তুই! সারা রাতটা আমাকে ঘুরিয়ে মারলি!

শ্যামলী। অবিশ্বাস ক'রছিস্ কেন বাছা! সে খুব ভাল মাণিক। অমনি অমনি পেয়ে গেছিস্, তাতে আবার দুঃখু কি! তোহ'তে ত কোন কাজ হ'ল না। এই দেখ্, এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স, মা। এ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কার অপরাধ বাছা!

শ্যামলী। অবিশ্বাস করিস্‌নি—ঘরে যা। বহুমূল্য মণি—রাজার ঘরের ধন।

স, মা। আর বাছা, তাহা ফাঁকিটে দিলে, অবিশ্বাস না ক'রে কি করি! একটা মাটির মাণিক দিয়ে, চোখে যেন ধূলো দিয়ে, সাত রাজার ধন মাণিক চ'লে এলে—অবিশ্বাস না ক'রে কি করি!

শ্যামলী। তুই ব'লছিস্ কি?

স, মা। আর বলাবলি কি!—মাটির মাণিকে আর ঠকৃছিনা

শ্যামলী। বেশ, ঠকা বোধ করিস্—ফিরিয়ে দে।

স, মা। এই নে বাছা, আঁচলেই বাঁধা আছে। (মণি প্রদান)

শ্যামলী। বেশ, আর কেন তবে দাঁড়িয়ে রইলি? চ'লে যা।

স, মা। দূর—হ্যাকা ছুঁড়ী!—চ'লে যাব ব'লেই কি, এই পাঁচ ছ কোশ রাস্তা হেঁটে, তোকে মাণিক ফিরিয়ে দিতে এলুম? তুই কোথাকার বোকা মেয়ে! নে—সঙ্গে চ'।

শ্যামলী। কোথায় যাব?

স, মা। যেখানে হীরের ছায়ে দাঁত ঘস্‌বি, মুক্তোর চুণে পাণ খাবি, সোণার দোলায় দুল্‌বি, গোলাপের পাপড়ীর তাকিয়ায় হেলান দিবি!

শ্যামলী। সে কোথায়?

স, মা। এই আমাদের নবাবের রঙমহল।

শ্যামলী। দুর্গা, দুর্গা! নে—পথ ছাড়্।

স, মা। চটিস্ কেন ছুঁড়ী! শোন্‌না। এই সাতটা মুলুকের আসল মালিক হবি তুই। নবাব হবে তোর গোলাম। নবাব তোর জন্যে একেবারে পাগল হ'য়েছে।

শ্যামলী। বলিস্ কি!—আমাকে না দেখেই!

স, মা। কি জানি, স্বপ্নে কেমন ক'রে তোকে দেখে ফেলেছে। দেখেই পাগল,—বলে এনে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ।)

ওরে কেরামত! শুধু রূপে নয় রে! এযে কোহিনুর! কথায় রসিকতায়—টুক্‌টুকে ঠোঁট্ ঢাকা মুখখানি থেকে মুক্তো ঝ'র্‌ছে!

কেরা। বল কি বিবি!—কিগো বিবি! নবাবের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

শ্যামলী। মা, সতীকুলরাণী!—অবলা বিপন্না।—এ মহাবিপদে মান রেখো মা। স্বামীর অবাধ্য হ'য়ে এসেছি, দেখো মা! তারে যেন লজ্জায় মুখ না হেঁট ক'রতে হয়!

স, মা। চুপ ক'রে রইলি কেন—চল্। রোদ্দুর উঠে পড়ে—সারা রাত ঘুরিয়ে মেরেছিস্—কোমর খ'সে যাচ্ছে। (আড়মোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) নে—আয়।

শ্যামলী। নিয়ে যাবে কে?

কেরা। এই যে গোলাম হাজির বিবি!

শ্যামলী। তবে তঞ্জাম্ আন্—হেঁটে যাব?

কেরা। এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব বিবি!

স, মা। গাঁয়ের ভেতরটুকু পর্য্যন্ত হেঁটে চল্—সেখানে পাল্কী ডেকে, নিয়ে যাব।

শ্যামলী। কিন্তু আমার একটা পণ আছে—আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে আমার হাতটী ধ'রে নিয়ে যেতে হবে।

স, মা। এও আবার একটা কথা কি! নে—আমার হাত ধর। (হস্তধারণের উদ্যোগ)

শ্যামলী। আর না যদি পারিস্, তাহ'লে নাকটী আমাকে বক্‌সিস্ দিয়ে যেতে হবে।

স, মা। (পিছাইয়া) সেকি কথা!—আরে ম'ল, সেকি কথা!

শ্যামলী। কি ক'রব বাছা! এ আমার পণ। যেতে প্রস্তুত—তোরা নিয়ে যেতে পারলেই হয়।

স, মা। ওরে কেমরাত! ছুঁড়ীটে কি বলে শোন্ না।

কেরা। হাঁ হাঁ—ওতে আমি খুব রাজি। (তাল ঠুকিয়া) হাম্ লে যায়েঙ্গে। বল কোন হাতটা ধ'রতে হবে?

শ্যামলী। না থাক্, গরীব—পয়সার জন্য এসেছিস্ গোলামী ক'রতে। না থাক্, পথ ছাড়্—আমি চ'লে যাই।

কেরা। সেকি বিবি!—ছাড়বো কি!

শ্যামলী। তবে ধর্—কিন্তু বুঝে দেখ্—তামাসা ক'রছিনা—নাকটী দিতে হবে।

কেরা। নাক কেন বিবি! তোমাকে জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তুমি মেহেরবাণী ক'রে নিলেই হয়।

স, মা। হায় হায়!—ছুঁড়ীটের দেখছি মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে! নে—আয় ভাই, আর পাগলামি ক'রিস্‌নি—চল্। (শ্যামলীর হস্তধারণের চেষ্টা)

শ্যামলী। তবেরে বেটী কস্‌বি! গায়ে হাত দিবি কি—ছুঁবি কি!—(সথার মার কেশ ধারণ)

স, মা। হাঁ হাঁ হাঁ ছাড়্—ছাড়্—উঃ!—ছাড়্—আরে ম’ল ছাড়্—গেছি গেছি—ছাড়্—ওরে বাবারে, ছাড়্—ওরে কেরামতে দেখছিস্ কি!—উঃ!—ছাড়্।

কেরা। আরে বেটী ক’রিস্ কি!—হাঁ হাঁ ক’রিস্ কি—ক’রিস্ কি!

স, মা। ওগো ধরনাগো—মেরে ফেলে যে গো!

কেরা। তবেরে বেটী!

শ্যামলী। তবেরে বেটা! (সখার মাকে ছাড়িয়া কেরামতকে ধারণ)

কেরা। আঃ—উঃ—গেছি গেছি—আর না!—মেহেরবাণী বিবি—ছাড় ছাড়।

শ্যামলী। গেরস্তর মেয়েকে পথে বেরুতে দেখলে আর কথন তামাসা ক’রবি?

কেরা। দোহাই বিবি!—মেহেরবাণী!—আরে বাপ্!

স, মা। ওগো—কে কোথায় আছ—বাঁচাওনা গো!

শ্যামলী। এখনও বল্।

কেরা। উঃ—উঃ—আরে বাপ্!

স, মা। ওগো, ভালমানুষের ছেলেকে মেরে ফেলে যে গো!—ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও নাগো!

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই।

শ্যামলী। বল্, এখনও বল্—নইলে খুন ক’রব।

কেরা। আর ক’রব না।—দোহাই দানা বিবি! আর ক’রব না।—দোহাই জিনি বিবি!—আল্লার কিরে, আর ক’রব না। ওরে বাবারে!

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

ছুলিয়া। ভয় নেই—ভয় নেই।

স, মা। ও বাবা—বাঁচাও বাবা!—কি ডাকাতে ছুঁড়ী বাবা!

ছুলিয়া। কি বিপদ—স্ত্রীলোক!

স, মা। হাঁ বাবা, সর্ব্বনেশে স্ত্রীলোক বাবা—খুনে মেয়ে। আগে হাতটা ওর চুল থেকে ছাড়িয়ে দাও ত বাবা! তারপর হাত পা বেঁধে দিয়ে দাও। বেটীকে চ্যাংদোলা ক'রে দেশে নিয়ে যাই।

শ্যামলী। যা, তোকে ক্ষমা ক'র্‌লুম্—তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিলুম না—কিন্তু সাবধান! যেন মনে থাকে।

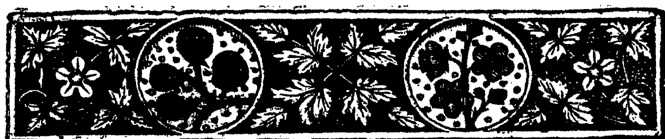
ছুলিয়া। ছ ছুটো লোক চীৎকার ক'রছে একটা মেয়ের মারে! আরে কেও—তুই!—কি সর্ব্বনাশ!—তুই!

স, মা। ও আট্‌কুড়ীর বেটা!—আর দেখছিস্ কি! বুঝতে পারছিস্ না! [কেরামত, সখার মার পলায়ন।

ছুলিয়া। নে, আর এখানে থাকে না—চ'লে আয়।

শ্যামলী। যা—আমি তোর সঙ্গে যাব না।

ছুলিয়া। মাফ্ কর্ শ্যামলী! হাত জোড় ক'রছি।—এসেছিস ভালই হ'য়েছে—নইলে তোকে আন্‌তে আমায় আবার ফিরে দেশে যেতে হ'ত।—চ'লে আয়—কি অপূর্ব্ব সামগ্রী আমরা পেয়েছি—দেখবি আয়।—কাঁদিস্‌নি ভাই! যথার্থই তোকে সঙ্গে না এনে আমি অপরাধ ক'রেছি।—মার্জ্জনা কর্। শক্তি-স্বরূপিণী—বুঝতে পারিনি। প্রাণে তরঙ্গ উঠেছিল—সে তরঙ্গ আমি রোধ ক'রতে গিছলুম। শ্যামলী! আমায় মার্জ্জনা কর্।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ পর্ণকুটীর।

পরীবানু।

গীত।

সে যে অতীতের স্মৃতি সুমধুর।
মরম বীণার সকরুণ সুর।
বড় প্রিয় ছবি, প্রভাতের রবি,
ধীরে ধীরে যেন উদিল।
সে যে মরুভূমে মন্দাকিনী-ধারা,
আঁধার সাগরে শুভ ধ্রুব তারা,
মনে করি ভুলি, বিধাতার তুলি,
ফিরে ফিরে তাই আঁকিল।
ছার সিংহাসন, ছার রাজ্যধন,
মণি-মুক্তাহার অনল ভীষণ,
আমি প্রেমরাণী, চির অভিমানী,
সকলি রহিল সকলি ডুবিল॥
যা হবার হবে, কিছু ত না রবে,
ছাই মিশে যাবে অতুল বৈভবে,
জয় প্রেমময়, করুণা-আলয়,
রাঙ্গা পায় কলি ফুটিল।
(রহিল কি কলি রহিল?)

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পরী—বোন! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো।

পরী। বল।

রঘু। বেশ বুঝে জবাব দাও।

পরী। কি, বল।

রঘু। এমনি ক'রে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ঘোরার চেয়ে, একটা স্থিতির উপায় দেখলে হয় না?

পরী। কেন, বেশ ত আছি ভাই!

রঘু। এই কি থাকা!—এই কি নবাবনন্দিনীর যোগ্য স্থান!—এই কি নবাবনন্দিনীর যোগ্য অবস্থা! অতি বড় দীন যে, সেও এ অবস্থার কামনা করে না। এই কি নবাবনন্দিনীর যোগ্য আহার! কারাগারের বন্দীও বুঝি এর চেয়ে সুখাদ্যে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রতে অবসর পায়।

পরী। কথায় কথায় ভুলে যাও—আমি যে এখন আকাশ-তলাশ্রয়ী ঋষির নন্দিনী ভাই! আনন্দ যে আমার দাসত্ব করে!

রঘু। বটে, কিন্তু আমরা তোমার এ অবস্থা দেখতে পাচ্ছিনা বোন!—পিতা মর্ম্মপীড়িত, বলদেব মৃতপ্রায়।

পরী। ভাল, কি রকম ক'রে স্থিতি হবে?

রঘু। লুকিয়ে আছি—বেরুবার পথ পাচ্ছিনা। যদি পাষণ্ড কোনও রকমে টের পায়, তাহ'লেই সর্ব্বনাশ! তখন তোমায় রক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য হ'য়ে প'ড়বে। বেশ বুঝে দেখ।

পরী। নাই বা রক্ষা হ'ল! যদি একান্তই অশক্ত হও, তাহ'লে তোমার ভগ্নীর দেহ জাফরের কাছে যেতে পারে, প্রাণ যাবে না।

রঘু। কিন্তু আমরা যে বোন, তোমার সঙ্গলোভ ত্যাগ ক'রতে পারছি না!

পরী। বেশ, আমায় কি ক'রতে বল?

রঘু। তোমায় কিছু ক'রতে বলিনা।—প্রভু যদি আমার একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন,—দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে, কোন রকমে যদি একটু সচ্ছল হ'তে পারেন,—কুটীর ছেড়ে আবার যদি নিজের অট্টালিকায় গিয়ে ব'সতে পারেন,—তাহ'লে ভগ্নী, এ জীবনে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত তোমার মুখ দেখতে দিইনা।

পরী। আমি বুঝতে পারছিনা—ক'রতে চাও কি?

রঘু। নরাধম জাফরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। তাহ'লে পিতা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পরী। সে সন্ধি ক'রবে কেন?

রঘু। সে ভরসা আমার আছে। অনন্তরাওকে যদি সে বন্ধু পায়, তাহ'লে জাফর আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বন্ধুরূপে পাবার প্রত্যাশা নেই ব'লেই, তার এত অত্যাচার।

পরী। তাহ'লেই যে আমাকে রক্ষা ক'রতে পারবে, তার বিশ্বাস কি?

রঘু। তোমার অস্তিত্ব জানবে কে! অনন্তরাওয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রবে—সাহস কার? (পরীর চ'ক্ষে অঞ্চল দান) কেঁদোনা ভগ্নি! শুদ্ধমাত্র তোমার মত জান্‌বার জন্য জিজ্ঞাসা ক'রেছি—তোমার মনে আঘাত দেবার জন্য নয়। তোমার তৃপ্তির জন্য রাজ-ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত ক'রে দরিদ্রতাকে চিরদিনের জন্য আত্মীয় ক'রতে পারি। পথে পথে, তরুতলে, বিজন অরণ্যে, মরুপ্রান্তরে বাস ক'রতে পারি, মৃত্যুকে সহাস্য বদনে আলিঙ্গন দিতে

পারি। তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তাহ'লে আমরা যা আছি, তাই রইলুম।

পরী। অনন্তরাওকে পিতা ব'লেছি, তোমাদের ভগ্নীর স্থান গ্রহণ ক'রেছি। আমার পিতা, আমার ভাই—একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট ক'র্‌বে ?

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কখন না—কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে !—কখন না।—ওরা না রাখতে পারে, আয় পরী, আমার কাছে আয়। ওরা অট্টালিকার মানুষ, অট্টালিকায় যা'ক্। আমরা ভিখারিণী,—আয় পরী,—আমরা আকাশতলে আশ্রয় গ্রহণ করি।

রঘু। একি, কে তুই !—এখানে কেমন ক'রে এলি !—ছায়া-মূর্ত্তি—না সত্য সত্যই শ্যামলী !

শ্যামলী। না, দাদা ! ছায়া নই—কায়া—সত্য সত্যই তোমার পোড়ামুখী শ্যামলী।

রঘু। শ্যামলী !—এযে অসম্ভব শ্যামলী !

শ্যামলী। নারীর অসম্ভব কি !

রঘু। দেবতার অগোচর স্থান—কে তোকে সংবাদ দিলে !

শ্যামলী। কার নাম ক'র্‌ব ?—যিনি দেবতার দেবতা—যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী—সেই ভবানী।

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমি নই।

রঘু। বেশ ক'রেছিস্—তাতে লজ্জা কি ভাই !

ছুলিয়া। না মহারাজ! আমি এর কিছুই জানি না। রাস্তার মাঝে একটা লোক ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'রছিল। মনে ক'রলুম হয় ত কাউকে বাঘে ধ'রেছে,না হয় ডাকাতে ঠেঙাচ্ছে। গিয়ে দেখি—দোহাই মহারাজ, গিয়ে দেখি—বাঘ নয়—ডাকাতও নয়—তোমারই

[ছুলিয়ার প্রস্থান।

রঘু। এসেছিস, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝতে পারছিস্ কি শ্যামলী?

শ্যামলী। কতক কতক।

রঘু। কিছুই বুঝতে পারিস্নি শ্যামলী! যে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—জানিস্ এটী কে?

শ্যামলী। ভাইকে দর্শন ক'রতে এলে যে দৈবজ্ঞি হ'য়ে আস্তে হয়, তা কেমন ক'রে জান্‌বো? তবে পথে আস্তে আস্তে ছুলিয়ার কাছে শুনেছি যে, নর্ম্মদা আমাদিগে একটী বোন উপহার দিয়েছে। তার নাম পরীবাণু।

পরী। আমি এক পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী। এঁরা দয়া ক'রে আমার পিতৃত্বের ও ভ্রাতৃত্বের ভার নিয়েছেন।

রঘু। না শ্যামলী! পরীর ভ্রাতৃত্বের ভার গ্রহণ ক'রে, আজ আমি গৌরবান্বিত—আমার জীবন সার্থক। একদিন যাঁর নাম শুনে, গুজরাটের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রত, ইনি সেই মহাত্মা নবাব মামুদসার একমাত্র নন্দিনী পরীবাণু। কিন্তু ভগবান অযোগ্য পাত্রে ভার দিয়েছেন। ভগ্নীর মর্য্যাদা রাখতে পারব কি?

শ্যামলী। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ ত রাখবার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। প্রাণ যায়,—নিরুপায়। তখন ত আর তুমি আমি দেখতে আস্‌ছি না। কি ব'লিস্‌ পরী! পলকমাত্র সময়ের জন্যও যার দর্শন-লাভ বহুভাগ্যের কথা, সেই প্রতাপশালী নবাবের কন্যা আজ দরিদ্রের আশ্রয়ে! কে পাঠালে দাদা? নবাব যখন জীবিত ছিল, তখন এই বালিকার ঘরে সূর্য্যকিরণও যদি প্রবেশ ক'র্‌তে চাইত, তাহ'লে বোধ হয়, তাকেও লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ত। কিন্তু আজ নিদাঘ-তপনের প্রখর দৃষ্টি, হিংস্রক জীবের বিলোল রসনা, পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার, সকলে চারিদিক হ'তে তোমার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে মহিমান্বিত নবাব কোথায়! আদরের কন্যার অবস্থা—শত আবেদনেও আর নবাব দেখতে আস্‌ছে না। স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যার মর্য্যাদা রাখতে পার্‌লে না, তখন আমরা তার কি ক'র্‌তে পারি! তবে ভাই, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে আবার অযোগ্যতার আক্ষেপ কেন?—তাহ'লে আয় পরী কাছে আয়। বন্য রমণী—ভিখারিণী—এ অপূর্ব্ব সঙ্গলোভে জ্ঞানশূন্যা—আয় ভাই, কাছে আয়—আমাকে তোর ভগ্নীর স্থানটী ভিক্ষা দে। আমি মহানন্দের অধিকারিণী হ'য়ে, একদণ্ডব্যাপী জীবনের ভিতরে শত বৎসরের পরমায়ু আবদ্ধ ক'রে রাখি।

পরী। এসো ভগ্নী, হৃদয়ের একপ্রান্তে স্থান দিতে, আমার এই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ হৃদয় গ্রহণ কর। অরণ্যে এসে এখন আমি শত সম্রাট-নন্দিনীর ভাগ্য পেয়েছি। পূর্ব্ব জীবন সাধ ক'রে ভুলে গিয়েছি। ক্ষমা কর বোন্‌—নিজেকে অভাগিনী ব'লে আমি নারী-জীবনের অমর্য্যাদা ক'রেছি।

শ্যামলী। পিতা কোথায়! বলদেব ভাই কই?

রঘু। এই কুটীরেরই সন্নিকটে, এক গাছের তলায় তাদের ব'স্‌বার স্থান ক'রে দিয়েছি।

শ্যামলী। আয় বোন, পিতৃদর্শন ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তরুতল।

অনন্ত ও বলদেব।

অনন্ত। রঘুবীর সন্তান আমার। পুত্রজ্ঞানে
পুত্রস্নেহে জননী তোমার, কত যত্নে
শৈশব হইতে তারে ক'রেছে পালন।
কোন্ জাতি, কি কার্য্য পিতার, কোন্ দূর
দেশ হ'তে আগমন তার, আজীবন
ক'রেছি গোপন। দস্যুব্যবসায়ী পিতা—
দাক্ষিণাত্যে রাজেশ্বর বীর বিশ্বনাথ,
দস্যুকার্য্য ছেড়ে, প্রভুভক্ত ভৃত্য মত—
ছায়া যথা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে আমার।
সহস্র বিপদ হ'তে ক'রেছে উদ্ধার।
এক দণ্ডে ছেড়েছে কামনা। এক দণ্ডে
পাশরিয়া অস্তিত্ব আপন, রাশি রাশি

অমূল্য রতন,—আজীবন দস্যুতার
যত উপার্জ্জন—সমস্ত দরিদ্রে ক'রে
দান, আমার আদেশে দারিদ্র্য ক'রেছে
সার। মৃত্যুকালে দুটী শিশু সন্তানের
ভার মোরে ক'রে গেছে সমর্পণ। পুত্র,
এমন অজ্ঞান আমি রেখেছিনু তারে,
বাল্যে রঘু ভৃত্যজ্ঞানে দেখেছে পিতারে।
ছিনু পুত্রহীন,—ব্রাহ্মণ-দম্পতী মোরা
দস্যুপুত্র পেয়ে সুলক্ষণ—আত্মহারা
বালকে পুত্রত্বে দিছি স্থান,—রঘুবীর
জ্যেষ্ঠ সহোদর, হারানিধি, সুলক্ষণা
শ্যামলী ভগিনী তোর। রঘুবীর-মুখে
আপন বংশের মুখ করি নিরীক্ষণ।
ভাই বোনে কাছে বসাইয়া, শুনাইয়া
শিখাইয়া, আমি ঋষিতুল্য গঠিয়াছি
ভীলের কুমারে; ঋষিকন্যা রচিয়াছি
ভীলের কুমারী। স্বামীত্বে কুমার দিছি
সর্ব্বসুলক্ষণ। কামনার অপূরণ
বিন্দুমাত্র রাখিনি তাহার। বল্ দেখি
বাপ, আজি জীবনের সীমান্তে আসিয়া,
কিবা লোভে, কোন্ প্রাণে রঘুরে করিব
মোর ভীষণ তস্কর!—স্মরণে অন্তর
কাঁপে থর থর।—আমার আদেশে
পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ-জীবন,

রঘুবীর যদি পুনঃ পশে অন্ধকারে,
আমার কথায়, এত উচ্চ স্থান হ'তে
যদ্যপি পতন হয় তার, বলদেব
বাপ, হবে ব্রহ্মহত্যা-পাতক আমার।

বলদেব। তবে পিতা, অপঘাতে দিবে কি জীবন ?
অহোরাত্র জীবনের আশঙ্কা বহিয়া,
অহোরাত্র দারিদ্র্যের যাতনা সহিয়া,
শিলা জলে, প্রবল বাত্যায়, অশনির
তলে তলে মস্তক রাখিয়া, ভারাক্রান্ত
হৃদয়ের সনে, বনে বনে সাধ ক'রে
করিবে ভ্রমণ ? যেথা যাবে, সঙ্গে যাবে
সেখানে তাড়না—তুলিতে ক্ষুধার গ্রাস
মুখে উঠিবে না—এভাবে চলিবে কত
ক্ষণ ? পিতা, ভগ্নদেহে কতক্ষণ
রহিবে জীবন ? শক্তিমান ভাই মোর
ইচ্ছা যদি করে, শমনের মুখ হ'তে
আনিতে যে পারে ছিনাইয়া ! তবে কেন
দুরাত্মা জাফর, যমের কিঙ্কর সম
অসঙ্কোচে ঘুরিবে পশ্চাতে ? বল পিতা
সহি তা কেমনে ?
পিতা, একবার বল—পায়ে ধরি বল
একবার,—"রঘুবীর, অপঘাত মৃত্যু
হ'তে, রক্ষা কর মোরে !"

অনন্ত। একি, একি ! কারে দেখি রঘুবীর সনে।

(রঘুবীর ও শ্যামলীর প্রবেশ)

এস মাগো! বিপদের—
দারুণ পীড়নে নিপীড়িত ভ্রাতা পিতা
তব। এ হেন দারুণ দুঃসময়ে, কোথা
হ'তে বিধাতা আপনি, সঁপেছে পিতার
করে বিপন্না-রমণী। বড়ই কাতর-
কণ্ঠে আজ, উর্দ্ধে চেয়ে ডেকেছি সহায়।
মা শঙ্করী দাসী তার ক'রেছে প্রেরণ।
জননী! বুঝিয়া লও ভার।—কিন্তু মাগো!
এখানে কেমনে এলি? কে দিলে সংবাদ?
এ হেন ভীষণ স্থান, কি ক'রে শ্যামলী
রাণী! পাইলি সন্ধান?

শ্যামলী। কি জানি কেমনে,
সহসা হইল পিতা মন উচাটন।
ব'সে আছি ঘরে, কে যেন কঠিন করে
আকর্ষিয়া কেশে, আনি এই বনদেশে
পিতৃ-পাদপদ্মমূলে দিয়েছে ফেলিয়া।

অনন্ত। ক্লান্তিভরা মায়ের বদন। বলদেব,
যাও মাকে ল'য়ে—বিশ্রাম করহ দান।

শ্যামলী। এস ভাই! বহুদিন পরে, ভাই বোনে
পুনরায় মিলেছি যখন,—চল সাথে—
বসিয়া নির্জ্জনে, সংসার-বিস্মৃতিভরা
বহুবধূ উপকথা করাব শ্রবণ।

[শ্যামলী ও বলদেবের প্রস্থান

অনন্ত। ভাল কথা, কি করিলে স্থির রঘুবীর ?

রঘু। দুর্জ্জন যেখানে থাকে, কর্ত্তব্য সে স্থান
পরিহার। দেশ ছাড়ি, অন্যত্র গমন
আমি করিয়াছি স্থির।

অনন্ত। কিন্তু রঘুবীর,
জন্মভূমি স্বর্গের ঈশ্বরী !—জ্যেষ্ঠ পুত্র
তুমি বুদ্ধিমান। মত্ত মাতঙ্গের বল
বিধাতা ক'রেছে দান। এমন সহায়
মোর, বার্দ্ধক্যে যুবার বলে বলীয়ান
আমি। এ বৃদ্ধ বয়সে বাপ্, তস্করের
ভয়ে, চৌরভাবে মাতৃপরিত্যাগ ভাগ্যে
ছিল কি আমার ?

রঘু। প্রভুমুখে শুনিয়াছি—
জননী-জঠর হ'তে বিচ্যুত যে শিশু,
তার জন্মভূমি—সূতিকা-গৃহের কোণে
বিঘত প্রমাণ স্থান। যেমন বিকাশ
পায় প্রাণ, সেই সঙ্গে জন্মভূমি বাড়ে
দিনে দিনে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ কলেবরে,
ছোটে ভূমি ধরণী-সীমায়। শিখায়েছো
নিষ্কাম কামনা ; তবে, আজ কেন দাসে
এ ছলনা ! ভিক্ষা মাগি পায়, ত্যাগ শিক্ষা
দিয়াছ আমায়। নীচ আমি, ভিত্তি ভাল
নয়, আদেশ করনা দাসে। আসিয়াছ

লয়ে মহাপ্রাণ। ভীলদস্যু আত্মহারা,
উন্মত্ত ছুটিয়াছিল মরণের পথে,
করুণায় ধ'রে তারে হে করুণাময়,
অঞ্জলি পূরিয়া দ্বিজত্ব করিয়া দান,
মিটায়ে দিয়াছ তার আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা।
পুত্রে তার আত্মজ-আদর ঢেলে, কোলে
নেছ তুলে। কর্ত্তব্য সাধনে, দলিয়াছ
অম্লান বদনে, ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী
অন্তরের রেখা। পায়ে ধরি পিতা, দেখ
চেয়ে, কোথায় তোমার স্থান। পদরেণু
প'ড়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—ভিক্ষা আশে
গ্রহশশী নীরবে চাহিয়া— মিলিল না
শ্রীচরণ সীমার সন্ধান। কোথায় আমি!
অতি তুচ্ছ কোথায় জাফর! কোথা ক্ষুদ্র
সে গুর্জর—সেকি তোমারে ঘেরিতে পারে?
প্রকাণ্ড প্রান্তর লয়ে, লয়ে বন, লয়ে
উপবন, সুনীল গগনস্পর্শী লয়ে
শৈলমালা, বিধাতার সৃষ্টিকাল হ'তে
আছে বাঁধা—ব্রাহ্মণের ঘর। এস পিতা,
পুত্র কন্যা ল'য়ে, সে গৃহের এক পাশে
লইয়া আশ্রয়, সংসার-যাতনা যাই
ভুলে। যেবা মহাপ্রাণ, সাগর-মেখলা
ধরা জন্মভূমি তার।

আয়োজন। ততক্ষণ নর্ম্মদা-সলিলে
সমাপিয়া সন্ধ্যা কার্য্য আসি রঘুবীর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীরস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। এ পথে গেছে?—না! নদীর দিকে গেছে? না! তবে গেল কোথা?—উপে?—না। সন্ধান ক'র্‌লুম, হাতে ধ'র্‌লুম—স'রে গেল!—অমনি অমনি নয়—ঠেঙিয়ে গেল!—শুধুই মার খেয়ে ম'লুম—কাজ হ'ল না! আমায় মার্!—আমি নবাব্‌নী—আমায় একটা উচক্কা মেয়ে এসে ঠেঙিয়ে গেল!—শোধ নিতে পার্‌ব না! সখার মাকে মার্—জবাব দিতে পার্‌ব না!—কোথায় গেল—এদিকে? না!—ওদিকে—না! বনে? হুঁ! বন চুঁড়বো—মাটী খুঁড়বো—আকাশে উড়বো—যেখান থেকে পাব, সেখান থেকে ধ'রে আন্‌বো।—একি! বনের ভেতর থেকে বেরোয় কে?—একি দাওয়ান মশাই!—ঠিক্ হ'য়েছে, মা কালী মুখ চেয়েছে!—ঠিক জবাব—অপমানের ঠিক জবাব দেবো—কখন ছাড়বো না! দোহাই মা, মুখ রেখো মা—জোড়া মোষ মা!

[অন্তরালে গমন।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। এ আমি কি ক'র্লুম!—নর্ম্মদার তীরে আস্‌তে, পথ ভ্রমে, এ আমি কোথায় এসে প'ড়লুম! ধীরে ধীরে অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝ'রে ঝ'রে সমস্ত স্থানটা গ্রাস ক'রে ফেল্‌লে! কি ক'রে আবার গভীর বনে প্রবেশ করি! কেমন ক'রে পথ পাই! সে যে বড় দুর্গম স্থান! কেমন ক'রে ফিরে যাই!—য়্যাঁ য়্যাঁ—কে তুমি? প্রেতিনীর মত অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—কে তুমি?

স, মা। এই আমি বাবা!

অনন্ত। অমন ভীষণ স্থানে কেন?—এদিকে এগিয়ে এসো।

স, মা। কেমন বাধবাধ ঠেক্‌ছে বাবা!

অনন্ত। কোন ভয় নেই। নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসো।—কেও, সখার মা!

স, মা। আহ্নিক করবার জল ছিল না, তাই নর্ম্মদা থেকে একটু জল নিতে এসেছিলুম।

অনন্ত। তা এত দূরে কেন সখার মা!

স, মা। এই ভিমরতি হ'য়ে গেছি বাবা! কাছ আর দূর বড় ঠাওর ক'রতে পারি না।

অনন্ত। মিছে নয়, পাষণ্ডের অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসীকে জ্ঞানশূন্য ক'রেছে, তা তুমি ত অবলা স্ত্রীলোক। ভাল, জল নিতে এসেছিলে, কলসী কই?

স, মা। আনতে আনতে পোড়া জল চ'ল্‌কে গেল ব'লে, মনের দুঃখে কলসী কোমর থেকে স'রে প'ড়েছে বাবা!

অনন্ত। তাহ'লে এখন একলা যাবে কেমন ক'রে?

স, মা। সেইটেই এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আর কলসীটা খুঁজছি। বোধ হয় ঘাটে ফেলে এসেছি।

অনন্ত। বেশ—খুঁজে দেখ।

স, মা। গা যে ছম্‌ছম্‌ ক'রছে!

অনন্ত। আমি দাঁড়িয়ে র'ইলুম।

[প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। হাঁ কর্ত্তা! এদিকে সখার মাকে দেখেছো?

অনন্ত। নর্ম্মদার ঘাটে কলসী ফেলে এসেছে—আনতে গেছে।

সখা। কেও দাওয়ান মশায়!

অনন্ত। হাঁ, কি সংবাদ সখারাম?

সখা। পালাও—পালাও—দাওয়ান মশায়!—বেটী খাঁসাহেবের চর। বেটী তোমায় ধ'রিয়ে দেবে—দিলে বক্‌সিস্‌ পাবে।

অনন্ত। বলিস্‌ কি! তোর মার এমন অধঃপতন হ'য়েছে!

সখা। আর বাবা! মাথার থামিজ না থাকলে মেয়ে মানুষের যা হয়, তাই হ'য়েছে। পালাও—বাবা, পালাও।

অনন্ত। কোথা যাই সখারাম! ঘোর অন্ধকার—আমি পথ হারিয়েছি।

সখা। এস, আমার হাত ধর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখার মা ও লাঠীয়ালগণের প্রবেশ)

স, মা। নির্ভয়ে আয়। বামুন একা—এ সময়ও যদি কিছু না ক'র্‌তে পারবি, ত ক'র্‌বি কবে?

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল।

(রক্তাক্ত কলেবরে সখারামের প্রবেশ)

সখা। কি—ক'রব!—হ'লনা!—দাওয়ান মশায়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!—রাখতে পারলুম না।—মার খেলুম, মারতে পারলুম না। কেন পারলুম না!—সঙ্গে সখার মা!—সখার মার হুকুমে ডাকাত বেটারা দাওয়ান মশায়কে বাঁধলে! মুখে কাপড় দিয়ে কথা বন্ধ ক'রে দিলে! আমি মার খেলুম—দেখলুম, কিছু ব'লতে পারলুম না। কেন পারলুম না?—মারতে গেলে আগে সখার মাকে মারতে হয়। ডাকাত বেটারা কে? সখার মার চাকর বইত নয়!—যদি যুদ্ধ হ'ত—হওয়া উচিত ছিল সে বেটীর সঙ্গে। কিন্তু সখার মা—সে বেটী সখারামকে গর্ভে ধ'রেছে—স্বর্গের চেয়ে উঁচু পায়া নিয়েছে। সেই খানেই হ'ল গোল! লড়াই ক'রতে মন এলো—কিন্তু হাত এলোনা।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘুবীর ও বলদেব।

রঘু। দেখ বলদেব, হিংসা কথা ছেড়ে দাও।
তুলোনাকো জাফরের নাম। রাজ্যভোগ
অদৃষ্টে যদ্যপি তার থাকে, তুমি আমি
বাধা দিলে, হইবে কি সে ভোগের শেষ?

ধর্ম্মে হোক, লোভে হোক, অথবা ঈর্ষায়
কৌশলে কুচক্রে হোক, বিনা রক্তপাতে
কিম্বা হোক নররক্তে ধরণী প্লাবিয়া
হইবে কামনা পূর্ণ যখন যাহার,
বাধা দিতে তার, নর-শক্তি অতি হীন—
সম্পূর্ণ অক্ষম। পবিত্র গুর্জ্জর রাজ্য,
আর্য্য ঋষি-রাজ ছিল অধীশ্বর যার,
সে রাজ্য যবন কোথা পেলে? মরুভূমে
সূর্য্যোত্তাপে নিত্য দগ্ধ বালুময় স্থান,
আর তার মূল্যবান্ খর্জ্জুর পাদপ—
একমাত্র সম্পত্তি যাহার, সে যবন
স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সহস্র বীরের
শিরে কি করিয়া পাতিল আসন? তবে
কার রাজ্য কে ল'য়েছে, আমি কেন মিছে
কার ধন কারে দিতে রাজদ্রোহী হব?

বল। ভাল, রক্ষা কর পিতারে তোমার। যদি
পিতৃরক্ষা ধর্ম্ম তব হয়; অপঘাত
হ'তে যদি রক্ষা তার কর্ত্তব্য তোমার,
জাফরের প্রাণ লও। নহে পিতা মোর
বাঁচিবে না।

রঘু। বাঁচিবার হয় যদি, পিতা
জাফরের সহস্রপীড়নে, বেঁচে রবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাহার,
জাফরের রক্তে তাহা ধৌত নাহি হবে।

অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাহার,
তোমা আমা হ'তে তার প্রাণ যেতে পারে।

বল। অসমর্থ কার্য্যের বিচার করে, মূর্খে দেখে
পাণ্ডিত্যে কালিমা। প্রাণ যার ধন, সেই
দেখে শৌর্য্যে বীর্য্যে পিশাচের লীলা।

রঘু। ক্রুদ্ধ হইওনা ভাই! ক্রুদ্ধ যেই, শুধু
আত্মনাশ কার্য্য তার। পিতারে রাখিতে
যদি মানস তোমার, শান্ত হও, দেখ
চারিধার। ধীরভাবে প্রতিকার্য্য কর
আলোচনা। সুমিষ্ট ঔষধে যদি হয়
রোগনাশ, বিষ পানে কিবা প্রয়োজন!
পুণ্যবলে দ্বিজগৃহে লভেছো জনম,
বর্ণের মর্য্যাদা তুমি রাখহ ব্রাহ্মণ!

বল। হাতে পেয়ে কাল ভুজঙ্গমে, না ভাঙ্গিয়া
তুণ্ড মুণ্ড, ক্ষীরসরে ক'রেছো তর্পণ।
এবে আদর করিয়া তারে, বান্ধি নিজ
বৃদ্ধ প্রভু-গলে, দেখাও সংসারে ভাই
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-পরিচয়। দেখে যাক্
সমগ্র সংসার, দেখে যাক্ স্বর্গ হ'তে
দেবতা আসিয়া, দেখে যাক্ শাস্ত্রকর্ত্তা,
দেখে যাক্ এক এক ধর্ম্ম-অবতার
আজন্ম তপস্যা-রত মহর্ষিমণ্ডল,—
ধরাতলে মহাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা কেমন!
আছে পিতা নীরবে তোমার মুখ চেয়ে।

তোমার শক্তির পরে করিয়া নির্ভর,
নিশ্চিন্ত অন্তর, তব দত্ত উপহার
ননীর পুতলী হস্তে ক'রেছে গ্রহণ।
অচলের অন্তরালে চিরছায়া মধ্যে
নিবসিয়া, জানে সে কোমলা বালা রবি-
কর কভু আর পারিবেনা পরশিতে
তারে। সে ত নাহি জানে কি ধর্ম্ম তোমার ?
ভাই, তারে কেন এ ছলনা ! বৃদ্ধ পিতা
না হয় লজ্জার বশে, মহত্বে মায়ায়
আত্মবলি দিল তব ধর্ম্মের মন্দিরে।
বালিকার কিবা অপরাধ ? জান যদি
মনে জানে—প্রতিশোধ লইবে না যদি
সব যায়, বলদেব অনন্ত পত্নীরে
একে একে যেতে দেখ রাক্ষস-উদরে,
কেন তবে বৃদ্ধ দ্বিজে সন্তান-মায়ায়
সুবর্ণ-কুসুম-লতা দিলে জড়াইয়া ?

রঘু। কিবা তব অভিপ্রায় ?

বল। অভিপ্রায় কিবা !
অভিপ্রায় ? বলি কারে ? জ্বলে অবিরাম
প্রতিহিংসা অন্তরে অন্তরে। চিরসুখী
স্থবির ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শোকে তাপে,
প্রাণ লয়ে বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
সংজ্ঞা শূন্য,—যেন এ সংসারে কেহ নাই
তার। কার কুটিলতা-বিষে জর্জরিত

প্রভু তব, প্রভুভক্ত বীর? কেন এত
স্থির? সদা স্থিরতায় পুণ্য নাই। ভাই!
সদা ক্ষমা কাপুরুষে করে। তাই বলি
পুত্রত্বের প্রতিষ্ঠা লভিয়া, যার গৃহে
গৃহবাসী তুমি রঘুবীর, রক্ষা কর তারে।

রঘু। ভাল ভেবে দেখি।

বল। ফের ভেবে দেখি!
রঘুবীর, প্রতিকার্য্যে চিন্তায় যে জন
শক্তির নির্ভর করে, আত্মহত্যা তার
পরিণাম।—

(সখারামের প্রবেশ)

রঘু। একি!—কে তুমি?—ক্ষতবিক্ষত কলেবর, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা—কে তুমি?

সখা। র'স বাবা! আমার এখন পরিচয় দেবারও সময় নেই, আর দেখবারও সময় নেই। এখন তুমি কে বল দেখি বাপধন যম?

রঘু। আমি রঘুবীর।

সখা। তাহ'লেই ঠিক হ'য়েছে। তাহ'লে বাপধন যম! তোমার যমদণ্ডটা এই গরীব অনাথের কোমল স্কন্ধে একবার ঠেকিয়ে দাও ত।

রঘু। কে'ও সখারাম?

সখা। এই যে বাপধনের মুন্সী চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম উঠেছে।

রঘু। একি সখারাম! এ প্রকার অবস্থা কেন?—এখানে কোথা থেকে এলে?

বল। কে তোকে সংবাদ দিলে?

সখা। যমের বাড়ীর সংবাদ আবার কে দেয় বাবা! নেয়োত—নেয়োত। তাহ'লে প্রভু আচমন ক'রে, এই গরীবের মাথাটার উপর একটু লোভ করুন।

রঘু। তোমার এরূপ অবস্থা কেন?—কোন বিপদের সংবাদ এনেছো কি?—এই বনের ভিতর কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছে?

সখা। অধম দাসকে আবার ছলনা কেন প্রভু! প্রভু মনিব—ভক্ষণ কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন, একদিনের জন্য একটা দাস ভক্ষণ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? দাস ব'লে ভয় ক'র্‌বেন না। শাকান্ন ভক্ষণ কার্য্যে এ অঙ্গে যে অস্থি সঞ্চয় ক'রেছিলেম, দু চার বেটা লেঠেলের অনুগ্রহে সেগুলো আজ ছাতু হ'য়ে গেছে! সুতরাং একবার যদি আপনি গালে তোলেন, তাহ'লে কলাই-ডা'ল মাখা অন্নগ্রাসের মত, এ দাস অমনি চেনা রাস্তায় চ'লে যাবে, আপনাকে ঢোকটী পর্য্যন্ত গিল্‌তে হবে না।

রঘু। লেঠেল কি?

সখা। আপনার দুত।

রঘু। বল্ তোর এরূপ অবস্থা কেন? বিশেষ যদি আহত হ'য়ে থাকিস্, তাহ'লে এই স্থানে দুদিন অপেক্ষা কর্।

সখা। সেকি বাবা! আমাকে কি কই মাছ পেলে যে, ন্যাজার দিকটে ঝোলে দিয়ে, মুড়োর দিকটে জিইয়ে রাখবে?

রঘু। চ'লে যা পাগলা! এ রহস্যের সময় নয়।

সখা। আর বাবা! তোমার অত্যাচারেই পাগল হ'তে হ'য়েছে। তিলোত্তমা মূর্ত্তি ধ'রে সুন্দ উপসুন্দ দুটো ভাইকে খেলে। মা ভবানী সেজে শুম্ভ নিশুম্ভের স্ত্রী দুটোর সিঁথের সিঁদূর মুছে নিলে। সীতা মূর্ত্তিতে রাবণটাকে সবংশে ধ্বংস ক'র্‌লে। পঞ্চস্বামীর আদরিণী—অভিমানে এলান বেণী—আঠার অক্ষৌহিণীর দেহরক্তে জব্‌জবে ক'রে ভিজিয়ে, তবে সে বেণী বন্ধন ক'রলে। আর কত ব'লব বাবা ধর্ম্মরাজ! ছেলের কাটা মুণ্ড সেজে সিন্ধুরাজের মাথাটা উড়িয়ে দিলে। মুষল সেজে যদুবংশটাকে নস্যি ক'রে ফেল্‌লে। আর এই প্রভুভক্ত ভৃত্যের মূর্ত্তি ধ'রে অনন্তরাওকে মুখশুদ্ধি করবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছ।

রঘু। সে কি রকম?

সখা। আর রকম কি? এই যে স্বচক্ষে দেখে এলুম বাপধন যম!

রঘু। সে কি!

সখা। এই যে বেদানাওয়ালার অনুচর—মাম্‌দো বেটারা দেওয়ানজীকে ধ'রে নিয়ে গেল!

রঘু। সেকি!—কোথায়? কোন্ দিকে?

সখা। এতক্ষণ চাঁই মাম্‌দোর খপ্পরে।

বল। এতক্ষণে যোগ্যস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।

রঘু। শ্যামলী!—শ্যামলী!—(শ্যামলীর প্রবেশ)—এই একে নিয়ে গিয়ে—এখনি এর ক্ষতের শুশ্রূষা ক'রে পাঠিয়ে দাও। বিলম্ব ক'রোনা।

[সখা ও শ্যামলীর প্রস্থান।

বল। আর কেন ভাই! পিতা গেছে যবনের কারাগারে—

দেবতা অনন্তরাও অবরুদ্ধ—আর ফিরবে না।—উদ্ধার ক'রতে হ'লে রক্তস্রোতে গুজরাট ভাসাতে হয়! অযোগ্য সন্তান আমি—পিতৃরক্ষায় অসমর্থ। তাই তোমার সহায়তা ভিক্ষা ক'রেছিলুম। এখন কার্য্যশেষ।—তাই পিতার প্রতিনিধিত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে, আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার সকল দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

রঘু। যাও কোথায়?

বল। আর তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌বো কেন?

রঘু। হায় উন্মাদ বালক! মৃত্যুমুখে ছোট কেন?

বল। বিজ্ঞতা-আবর্ত্তে প'ড়ে যদি কৃতজ্ঞতা ডুবে যায়, তাহ'লে উন্মত্ততার অপরাধ কি?

রঘু। তোমার দিকে দৃষ্টি রাখি—সে সময় আমার নেই। ফের—আত্মহত্যা ক'রোনা।

বল। আত্মহত্যার আর বাকী কি?—আমার বৃদ্ধ, সন্তান-বৎসল পিতা—তিনিই যখন গেলেন, তখন আমি কই?

রঘু। পিতা তোমার গেল—এ কথা ব'ল্‌লে কে?

বল। (অবজ্ঞার হাস্য) বেশ, না যান—যদি ফেরেন, তখন আবার আস্‌বো।

অজ্ঞান বর্ব্বর ভীল পুরুষত্বহীন!
আর কেন, ছেড়ে দাও পিতারে আমার।

[প্রস্থান।

রঘু। সত্য কথা! তিরস্কার করিতে আমারে
যা বলিলে ব্রাহ্মণকুমার! প্রতিবর্ণ
সত্য তার। ডুবে বুঝি গেল কৃতজ্ঞতা!

আজীবন বালকত্ব লয়ে, যদি আমি
থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ব্বর সন্তান;
উদরপূরণ সার ভেবে, যদি আমি
শুদ্ধমাত্র আহার খুঁজিয়া—কভু চৌর্য্যে
কভু প্রাণীবধে, কভু দাসত্বে ভিক্ষায়
যাপিতাম মোর চিরদিন ; নগ্নদেহে
উন্মুক্ত হৃদয়ে—প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে
কিম্বা যদি করিতাম পশুরে আপন ;
সুখ বুঝি থাকিত আমার! কেন আমি
ব্রাহ্মণে ভজিনু? কেন আমি তার কথা
শুনে আত্মপ্রশ্ন করিতে শিখিনু? বাধা—
শুধু বাধা—বাধা যেন জীবনে ক'রেছে
ক্রীতদাস। সময়ে কি অসময়ে, ভ্রমে কিম্বা
জ্ঞানে, কার্য্যে কি অকার্য্যে, প্রতিপদে বাধা
বাঁধে দুর্ব্বল চরণ। হে বিধি! সুমতি
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার।
বিপন্ন ব্রাহ্মণ—আমি ভৃত্য। বিধিদত্ত
যে শক্তি আমার, হয় ত কণ্টক তার
মূলসহ উৎপাটিতে পারি। নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনার্দ্দন?

পঞ্চম দৃশ্য।



জাফরের কক্ষ।

জাফর, শৃঙ্খলাবদ্ধ অনন্তরাও ও প্রহরীগণ।

জাফর। পারবে না ?

অনন্ত। পারব না।

জাফর। পারবে না ?

অনন্ত। কিছুতেই না।

জাফর। তুমি বন্দী, তোমার জীবন মরণ এখন আমার হাতে। বৃদ্ধ বয়সে অপঘাত মরণই বুঝি শ্রেয় বিবেচনা ক'র্‌লে ?

অনন্ত। অপঘাত মরণ আর কামনা করে কে? তবে বৃদ্ধ বয়সে পিশাচের হাতে ম'র্‌তে হ'ল বটে।

জাফর। তুমি উন্মাদ। এখনও ব'ল্‌ছি, তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহ'লে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার।

অনন্ত। তুমি যেখানে নবাব, সেখানে দেবলই উপযুক্ত সচিব। অযোগ্যকে আর সে পদ দেবার প্রয়োজন নাই।

জাফর। তুমি হিন্দু হ'য়ে মুসলমান-কন্যাকে গৃহে স্থান দাও, এ তোমার কত বড় বেয়াদবী !

অনন্ত। কি ক'র্‌ব, অদৃষ্ট। রেখে ফেলেছি, এখন আর তাকে ত ত্যাগ ক'রতে পারিনি।

জাফর। তুমি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছো। তার অনিচ্ছায়, বন্দিনীর ন্যায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছো। যদি

মঙ্গল চাও, যদি ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহ'লে পরীবাণুকে আবার মুসলমানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও।

অনন্ত। মুসলমান হ'লে তোমার কাছে পাঠাবার কোনও আপত্তি থা'কৃত না। কিন্তু যে নরপিশাচ নিশ্চিন্ত নিদ্রিত প্রভুর বক্ষে অস্ত্র মারতে পারে, সে কি মুসলমান?

জাফর। জান বৃদ্ধ! কার সম্মুখে কথা ক'চ্ছ?

অনন্ত। একটা চোরের সম্মুখে। একজন শক্তিমান্ রাজা, শত্রুদের বিধ্বস্ত ক'রে, রাজ্যে শান্তিস্থাপন ক'রে, আপনার গৃহে নিদ্রা যাচ্ছিল, ঘৃণিত তস্কর! সেই অবকাশে তার সোণার রাজ্যটা অপহরণ ক'রেছো। ঘৃণিত প্রভুঘাতক! তোমায় আর অধিক কি ব'ল্‌ব, এদেশে মানুষ থাকলে, চোরের যথোপযুক্তই শাস্তি হ'ত। সৌভাগ্য তোমার—রাজ্যে লোক নাই। আমি বৃদ্ধ, চরণ-সঞ্চালনেও অপারক, নহিলে এই মুহূর্ত্তেই পদাঘাতে ওই অযোগ্য মস্তক থেকে রাজ্যের ভার অপসারিত ক'রে দিতেম।

জাফর। বদমাস্ কাফের!—(বিনাশার্থে অস্ত্র উত্তোলন) না—এ তোর উপযুক্ত শাস্তি নয়।—কৈ হ্যায়!—

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই বুড়ো বদমাস্ ডাকুকো ঠাণ্ডা গারোদে নিয়ে যাও। কা'ল ফজরে, বাজারের মাঝখানে—সকল লোকের সাম্‌নে, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মেরে ফেল। এক কোপে কাটলে মরণের মজা টের পাবে না। যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লেযাও। কি ব'ল্‌ব, তোর নিজের স্ত্রী নাই; থাক্‌লে, এই এমনি ক'রে (পদাঘাত) তাকে পদদলিত ক'রে, বান্দার বাঁদী সাজিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতুম্। যাও - লেযাও। [প্রহরী ও অনন্তরায়ের প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া দেবলের প্রবেশ)

দেবল। কি ক'র্‌লেন জনাব!

জাফর। কিসের কি ক'র্‌লুম্‌?

দেবল। অনন্তরাওয়ের কি ক'র্‌লেন?

জাফর। দেয়ালে গেঁথে মারতে হুকুম দিলুম্‌।

দেবল। সর্ব্বনাশ! ক'র্‌লেন কি! ফিরিয়ে আনুন—জনাব! ফিরিয়ে আনুন।

জাফর। কেন দেবল! ভয় পেয়েছো না কি?

দেবল। ফিরিয়ে আনুন জনাব—ফিরিয়ে আনুন। যতদিন না রঘুবীরকে ধ'রতে পারছেন, ততদিন কারাগারে নিক্ষেপ করুন, প্রাণে মা'র্‌বেন না।

জাফর। ও—সেই রঘুবীর! সেই গোলামের ভয়ে অস্থির হ'য়ে তুমি আমাকে নিষেধ ক'রতে ছুটে এসেছো!

দেবল। জনাব! যদি মঙ্গল চান, তা হ'লে হুকুম রদ করুন—বৃদ্ধকে প্রাণে মা'র্‌বেন না।

জাফর। এই রকম প্রাণ নিয়ে তুমি রাজ্যশাসন ক'রবে?

দেবল। প্রাণ থা'ক্‌লে ত শাসন! সে রঘুবীর থা'ক্‌তে কিছু হবে না।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। কৈ হ্যায়—তা হ'লে আর একদণ্ডও বিলম্ব ক'র্‌ছি না। এখনই তাকে ফিরিয়ে তোমারই সম্মুখে তার জীবলীলার

অবসান ক'রে দিচ্ছি। কৈ হ্যায়।—(নেপথ্যে হুজুর !) কয়েদীকো ফিন্ লে আও।

দেবল। দোহাই জনাব, উন্মাদ হবেন না। রঘুবীর!—সে ভীষণ রঘুবীর!—ইচ্ছে ক'র্‌লে এখনি ছাত থেকে ঝ'রে প'ড়তে পারে, দেয়াল ফুঁড়ে গজিয়ে উঠতে পারে। ফিরিয়ে আনুন—কারাগারে নিক্ষেপ করুন, দেয়ালে গাঁথবেন না, মা'র্‌বেন না।—জনাব!—জনাব!

জাফর। কি হ'ল, কি হ'ল!

দেবল। আমি নই—দোহাই আমি নই।

জাফর। কে তুই?—কে তুই?

(রঘুবীরের প্রবেশ ও দ্বারাবরোধ)

রঘু। চিনিতে কি পার জাঁহাপনা? আরে আরে!
তুমি যাও কোথা? (দেবল ও জাফরকে ধারণ)
একি, একি! পাপস্পর্শে
শূন্যদেহ এত কম্পবান্! নাও ব'স।
ভয় কেন? সুবিজ্ঞ দেওয়ান, এ রাজ্যের
ভার তব শিরে। কোমলা রমণী-প্রাণে-
পরশিয়া পুরুষের অঙ্গ সমীরণ,
হৃদে যার তরঙ্গ তাড়ন, হেন নারী
বক্ষ বুকে ধ'রে, কভু রাজ্য কি শাসিত
হয় বীর! মৃত্যু দেছো সহস্র-সংসারে।
শোকার্ত্তের করুণ চীৎকারে, ভরায়েছো
গুর্জরের নিস্তব্ধ-গগন। জান ত হে—

সে রোদনে আছে প্রতিধ্বনি ! মহাকার্য্যে
পুরস্কার আছে মহাফল ! ফল ল'তে
কম্পিত অন্তর ! ছি ছি বীরবর ! দেখ
চারিধারে, কারা ছুটে কাতারে কাতারে
আমারে করিতে আবেদন ! জ্ঞানচক্ষু
করি উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরাধম !
তীব্র-স্মৃতি ভীম আকর্ষণে, ওই দেখ
শত শত বিগত জীবনে উঠেছে কি
তীব্র কোলাহল ! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা-
প্রতিহিংসা গায়। বিষাদ-তরঙ্গভরা
শোকাশ্রু অঞ্জলি, একবাক্যে ভিক্ষা চায়
প্রতিহিংসা—হত্যা কর জাফর দেবলে।
দেয়ালে দেয়ালে ফোঁটা, হের করে ঢল
ঢল যুগল নয়ন, সুধাধারে করে
আবেদন—পিতৃহীনা—রক্ষা কর মোরে।
ওই দেখ নবাবের বিমল বদন,
পার্শ্বে তার অমনি ফুটিয়া, আঁখি ঠারে
আমারে দেখায় শত আদেশের বল
ইঙ্গিতে বাঁধিয়া শুধু বলে হত্যা কর
জাফর দেবলে ! কি করা কর্ত্তব্য মোর
অনুমতি কর জাঁহাপনা !

জাফর। তুমি !—তুমি রঘুবীর ?

রঘু। ভুলে গেছ ! আমি রঘুবীর।

জাফর। হত্যা আশে যদি আসা গভীর নিশায়,

এখনিই প্রাণ লহ মোর, অন্য কথা
নাহি প্রয়োজন।

রঘু। কোন্ প্রাণে, কি সাহসে
বলিলে যবন! ভোগতৃষ্ণা মিটিল না;—
নবাবে মারিয়া ধনে প্রাণে, তবু তব
তৃপ্তি আসিল না;—স্থবির ব্রাহ্মণ, প্রতি-
পদে কম্পিত চরণ, নিজের শরীর-
ভারে সর্ব্বদা কাতর, যষ্টিতে ক'রেছে
ভর,—প্রতিক্ষণে বসিয়া রয়েছে বৃদ্ধ
মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তবু তারে ঘরে রেখে
মন বুঝিল না!—এমন প্রাণের মায়া!
বুঝিয়া সে বৃদ্ধে অসহায়, স্থির জেনে
বাঁচন মরণ তার তোমার কৃপায়,
তবু, চুরি ক'রে এনেছো তাহারে। এত
ভীত! এমন জীবনে মায়া!—প্রাণ নিতে
কোন্ প্রাণে বলিলে জাফর? একদিন
যে সাগরে ছিলে ভাসমান, সে সিন্ধুর
নাহি ছিল সীমা। নর্ম্মদার আবর্ত্তের
পাকে পাকে ঘুরে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় যবে
পশেছিল জল, সে সময় মৃত্যু যদি
করিতে কামনা, সাজিত তখন। শেষে
হতভাগ্য নবাবের বিশ্বস্ত নিদ্রায়
এ হেন গভীর নিশা করিয়া আশ্রয়
আশাতরু ক'রেছো রোপণ। ফল তার

করিছ ভক্ষণ। এ সময় জাঁহাপনা,
মরণ কামনা! ভীরু মেষের সংহারে
উদ্যোগে হয় না প্রয়োজন।

জাফর। তাই যদি,
তবে কেন চৌরভাবে পশিলে আমার
ঘরে?

রঘু। পুরস্কার দিবে ব'লেছিলে, তাই
আসিয়াছি—আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার।
এ কণ্টক বাঁচিলে পরাণে, নিরাপদে
রাজ্যভোগ হবেনা তোমার। রাজ্যভোগ
যদি চাও, আগে নিষ্কণ্টক হও। লও—
এই লও ছুরিকা ভীষণ। যে কণ্টকে
হিন্দুস্থানে কত দস্যু বিদ্ধবক্ষ হ'য়ে
ছেড়ে গেছে দস্যু-ব্যবসায়, আগে তারে
ফেল উপাড়িয়া। ধর ধর্ম্ম-অবতার!
ধর ধর, কাঁপে কেন কর? ত্বরা মোরে
দাও পুরস্কার। তোমার জীবন রেখে
প্রভুদ্রোহী আমি। আমার উচিত শাস্তি—
তব করে প্রাণ বিসর্জ্জন।

জাফর। রঘুবীর!
ক্ষমা কর মোরে।

রঘু। বল তবে কোথা প্রভু
মম? সে যেছে সর্ব্বস্বত্যাগী—তারে কেন
ধরিয়া আনিলে?

জাফর। কই হায় ?—(নেপথ্যে হুজুর !)—ব্রাহ্মণকো জল্‌দি খোলসা দেকে হিঁয়া লে আও।

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক অনন্তরাও ও বলদেবকে আনয়ন)

জাফর। দেবল ! বন্দী শৃঙ্খল-মুক্ত হো'ক্।

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খল মোচন)

বল। দাদা ! দাদা ! আজ বড় আনন্দের দিন। প্রতিশোধের এই সময়। দুরাত্মা যবন !

(পদাঘাত)

রঘু। কি কর—কি কর, আত্মহারা – উন্মত্ত যুবক !

অনন্ত। বালক—বুঝতে পারেনি—অপমানে জ্ঞানশূন্য। নবাব ! ক্ষমা কর। রঘু চ'লে এস ; নরাধম পুত্র এমন উদ্ধত !

[রঘুবীর, অনন্ত ও বলদেবের প্রস্থান।

দেবল। জনাব ! বড় লেগেছে কি ? জনাব ! জনাব !

জাফর। দূর হ কাপুরুষ ! আমার সামনে থেকে এখনি দূর হ। (পদাঘাত)।

[গড়াইতে গড়াইতে দেবলের প্রস্থান।

ওঃ—এত অপমান ! কি করি ; কি করি ? ওই কীটানুকীটের অপমান উদরস্থ ক'রে, আমাকে রাজ্য ক'র্‌তে হবে !—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এই পশ্চিমে চেয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যদি এই কীটদংশন হ'তে অব্যাহতি পাই, তবেই এ রাজত্ব ক'র্‌বো, নইলে যে ফকীর ছিলুম,সেই ফকীর হব। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম,—অনন্ত-রাওয়ের সম্পর্কে যে কেউ থাক্‌বে, তারেই মেরে ফেল্‌বো।—রঘুবীর —কে রঘুবীর !—কিসের জীবনরক্ষা ! তার জন্য এত অপমান—এত লাঞ্ছনা ! কিছু রাখবো না—অনন্তরাওয়ের সম্পর্কে কিছু

রাখবো না। কিছু নয়—উপকার কিছু নয়। দুরভিসন্ধি—সয়তানী—মারো—মারো—কাফের মারো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীরপ্রাঙ্গণ।

রঘুবীর ও শ্যামলী।

সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজ-দত্ত
জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত প'ড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'লনা তাহার!
গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্যক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গে

ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন, যেই মত
মাঝে মাঝে, দূরে—অতিদূরে, শ্যামছায়া
বিলাসিনী বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
পিশাচের আচরণ ঘায়, হৃদয়ের
নিভৃত গুহায়—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলি বুঝি
বিষম ঝঙ্কার,—এইবার শোন্ বোন!
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার,—সেকি
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষুধিত শার্দ্দূল,—
সে কি হরিণীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে?—কি করি শ্যামলী?

শ্যামলী। চিত্তের প্রশান্তি লাভ সে ত বিধাতার
করুণায়। কর্ম্মক্ষেত্রে করি অবস্থান,
আজন্ম তুষার ভরা স্থির হিমাচল
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বালামুখী
বায়ুকণা আজীবন রয়েছে মাখিয়া।
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্মিয়াছে
কত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। শান্তি চাও,
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ। তারে
স্মরি, পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক—
শিরীষ কুসুমরাশি সম—সন্তর্পণে
নিষেবিবে ব্যথিত চরণ। আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তান্বিত ধীর!

রঘু। অন্যমনে

যদি প্রাণে ক'রে দিই অনল সংযোগ
বারুদের কণামত, বিষম প্রচণ্ড
বিস্ফারণে, ব্রাহ্মণ-নির্ম্মিত এই হৈম (হৃদয়ে হস্ত দিয়া)
অট্টালিকা মুহূর্ত্তে কি চূর্ণ হ'য়ে যাবে?
একদণ্ডে হব কি দানব? একদণ্ডে
জীবনের এত মধুরতা, নিমজ্জিয়া
দিব কিহে অনল সাগরে। তমোরাশি
সম্মুখে আমার,—যেন যাই—কোথা যাই!
স্বপ্নের নিবৃত্তিশূন্য অদম্য গমন
যেন ফিরিতে ভুলিয়া গেছে। যেন
বাধা দিতে, তটিনী হয়েছে পথরেখা।
মরুভূমি কোমল শ্যামল তৃণ ভরা—
দৃষ্টির আকর্ষী সম নন্দন কানন।
কঠোর নির্ম্মম শিলা চরণ পরশে
গ'লে যেন শিশিরে হ'য়েছে পরিণত।
বল দেখি প্রাণময়ী! এমন যতনে
জীবনের খাদ্য আহরিয়া, অবশেষে
ম'রে যাব ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?

শ্যামলী। ভীলনারী—

শাস্ত্রজ্ঞানহীনা। তবে, তোমার চরণ-
প্রান্তে ব'সে, যা কিছু শিখেছি এতদিন,
তাতে মোর এই মাত্র জ্ঞান—এ সংসারে
কেহ কারে করেনা সংহার। প্রাণ বধে

নিজ হস্তে প্রাণ-অধিকারী। প্রাণ রাখে,
যে ধীর বুঝেছে ভাল প্রাণের মমতা।
অতৃপ্ত হইতে প্রাণ এসেছে ধরায়,
অতৃপ্তিই সাধ তার। মায়ের আদরে
পুষ্ট, তুষ্ট শিশু যথা, নিত্য নব তুলে
আবদার, মায়ের প্রহার লোভে, নিত্য
নব নব আকিঞ্চনে জননীরে করে
জ্বালাতন,—প্রাণও তেমন, ক্ষীর মুখে
দিলে চায় নিম্বের আস্বাদ। নিম্ব দাও—
তৃপ্তি দেখাইবে তার মুখের বিকারে।
ফল কথা, আত্মতৃপ্তি ছায়া মরীচিকা।
তৃপ্তি যেথা, গতির নিবৃত্তি সেথা। তাই
দেখি, তৃপ্তি তৃপ্তি ক'রে উন্মত্ত জীবন-
স্রোতে নিত্য অভিনব উঠিছে তরঙ্গ।
তাই দেখি তৃপ্তিলোভে সর্ব্বস্ব করিয়া
দান, কেহ আরো দানে করে আকিঞ্চন।
অসমর্থ সর্ব্বত্যাগী চারু করতলে
অবশেষে ভোগ করে বিস্ফোট যাতনা।
তৃপ্তি লোভে কেহ করে জীবন সংহার,
কেহ রাজ্য দেয় ছারখার। পিতৃহীন
বালকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া, দেয় তারে
শ্যামতৃণে সুন্দর আসন—শিরপরে
নীলাকাশ চারু আচ্ছাদন। তৃপ্তি লোভে
কেহবা রাজত্ব করে, কেহবা দাসত্ব

ক'রে জীবন কাটায়। যা তোমার লাগে
ভাল, তাই কর ভাই! আমি শুধু এই
চাহি অনুমতি, আমার যা ভাল লাগে,
আমারে করিতে যেন ক'রোনা নিষেধ।
এই মাত্র আমি বুঝি। শাস্ত্রমতে প্রভু
যদি পরম দেবতা, প্রভুরক্ষা যদি
ধর্ম্ম হয়, তবে অন্নদাতা জ্ঞানদাতা
পবিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে বেষ্টনী হইয়া
স্থিতি কার্য্যই তোমার।

রঘু। তাই বটে বোন্!
কিন্তু ধর্ম্ম করেনা ত অস্ত্রের প্রহার!
নীরবে প্রভুর গায় সংলগ্ন হইয়া
শুধু সে প্রহার সহ্য করে।

শ্যামলী। শুনিয়াছি
ধর্ম্মের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-
সমর-সাগরে। নিজে ভগবান কর্ম্মী—
সারথির রূপে ধর্ম্মরথে আরোহিয়া,
আপনি দেখিলা প্রভু সহাস্য বদনে
ষট্‌ত্রিংশ অক্ষৌহিণী-আঁখি-নিমীলন।
তবে তুমি কেন পারিবে না? ব্রাহ্মণের
জীবন রাখিতে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার তরে,
যবন—যবনাধম জাফর দেবলে
যদি ধরা হ'তে দাও পাঠাইয়া, তাতে
পাপ কিবা?

রঘু। তবে বোন! শোন অবধানে।
একদিন নর্ম্মদার ভীম গ্রাস হ'তে
রেখেছিনু দুরাত্মা সে জাফরের প্রাণ।
একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায়, ক্ষুদ্র এক
তরণী সুন্দর, দেখিলাম আসিতেছে
তটিনীর পারে। সহসা উঠিল ঝড়
প্রবল বাত্যায়, নিমেষে ডুবিয়া গেল
তরী। দৈববশে ছিনু তার তীরে। চেয়ে
দেখি, নর্ম্মদার জলে, তরঙ্গের ভীম
কোলাহলে, জীবনে মরণে টানাটানি—
মায়া আর নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম।
রণরঙ্গে আহ্বানে স্ফালনে, ঘোর রবে
ফেনিল-বদনা ভীমা নর্ম্মদা প্রকৃতি
আর্ত্তনাদে করিছে মজ্জন। হেরি আমি
সে দৃশ্য ভীষণ, রহিতে নারিনু স্থির
তীরে। ভবানী স্মরণ করি পড়িলাম
উন্মত্ত সলিলে, কিন্তু হায়! সে তরঙ্গ
বাধা ঠেলে উপনীত হইতে হইতে,
তরঙ্গিণী গ্রাসিল সবারে, বহু কষ্টে
শুধু মাত্র একেরে বাঁচানু। সে তোমার
দুরাত্মা জাফর। ফল-ব্যবসায়ী বেশে
সবে মাত্র এ অভাগ্য দেশে তার সেই
পদার্পণ। বল ত শ্যামলী! প্রাণময়ী
মন্ত্রী-স্বরূপিণী তুমি, প্রত্যেক কার্য্যের

মোর অর্দ্ধ ফলে তব অধিকার ভেবে,
বল ত শ্যামলী! প্রকৃতি আপনা হ'তে
যে কার্য্য সাধিতে গেল, আমি কেন বাধা
দিনু তারে? নর্ম্মদার উন্মত্ত সলিল
যে সময় নরাধমে গ্রাসিতে ছুটিল,
পাষণ্ডের প্রাণ নিরখিয়া, গুর্জ্জরের
রক্ষাকার্য্যে প্রহরিণী—সতর্ক তটিনী
যে সময় শত্রু আক্রমণ তরে অগ্রে
ধ'রেছিল, আমি কেন করিনু উদ্ধার?
আমারে দেখিতে পেয়ে, লজ্জিতা প্রকৃতি
আমারে কি দিয়ে গেল বিনাশের ভার!
প্রাণ রেখে, প্রাণ হত্যা করিব কেমনে!

শ্যামলী। তবে চল, রাজ্য ছেড়ে এত দূরদেশে
চ'লে যাই, যেথা পঁহুছিতে না পারিবে
দুরাত্মার করের প্রসার।

রঘু। তাই চল।
হৃদয়স্থ হৃষীকেশ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি
জান প্রভু!—শুধুমাত্র সাহস ভিক্ষায়
পদ্ম পানে আছি তাকাইয়া। কিন্তু কই
দেখা ত দিলে না প্রভু!—বোঝা ত হ'ল না!
সাহস ত এলোনা আমার!—নহে এই
দণ্ডে মুণ্ড ছিঁড়ে দুই দুরাত্মার, রক্ত-
রাগে জবাপুষ্প সম, তব পাদপদ্মে
প্রভু দিতাম অঞ্জলি!—তখন শ্যামলী!

মহাপুণ্য অর্জন বিশ্বাসে, স্ফীত বক্ষে
দম্ভভরে চলিতাম ধরণীর বুকে।
কিন্তু হৃষীকেশ,—কোথা বোন হৃষীকেশ ?
বর্ব্বর-হৃদয় মধ্যে যদি স্থান তার,
তবে কেন এ সংসারে জাতির প্রভেদ
এত ? কেন—শুধুমাত্র ঘৃণার অর্জনে—
কেন আমি ভীলনারী-জঠরে পশিনু ?
এক কার্য্য—এক রক্তপাত, তবে আমি
কেন দস্যু হই, আর ধরণী-ঈশ্বর
কেন পায় পুষ্পমালা প্রতিমূর্ত্তি গলে ?
হ'লনা শ্যামলী, চলে চল। নারী তুমি—
মানবের দেহ সঙ্গে বাঁধিতে জীবন
সূত্র দিয়ে পাঠায়েছে বিধাতা তোমায়—
বিধাতার চরম কল্পনা, তুমি যদি
না আসিতে, জনমের সঙ্গে সঙ্গে, ধরা
যেতো রসাতলে।—নারীমুখে জিঘাংসার
কথা! —না শ্যামলী, চল যাই অন্য পথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বন ।

শ্যামলী ও ভুলিয়া ।

শ্যামলী । ওরে মিন্‌সে ! ঠাওরাচ্ছিস্ কি বল্ দেখি ?

ভুলিয়া । তুই ঠাওরালি কি বল্ দেখি ?

শ্যামলী । ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে ত ভাই আমার উন্মাদ ।—ও হ'তে ত কিছু হয় না । ওর ওপর নির্ভর ক'র্‌লে ত বামুনের সর্ব্বনাশ হয় ।

ভুলিয়া । রঘু মহারাজ যদি কিছু না করে, তাহ'লে আমরা কি ক'র্‌ব ?

শ্যামলী । তবে কি ক্ষমতা থাক্‌তে—প্রতিকারের শক্তি থাক্‌তে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হবি ?

ভুলিয়া । কি ক'র্‌ব বল্ !

শ্যামলী । আমি বলি—দেশ থেকে আমাদের ভীল ভাইদের নিয়ে আয় । নইলে এ অত্যাচারের দমন হবে না ।

ভুলিয়া । আন্‌লেই কি প্রতিকার হবে ?

শ্যামলী । এই ত আমার বিশ্বাস ।

ভুলিয়া । তবে এনিছি ।

শ্যামলী । সেকি !

ভুলিয়া । তবে ঠাওরাচ্ছিস্ কি !—আমি কি রঘুয়া মহারাজের মতন পাগল নাকি । রঘুয়া মহারাজ বামুন হ'য়ে গেছে, আমরা ত আর হইনি । আমাদের দেহের ভীল-রক্ত অত্যাচার সইতে জানে

না। অত্যাচারের নাম শুন্‌লে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়।—আমি কি চুপ ক'রে আছি!

শ্যামলী। সত্যি!

ঢুলিয়া। জাত ভাইদের দিয়ে বন ভরিয়ে রেখেছি।—এখন সব লুকিয়ে আছে, কিন্তু দরকার হ'লে, পিলপিল ক'রে বেরিয়ে দেশ নাস্তা নাবুদ ক'রে ফেল্‌বে।

শ্যামলী। ঢুলিয়া! সামান্যা রমণী আমি, কিন্তু মনে মনে আমার বড় অহঙ্কার—ভাই আমার রঘুবীর—স্বামী আমার ঢুলিয়া। ঢুলিয়া! দর্প ক'রে এক অবলা আর এক অবলার ভার নিয়েছে। আমি দর্প ক'রেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু দর্প রক্ষার ভার যার, সে আমার সম্মুখে।

ঢুলিয়া। আমি আগে একটী কথাও কইছি না,—দেখিনা রঘুয়া মহারাজের ধর্ম্ম কি করে! যেই দেখবো গতিক খারাপ, অমনি টপ্‌ ক'রে দিল খুলে দেব।—দেখবো কোন্‌ বেটা শয়তান কেমন ক'রে মনিবের কাছে আসে।—কিন্তু আগে কিছু ক'র্‌তে পার্‌বোনা শ্যামলী! ভয় করে—পাছে গুরু রাগ করে। গুরুর ক্রোধ—শ্যামলী! মনে হ'লে গা সিউরে ওঠে! গুরুবাক্য অবহেলার ভয় যদি না থাক্‌তো, তাহ'লে কি বেটা নেড়ে মনে মনেও পরীকে পাবার কামনা ক'র্‌তে পারে! মনের ভেতর পরীর কথা না উঠতে উঠতে, বেটার মনে ভোজালি পূরে দিতুম না! বেটা লোহার সিন্ধুকে থাক্‌লে, তার ভেতরে সিঁধ লাগাতুম। কি ব'ল্‌ব রাঙা বউ!—হাত পা বাঁধা—ম'রে আছি।

শ্যামলী। চুপ কর্‌—দাদা আস্‌ছে।

ঢুলিয়া। তাহ'লে আমি পালালুম। আমার ওপর ঢুখানা

ডুলি আন্‌বার হুকুম হ'য়েছে।—দেখিস্—আমি যা ব'ল্‌লুম, যেন তোর দাদাকে বলিস্‌নি।

শ্যামলী। তুই কি পাগল!

[ডুলিয়ার প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। ডুলিয়া ছেল না?

শ্যামলী। ছেল—এখন ডুলির চেষ্টায় গেল।

রঘু। সে ত অনেকক্ষণ ব'লেছি, এতক্ষণ তাহ'লে ক'র্‌ছিল কি?

শ্যামলী। হাঁ দাদা! দুখানা ডুলি আনতে ব'ল্‌লি যে?

রঘু। একখানা বাবার জন্য, একখানা পরীর জন্য। বলদেব হেঁটে যাবে—অশক্ত দেখলে কাঁধে নেবো।

(পরীর প্রবেশ)

পরী। পরী তোমার ডুলিতে চ'ড়ছে না।

রঘু। নাহ'লে যেতে পার্‌বি কেন?

পরী। পরী তোমার—ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর তিনবার খড়া বেয়ে উঠেছে, ওখান থেকে তিনবার ঝাঁপ খেয়েছে। তোমার পরী আর সে পরী নেই!

রঘু। বলিস্ কি!—পরীকে এ সকল বুদ্ধি দিলে কে? তুই বুঝি!

শ্যামলী। আর কি করি। তোমরা হ'চ্ছ বামুন মানুষ—সাধু লোক। আমরা হচ্ছি ভীল। অত সাধুগিরি আমাদের ধাতে সয় না। কি বলিস্ বোন্! কাজেই একটু লাফালাফি দুপোছুপি, হ'ল বা লাঠিটে, হ'ল বা সড়কীটে চালাচালি শিখতে হয়। হ'ল বা

খানিকটে মল্লযুদ্ধই ক'র্‌লুম।—তোমরা এখানে নেই, এমন সময় হঠাৎ অবলা মনে ক'রে যদি নেড়ে বেটার কোন সেপাই শান্ত্রীই ধ'র্‌তে আসে, তাহ'লে তার চুলের মুটীটে ধ'রে, বার কতক হয়ত ঘোরপাকই খাইয়ে দিলুম।

রঘু। ব'লিস্ কি, অবাক ক'র্‌লি যে!

পরী। বোন্ যতটা ব'ল্‌ছে, তত নয়—তবে কিছু কিছু দৌড় ঝাঁপটা শিখেছি বটে।—আর শিখেছি আত্মরক্ষা। দাদা! প্রাণের যাতনায়, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলুম। দীননাথ কৃপা ক'রেছেন—আমার মনের কথা ভগ্নীকে ব'লে দিয়েছেন। শ্যামলী আমাকে আত্মরক্ষা শিখিয়েছে। সম্মুখে আমার গুরু। গুরুকৃপায় পিশাচের আক্রমণকে তুচ্ছ করবার হৃদয়বল সংগ্রহ ক'রেছি। আমার পাগলিনী ভগ্নী এমন অসমসাহসিনী—লজ্জায় ভাই তোমায় ব'ল্‌তে পারিনি।

শ্যামলী। পরীক্ষা চাও—দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু। আর পরীক্ষায় কাজ নেই, বুঝতে পেরিছি। লজ্জা কেন পরী! ভবানীর শ্রীচরণপ্রান্তে তোদের ফেলে রেখেছি। মা নিজে প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। শুনে, আমি এক মুহূর্ত্তে সহস্র মাতঙ্গ-বলে বলীয়ান—আমি নিশ্চিন্ত।—তবু সাবধান! আমরা যখন না থাক্‌বো, তখন এস্থান কোন মতেই ত্যাগ ক'রো না।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যপথ।

মন্নু ও ছুলিয়া।

মন্নু। কোথায় ছুলিয়া?

ছুলিয়া। ভুলির চেষ্টায় গাঁয়ে যাব।

মন্নু। আর যেতে হবে না—ফের্।

ছুলিয়া। কেন বল্ দেখি!

মন্নু। এবারে ব্যাপার কিছু কঠিন।—কাতারে কাতারে সৈন্য নিয়ে নিজে জাফর এসে বন দখল ক'র্‌তে আস্‌ছে।

ছুলিয়া। দেখেছিস্?

মন্নু। প্রথমে লোকমুখে শুন্‌লুম যে, ডাকাত ধর্‌বার জন্য নবাব সৈন্য সামন্ত নিয়ে আস্‌ছে।—কোথা ডাকাত? এই বনে। কে ডাকাত? তা ব'ল্‌তে পার্‌লে না।—সন্দেহ হ'ল বনে ঢুকে এক প্রকাণ্ড শালগাছের ডগায় উঠলুম। উঠে দেখি, কাতারে কাতারে সেপাই। পেছনে জাফর,—এক হাতীর ওপর। সঙ্গে তঞ্জাম—সুন্দর ক'রে সাজান।

ছুলিয়া। কত লোক বোধ হ'ল?

মন্নু। সে অসংখ্য! দেখে মাথা ঠিক রইল না—নেমে প'ড়লুম।

ছুলিয়া। তবু আন্দাজ?

মন্নু। হাজারের ত কম নয়।—এই এত বড় বনটা ঘেরাও ক'র্‌তে হবে—তুই বুঝে দেখ্ না।

ছুলিয়া। আমরা ত সবে দুশো জন—তাহ'লে উপায়!

মন্নু। ধর্ম্মযুদ্ধ যদি ক'র্‌তে চাওরে ভাই, তাহ'লে ছুনিয়াকে জন্মের শোধ সেলাম কর। আর অধর্ম্মযুদ্ধ যদি ক'র্‌তে বল, তাহ'লে ও দু হাজার কেন, অমন দশ হাজারকে দেশত্যাগী করিয়ে দিতে পারি।

ছুলিয়া। তাইত, পিশাচের সঙ্গে পিশাচের আচরণ—খুনো-খুনীতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কেন! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের সুখের পথে কণ্টক। যেমন ক'রে পারিস্ খুন কর, হয় অধর্ম্ম—হোক। আমরা ধর্ম্ম চাই না—প্রাণ চাই।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। ছিঃ! ও কথা কি কইতে আছে!—ধর্ম্ম চা'স্ না! ধর্ম্মহীন প্রাণ—সে প্রাণের অস্তিত্ব কই?—অধর্ম্মে পিশাচ নাশ—সেকি আমার ভাই জানে না! অধর্ম্মে কার্য্য সাধন—সেত কোন্ কালে হ'ত! তাহ'লে তোদের প্রয়োজন কেন? ধর্ম্মরক্ষার জন্য মা, ভাই আমার, তোদের মুখ চেয়ে আছে! ধর্ম্ম রক্ষা কর্—ছুলিয়া! আমার গর্ব্বের ঘরের দীপ নির্ব্বাণ করিস্ নি।

ছুলিয়া। বেশ—মন্নু! সবাইকে তূণ বাণ নিয়ে সুবিধা মত এক একটা গাছে উঠে থাক্‌তে বল্। আমি রঘু মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসি।

মন্নু। বেশ—বিলম্ব করিস্ নি।

ছুলিয়া। তাই হোক্—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, তাহ'লে হাসি-মুখে বিদায় দে। একদিকে দু হাজার, অন্যদিকে কেবলমাত্র কুড়ি। মা ফেরাই ধ'রে রাখ্ শ্যামলী!

শ্যামলী। যিনি ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছা। প্রাণ ত যাব ব'লে পা বাড়িয়ে আছে। তাই বিচ্ছেদের ভয়ে আমার দেবতাকে প্রাণের

সমস্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ—ব'লতে প্রাণ কাঁপে ঘুলিয়া!—এই সোণার দেহ ভগবানের আশ্রয়যোগ্য স্থান—ব'লতে পারছিনা—ভগবান বল দাও—যদিই ভাঙ্গে প্রাণেশ্বর!—আমার এই মাটীর বলয় যেন বজ্রতুল্য কঠিন হয়, আমার এই সিঁথের সিঁদুর যেন বরুণের ভাণ্ডার রঞ্জিত করে।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

ঘুলিয়া। এত করিল যে তার, এত উপকার,
এত মহাধর্ম্ম শিক্ষাদানে, তবু যদি
মহাপাপ পাপ নাহি ছাড়ে, ডুবে যারে
মানব জীবন! ধর্ম্মবলে নাই যদি
বল, হতবিধে! ধর্ম্মকার্য্যে বিষ যদি
ফল, কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে মহেশ্বর!
ধর্ম্ম যদি শাস্ত্রের সম্বল, কেন তবে
মহাকার্য্য-অবতার মানব-রচনা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাননমধ্য।

রঘুবীর।

রঘু। নিস্তব্ধ সকল স্থান—স্তব্ধ অত্যাচার।
একি! প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির
স্তব্ধতা ভীষণ! ক্ষীণ মৃদু সুধাগন্ধে

বহিছে মলয়—ক্ষীণ হাসি মাখিয়াছে
এ অরণ্য অন্ধকার মুখে। আকাশের
আলোক নির্ঝরে, তরু-অঙ্গ সোহাগিনী
অতুল আনন্দময়ী লতা। হে শঙ্কর!
দৃষ্টি দাও—দৃষ্টিহীন ঘুরিতে সংসারে,
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি নিমেষের তরে
দেখিতে পাইনি অবসর।—দৃষ্টি দাও—
হে প্রভু, অশুভ ভরা মরীচিকা শিরে
একবার করুণার ফুলটী ভাসাও।
দূর থেকে দেখে যাই চ'লে, দূর থেকে
হাসিতে হাসিতে ডুবি অতলের তলে।

(তুলিয়ার প্রবেশ)

কোথা হ'তে? কি সংবাদ? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে
কেন আসিলি তুলিয়া?

তুলিয়া। মহারাজ! মুখে
নাহি সরে বাণী। কৃপাণ বন্দুক করে
কাতারে কাতারে, ছুটে সৈন্য চারিধারে
ঘেরেছে সমস্ত বন। জাফর ক'রেছে
পণ—একসঙ্গে সবারে ধরিয়া দিবে
ভীষণ মৃত্যুর মুখে। খণ্ড খণ্ড করি
অস্ত্রে, অঙ্গে অঙ্গে দেখিয়া কম্পন, তবে
সে নিবৃত্ত হবে দুরাত্মা যবন। এক
প্রাণী রাখিবেনা প্রাণে। সমস্ত গুর্জ্জরে

ইস্তাহারে ক'রেছে ঘোষণা—রঘুবীর
দস্যু দলপতি। তাই আজ দস্যুদলে
করিতে সংহার, অগণ্য বাহিনী সঙ্গে
আপনি জাফর এসে ঘেরিয়াছে বন।

রঘু। অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল ফোটালে শঙ্কর!
তীব্র কি মধুর গন্ধ বুঝিতে আঘ্রাণে,
সমস্ত নিশ্বাস বুঝি যায় ফুরাইয়া।
কি উপায়! কোথা যাই দুলিয়া এখন?
আমি একা, অগণন শত্রুসৈন্য মাঝে, শক্তি-
হীনা—গতিহীনা অবলা রক্ষায়, শুধু
নামের অস্তিত্বে আছি, শৃঙ্খলে আবদ্ধ
হস্ত পদ—বন্দী মত লৌহ কারাগারে।
বল্‌রে কেমনে রক্ষা করি!

দুলিয়া। চিন্তান্বিত—
কেন গুরু! আছে শিষ্য সম্মুখে তোমার।
শিখিয়াছি রণ-বিদ্যা তোমার কৃপায়,
শিখিয়াছি বীর ব্যবহার। নাহি ডরি
যদি আসে আপনি শমন। অনুমতি
কর একবার—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিই
যবনের সেনা।

রঘু। এযে অসম্ভব ভাই!

দুলিয়া। বুঝিনা সম্ভব অসম্ভব। শীঘ্র দাও
অনুমতি। গুরুকৃপা করিয়া সম্বল
উন্মত্ত সাগর-জলে পড়ি ঝাঁপ দিয়া।

তরঙ্গের মস্তক কাটিয়া এক দণ্ডে
ক'রে দিই সিন্ধুনীর স্থির।

রঘু। যুদ্ধ যদি
দিতে পার, হও অগ্রসর। কিন্তু হায়
নাহি জানি, কি হৃদয়-বলে, কোন্ দৈব-
শক্তি'পরে করিয়া নির্ভর, প্রজ্বলিত
অনল-শিখায়, পতঙ্গ সমান একা
ছুটেছো ছুলিয়া!

ছুলিয়া। গুরুকৃপা মহাশক্তি।
উন্মাদ ভেবো না মোরে হে ধীমান্! দিব
বাধা সম্মুখ সমরে। পশু মত জীব
হত্যা তরে, পশু মত গুপ্তভাবে গৃহে
প্রবেশিয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত শত্রু-বুকে
খরশান কৃপাণ বিঁধিতে, আসি নাই
ল'তে অনুমতি। রণে যাব মহারাজ!
আশীষ করহ মোরে দান।—

রঘু। নিরুপায়
তাই আজ্ঞা দিলাম তোমারে। কিন্তু ভাই
সাবধান!—স্নেহ মায়া মমতা আদরে
তোমরা সবাই মিলে, আমার প্রাণের
চারিধারে র'য়েছ যে নন্দন কানন,
ফুল্ল ফুল মধু গন্ধে ছাইয়া গগন
করিয়াছ মোরে ভাই বিশ্ব-অধিকারী।
সাবধান! সে ঐশ্বর্য্য কেড়োনা আমার।

একটী কলঙ্ক রেখা—কলুষের অতি
ক্ষুদ্র কণা, তড়িত লতিকা সম, ক্ষণ
পরশনে, সোণার আবাস মোর, ক'রে
দিবে ক্ষার।—সাবধান—

তুলিয়া। যথা আজ্ঞা॥

[প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল কি হ'ল ভাই!

রঘু। শ্যামলী শ্যামলী!
এ প্রচণ্ড অনল সাগর—ঘন ভীম
প্রভঞ্জনে মুহুর্মুহু জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ
আলোড়ন, অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
সর্ব্বনাশী তুই কেন মরিতে আসিলি?
শ্যামলী শ্যামলী! আর নয়, অসম্ভব
জীবন সাধন—অকারণ প্রাণনাশ
দেখিতে না পারি—মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
চল বোন্—চল তোরে দেশে রেখে আসি।

শ্যামলী। একা যাব? একা নাহি যাব। স্থান ত্যাগ
যদি ভাই সঙ্কল্প তোমার, চল সবে
দেশে যাই। বিরাম লভিতে যদি
থাকে আকিঞ্চন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।
আছে সাজান বাগান, বিশ্রামের বিধি-
দত্ত স্থান—বিধিদত্ত আবরণে ঘেরা।

হেথা ঘন মানুষের বন, সেথা গাছ
গুল্মলতা। হেথা, গাছে গাছে জড়াইয়া
ভীম অজগর কুটিলতা, হৃদয়ের
সার শুষ্ক করিতে ভক্ষণ, প্রতিক্ষণ
লোলুপ দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। সেথা, কয়
গাছে? আর কি তাদের শক্তি আছে, যোঝে
ধনুর্দ্ধরা ভীল নারী সনে? হেথা, প্রতি
হৃদি কোটরে কোটরে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা
ফণাধর, মানুষের প্রতি পদক্ষেপে
উঠিছে গর্জ্জিয়া। সেথা আছে—কিন্তু তারা
মন্ত্রৌষধি মানে। হেথা চির প্রজ্বলিত
দাবানল, ধু ধু ধু ধু অনল-শিখায়
শুধু কি শরীর করে ক্ষার! সংক্রামক
শক্তি তার, হৃদয়, জীবন অভিলাষ
অস্তিত্বের প্রয়োজন, সমস্তই দেয়
জ্বালাইয়া। সেথা মাঝে মাঝে জ্বলে বন-
হৃদয়ের আবর্জ্জনা, অনলে বিধৌত
হয়। আর যদ্যপি সংহার মূর্ত্তি ধরে,
বরষার জলে, কিম্বা আপন অস্তিত্বে
তার আছেরে নির্ব্বাণ। তাই বলি ছাড়ি
অভিমান, সঙ্গে চল্—চল্ ভাই চল্,
আমরা আপন হ'তে ব্রাহ্মণে করিগে
বনবাসী। পিতা হবে ভীলরাজ, ভাই
হবে ভীলের নায়ক—পরীবাণু হবে

ভীলরাণী—তুই আর দুলিয়া শ্যামলী
তিন পারিষদ হবে সে রাজসভার।

রঘু। তাই ভাল—তাই যাব ভগিনী আমার।
জ্ঞানশূন্য ভাই তোর—উন্মত্ত অস্থির,
দুরাত্মার আচরণ, আগ্নেয় অচল
বহ্নি ঘেরেছে আমায়, ভাঙ্গে যদি শিরে
হিমালয়, সুমেরু পবন বহে যদি
প্রতিক্ষণ, পশে যদি প্রতি লোমকূপে
জ্বলিয়া হইবে বহ্নি হিয়ার উত্তাপে।
তুমি থাক সাবধানে, ছেড়না গোপন
স্থান, বিশ্বাসঘাতক দেশে, তরুপত্র
চর। গুপ্ত অন্তরের কথা, শ্বাস মূর্ত্তে
হৃদয়ে পশিয়া, দূরদেশে বহি লয়ে
যায় সমীরণ—থাক অতি সাবধানে,
বর্ম্ম হ'য়ে ব'সে থাক পরীরে ঘেরিয়া।
সাবধান, সাবধান—অতি সংগোপনে,
যেন দেবতা না জানে। প্রভুরে করিতে
রক্ষা চলিনু শ্যামলী!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। যাও—সাবধান!

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপ্রান্তস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। ওরে বাবা কি যুদ্ধ—কি ভয়ানক যুদ্ধ!! কিন্তু কিসের যুদ্ধ—ক'র্‌লে কে! নবাবের এত সেপাই, এত শান্ত্রী—এত হোমরাও চোমরাও ফৌজদার—সব হেরে গেল! বনের ধারে কেউ এগুতে পার্‌লে না! ওরে বাবা, গাছ পালায় যুদ্ধ করে! আর যাব না, আর বনের ধার মাড়াব না—এই নাকে কাণে খৎ। ম'রেই যদি যাব, ত টাকা ভোগ করে কে! ওরে বাবা কি যুদ্ধ! আশে পাশে নবাবের সেপাই ধুপ্‌ ধাপ্‌ ক'রে প'ড়ল আর ম'ল।

(দেবলের প্রবেশ)

কেও দাওয়ান মশাই!—ও দাওয়ান মশাই! এদিকে এসো:না—পালাও পালাও।

দেবল। সেকি! আমি পালাব কি সখার মা! আমাদের সৈন্য আজ ডাকাতের দল ধ'রতে ছুটোছুটি ক'র্‌ছে—এখন আমায় দেখে কত বেটা পালাবে—আমি পালাব কি!

স, মা। ওই ছুটোছুটিই ক'রছে, কিন্তু ডাকাতের দল যেমন তেমনিই র'য়েছে—ধরা প'ড়ছে না।

দেবল। সেকি! ধরা প'ড়ল না!

স, মা। যে খড় থেকো সেপাই সঙ্গে এনেছো দাওয়ান মশাই! ওদের দিয়ে শুধু মাটী চষা হয়, লড়াই চলে না। ওদিকে যেওনা

—ফিরে যাও—কি পার ত এক চোঁচা দৌড়ে একবারে ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নাও। গতিক বড় ভাল নয়।

দেবল। বলিস্ কি সখার মা! তুই হয় ত লড়াই দেখে ভয়ে ভেব্‌রে গেছিস্—কি দেখতে কি দেখেছিস্, কি ব'ল্‌তে কি ব'ল্‌ছিস্।

স, মা। আমি ভেব্‌রেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে যে পালওয়ান দিয়েছিলে, তারা তোমার সেপাইদের লড়াই না দেখে বেঁউরে উঠে, আর এমন ক'রে টাউরি খেতে খেতে, কোথায় মুখ থুবড়ে প'ড়ল যে, আর দেখতে পেলুম না। এখন ভাবছি, লড়াইয়ের হুঙ্কার হজমিগুলির কাজ ক'র্‌লে নাকি—বেটারা সব হজম হ'য়ে গেল নাকি দাওয়ান মশাই! না, না—ওই যে আমার পলটনের ফৌজদার আস্‌ছে। ওকে জিজ্ঞাসা কর—ও সব খবর ব'লবে।

(কেরামতের প্রবেশ)

দেবল। নবাব কোথায় ?

স, মা। পালিয়েছে।

দেবল। কি খবর কেরামত ?

কেরা। খবর ?—য়্যাঁ খবর ?

স, মা। হাঁ খবর।

কেরা। য়্যাঁ খবর—য়্যাঁ খবর ?—আমি কই ? কোথায় ?

স, মা। (কেরামতের নাড়ী ধরিয়া) না দাওয়ান মশাই! খবর ভাল নয়—কবিরাজ ডাকাও—না হয় হাকিমের সন্ধান কর। তেজ নাড়ী ধপাস্ ধপাস্ ক'র্‌ছে—দেখতে দেখতে তেউড়ে যাবে।

দেবল। তুমি অমন ক'রছ কেন কেরামত ?—খবর কি ?

কেরা। খবর—লড়াই।

দেবল। লড়াই !

কেরা। ভয়ানক !

দেবল। লড়াই !!

কেরা। তুমুল।

দেবল। তুমুল কি ! ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল—এস্থানে তুমি নিরাপদ—ভয় নেই—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, ব্যাপারটা কি !—রঘুবীর একা—বড় জোর দুই চার জন অনুচর—তাও তারা বৃদ্ধ অনন্তরাও ও নবাবনন্দিনীকে নিয়েই বিব্রত। আমাদের বহু সৈন্য—যাবে আর সে কটা লোককে ধ'রে আন্‌বে—তখন আবার যুদ্ধ কি !

কেরা। যুদ্ধ—ভয়ানক যুদ্ধ—তুমুল যুদ্ধ।—এদিকে চেয়ে দেখি তুমুল যুদ্ধ—ওদিকে দেখি তুমুল যুদ্ধ—সেদিকে তুমূল যুদ্ধ—গাছের ওপর—সেখানেও তুমুল যুদ্ধ !

স, মা। ওরে বাবা !—চারিদিকেই তুমুল যুদ্ধ—আবার গাছের ওপরেও তুমুল !—ওরে বাবা তুমুল বেটা কি যোদ্ধা !

দেবল। যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

কেরা। কার সঙ্গে—এখনও ঠিক হয়নি।

স, মা। এইত ঠিক হ'য়ে গেল, আবার ঠিক হবেনা কেন !—তাইত বলি কোথায় কিছুই নেই—সেপাই ছুটোছুটি করে কেন !—বনের দিকে একবার ক'রে ছোটে, আর হুড়্‌হুড়্ ক'রে পালিয়ে আসে। বনের ভেতর ব'সে ব'সে তুমুল বেটা যে যুদ্ধ ক'রছে, তা কেমন ক'রে জানব !

দেবল। সেকি?

কেরা। কি যে—কেই ঠাওর ক'র্‌তে পারলে না।

দেবল। বনের ভেতর ভীমরুলের চাক ছিল নাকি!

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। ছিল বইকি,—তবে তাদের হুলগুলো কিছু বড় বড়। একটার নমুনা দেখবে?

দেবল। কই দেখি?—ওরে বাবা, এ কিরে! এযে বিষমুখো তীর!—ওরে সখারাম!—এ রঘুবীরের তীর নাকি?

সখা। সেইটেই বড় ভীমরুল—তবে তোমাদের বরাতে সেটার হুল নেই। তা যদি থাক্‌তো, তোমাদের একটাকেও ফিরতে হ'ত না।—(দেবলের উষ্ণীষে তীর পতন।)

দেবল। ওরে, এখানেও মেরে!—(গোলমাল করিতে করিতে সখারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। সখারাম!

সখা। কেও ঠাকুর!—যমের মুখে ছুটে এসেছো কেন?

বল। পাষণ্ড দেবল এইখানে ছিল, গেল কোথা?

সখা। প্রাণভয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে মার্‌তে নেই।

বল। শীঘ্র বল, সে পাষণ্ড কোন্‌দিকে গেল?

সখা। তার সঙ্গে সখার মা আছে।

বল। তারে শুদ্ধ হত্যা ক'র্‌বো।

সখা। সেকি—নারীহত্যা!

বল। সে নারী নয় সখারাম!—পিশাচী। যে আমার পিতার

কাছে উপকার পেয়েও অম্লানবদনে তারে শক্রর হাতে ধ'রিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কার্য্য নাই। সন্তান-হত্যায়ও সে কুণ্ঠিত নয়। তার জীবনের কোনও প্রয়োজন নাই—কেবল অনিষ্ট, কেবল সর্ব্বনাশ!

সখা। তাহ'ক, সে সখারামের গর্ভধারিণী।

বল। শীঘ্র বল্ সখারাম, নইলে তোকেও হত্যা ক'র্‌ব।

সখা। ক'র্‌বে তা কর—কিন্তু ঠাকুর, গরীব ভীলগুলোর মহামূল্য অস্ত্রগুলোর এমনি ক'রে অপচয় ক'রোনা। বাণ ছুঁড়তে জান না—ধনুক হাতে ক'রেছো কেন? দেবলা বুড়োর মাথায় লেগে বাণ প'ড়ে গেল! আমাকে মারবে, অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন নেই—বল কি ক'রে ম'লে তোমার তোমার তৃপ্তি হয়, আমি তেমনি ক'রে ম'রি—আমারও আত্মহত্যা হবেনা, তোমারও নরহত্যার পাপ হবেনা। মারো—হত্যা কর—বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন? ছি ঠাকুর! কথা রাখতে জাননা, বীরত্বের আস্ফালন ক'র্‌তে ধনুক হাতে ক'রেছো। আরে ছি!

[প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। ক'র্‌লে কি ভাই, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!—ভুলিয়ার এমন অমানুষী চেষ্টার সমস্ত ফলটাকে জলাঞ্জলি দিলে! ক্ষুদ্র বালক শত্রু মার্‌তে আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এতদূর এলে, এখন যে শত্রু-বেষ্টিত—তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে সব যায়।

বল। ভাই! প্রাণের জন্য নয়,—ঈর্ষায় নয়—শুধু ভুলিয়ার জীবন রক্ষার জন্য এই কার্য্য ক'রেছি।—বাইরে বেরিয়ে শত্রুর গতি

ফিরিয়েছি। বাঁচত না—কিছুতেই বাঁচত না।—ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাই এসেছি—অসহ্য—অস্ত্রশূন্য—শক্র বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছিল। ফিরিয়েছি দাদা—ফিরিয়েছি।

(মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। মহারাজ—দারুণ বিপদ!

রঘু। সে বুঝতে পেরেছি।

মন্নু। আমাদের বল বুঝতে পেরে যবন সেনা আবার ফিরেছে। আমাদের পথরোধ ক'রেছে।

রঘু। তোমাদের আছে ক'জন?

মন্নু। বাকী আছি আট জন। তুলিয়া আধমরা—তাকে শ্যামলীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রঘু। মন্নু! বিলম্ব ক'রোনা, বলদেবকে নিয়ে এই পথে যাও।

মন্নু। তোমাকে ছেড়ে যাব?

রঘু। যদি বাঁচতে চাও—এই ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে চাও—আর ব্রাহ্মণ-নন্দিনীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে চাও, তাহ'লে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রোনা।

সকলে। তোমায় ছেড়ে যাব?

রঘু। আমার আদেশ অমান্য ক'রোনা।

মন্নু। আমরা কি ম'র্‌ব না?—তাই আমাদের বেঁচে থাক্‌তে পরামর্শ দিচ্ছ!

রঘু। গুরুর আদেশ পালনই শিষ্যের কার্য্য। সকল সময় প্রাণরক্ষা কার্য্য নয়।—কি ব'লিস্ মন্নু!—চুপ ক'রে আছিস্ কেন? কি ক'র্‌বি বল্।

মন্নু। আমরা শাস্ত্র জানিনা মহারাজ! আমরা তোমাকে ফেলে এক পাও ন'ড়ব না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল। আমিও না।

রঘু। এখনও আমার কথা রাখ, বিশ্বাস—এখনও তোমাদের রক্ষা ক'র্‌তে পারি। পালাও, পালাও—এলো, এলো। হয়ত তোমাদের রক্ষা ক'রে, আমি আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত সক্ষম হব।

মন্নু। তা হ'তেই পারে না।—ভাই সব ব'সে পড়্‌। বলদেব, পেছনে এসো। চালাও—চালাও। উদ্ধার পাই একসঙ্গে পাব, মরি একসঙ্গে ম'র্‌ব, চালাও। (ভীলগণ কর্ত্তৃক বাণবর্ষণ)

(নেপথ্যে—আল্লা—ল্লা—হো)

ভীলগণ। হর হর হর হর—জয় রঘুয়া মহারাজের জয়।

রঘু। তবে এক কাজ কর, নিস্ফল প্রাণনাশ আমি দেখ্‌তে পারব না—কিছুতেই পারব না, এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

(বাণবর্ষণ)

মন্নু। যো হুকুম। আর যা ব'ল্‌বেন সব ক'র্‌বো—ফেলে যাব না।

রঘু। দেখ, আমরা হ'লে কোন কথা থা'ক্‌তো না। নিরাশ্রয় এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ আর নিরাশ্রয়া দুটী অবলা। ম'লে প্রতিকার হবে না—ধরা দিলে হ'তে পারে। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

[প্রস্থান।

মন্নু। যো হুকুম

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাননমধ্যস্থ গুহা সম্মুখ।

শ্যামলী।

শ্যামলী। বাক্য মুখে আসেনাকো আর, দগ্ধবুকে
নিশ্বাসে যন্ত্রণা। এই যদি সাধুতার
পরিণাম, তব পদে আত্মসমর্পণে—
তোমার আদিষ্ট কার্য্যে—তোমার আদিষ্ট
প্রাণে—প্রতিপলে সাধুশ্রমে, এই যদি
শোণিত-নিষিক্ত পুরস্কার, মহানিদ্রা
কোলে চিরনিদ্রা যাও—জেগোনা জেগোনা
বিশ্বপতি! ভাঙ্গ দণ্ড সৃষ্টির আধার।
দাও তুলে বিশ্বব্যাপী মহাসিন্ধুজলে
পীড়িতের নিশ্বাসের সমষ্টি লইয়া
রচি এক মহা প্রভঞ্জন—দাও তুলে
বিশ্বনাশী প্রলয়-তুফান। ধরা যাক্
গুঁড়াইয়া। শুধু পীড়িতের আর্ত্তনাদ,
পীড়কের হাসি খল খল—দগ্ধধর্ম্ম
পূতিগন্ধ সারে—হে নাথ, যদ্যপি এই
ধরার গঠন, ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও—
এ সৃষ্টির কিছুই না দেখি প্রয়োজন।

প্রভু, স্বামী, দেবতা—কাঁদ্‌তে আদেশ দাওনি, কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছো। কিন্তু আমি অযোগ্য—তোমার সহধর্ম্মিণী

হবার অযোগ্য। চক্ষে শোণিতের ধারা ছুটছে, তোমার পাদপদ্ম দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। এ কেন প্রভু!—হৃদয়েশ্বর! তোমার আদেশের সঙ্গে এ দুর্ব্বল হৃদয়ে তোমার প্রাণ দাও। মান রক্ষা কর—তোমার চরণাশ্রিতা শিষ্যা দাসীর মান রক্ষা কর, হৃদয়ে বল দাও, আঁখি নীরস কর।

(পরীবাণুর প্রবেশ)

পরী। দিদি—দিদি! আমাদের না কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সব ধরা প'ড়েছে!

শ্যামলী। সবাই বলদেব ভাইকে রক্ষা ক'র্‌তে ধরা দিয়েছে।

পরী। তার পর! বেঁচে আছে কি?

শ্যামলী। তাও কি সম্ভব!

পরী। যথেষ্ট শিক্ষা—অনুতাপ—শিরায় শিরায় অনল-স্রোত! কেন সেই বৃদ্ধ পরমাত্মীয়ের কথা শুন্‌লেম না! কেন শিলাতল পরিত্যাগ ক'র্‌লুম, কেন এলুম!—দুলিয়া, দুলিয়া!—পরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী মহাপ্রাণ!—ভাই! নরদেহে দেবতার ঐশ্বর্য্য বহন ক'রে কি ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লে? শ্যামলী! আর কেন—ছেড়ে দে।

শ্যামলী। ছি বোন! রণক্লান্ত—সুষুপ্ত মহাযোগীদের যোগভঙ্গ ক'রো না। মায়াময়—তোর কথা শুনে স্থির থা'ক্‌তে পা'র্‌বে না, এখনি তারা ফিরে আস্‌বে। আর এখানে ফিরিয়ে আনা কেন? আর কেন, এস নিজের ব্যবস্থা করি। নারীধর্ম্ম বড় ভঙ্গুর। পাপিষ্ঠের কটাক্ষে বিকৃত হয়। আর নয় চ'লে আয়। তুই যে বড় সুন্দর—বড় মিষ্ট—বড় আদরের—বড় পিয়ারের দেবতার পুষ্পা-ঞ্জলি—কিন্তু কি ক'র্‌ব!—ভগ্নী প্রস্তুত হও আর নয়।

পরী। সকল সময়েই ত প্রস্তুত রয়েছি দিদি!

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ও বাবা, কোথায় এসে প'ড়লুম্! আর যে ঘাঁটি না, কোথায় যাই—কি ক'রে উদ্ধার পাই! হে হরি রক্ষে কর, আর ক'র্‌বো না—পরের মন্দ আর ক'র্‌বো না। দোহাই হরি রক্ষে কর—বাঘের মুখে দিয়োনা—পথ দেখিয়ে দাও।

শ্যামলী। কে তুই?

স, মা। কে বাবা, কোথা বাবা!

শ্যামলী। এগিয়ে আয়।

স, মা। য়্যাঁ তুমি!—(উপবেশন) য়্যাঁ তুমি!—মা, আমায় মেরে ফেল, কিন্তু মা আগে আমায় একটু জল দাও—বড় পিপাসা—জল, জল।

শ্যামলী। ভয় নেই, বোস, জল আনি। ভগ্নী! অতিথি পরম শত্রু হ'লেও দেবতা। বহু ভীল ভাই প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ স্পর্শে আমি অপবিত্র, আমি স্নান ক'রে কিছু সংগ্রহ ক'রে আনি। তুমি আপাততঃ ঘরে যাও, কিছু ফল থাকেত এনে ওকে একটু জল দাও—জীবন রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

স, মা। য়্যাঁ—মার্‌লে না! জল আন্‌তে গেল, ফল আন্‌তে গেল! আমায় খাওয়াবে—বাঁচাবে! আর আমি এদেরই সর্ব্বনাশ ক'রেছি!—বজ্র! আর কেন? মাথায় পড়—এ পাপিষ্ঠা পিশাচী শয়তানীকে চূর্ণ কর। ভগবান্! দেবতা সন্তানকে গর্ভে দিয়েছিলে, কিন্তু মাকে রাক্ষসী ক'রেছিলে কেন দয়াময়! মেরে ফেল—নরকে দাও—আর নয়—বড় জ্বালা! জ্বালায় জ্বালা নিবোও—নরকে দাও—নরকে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। এই যে, এই যে বিবি এখানে নেমাজ প'ড়ছে। তাইত বলি, মতলব না থাকলে কি বিবিজান বনে ঢোকে।

স, মা। সর্ব্বনাশ হ'ল—গেল! এখনি জল আন্‌বে—সর্ব্বনাশ হ'ল!—দূর হ, দূর হ, চ'লে যা, এখানে কিছু নেই, চ'লে যা।

কেরা। কেন, তুমি ত আছ বিবি! তুমি থাকলেই সব রইল।

স, মা। চ'লে যা—এখনও ব'লছি চ'লে যা। নইলে ম'রবি।

কেরা। আর মরাবে কে বিবি!—রঘুবীর ধরা প'ড়েছে, ওই একটা ঘাল হ'য়ে প'ড়ে আছে। মারতে এখন তুমি। তা বিবি, আমি তোমার আসাসোঁটা, আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি জাঁদরেলনির মতন ডুপোচুপি লাফালাফি ক'রবে, এখন এ বৃদ্ধবয়সে আমাকে মেরে আর কি ক'রবে বিবি!

স, মা। তবেরে সয়তান!—আমিই তোকে হত্যা ক'রবো।

কেরা। না বাবা! তা হ'লে স'রতে হ'ল। একটু আড়ালে থাকি, বেটীর মতলবটা কি বুঝে নি।

[প্রস্থান।

(পরীবানুর প্রবেশ)

স, মা। এসো না—এসো না, পালাও—পালাও। শয়তান—পালাও।

(কেরামতের পুনঃ প্রবেশ)

কেরা। না, আর পালাতে হবে কেন! এই যে আমি ঠিক আছি। সাজাদী! গোলামের ওপর হুকুম, মাফ কর।

পরী। গাত্র স্পর্শ ক'রো না—আমি আপনিই যাচ্ছি।

কেরা। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে জ'ল্‌দি—জ'ল্‌দি, তঞ্জাম—তঞ্জাম।

পরী। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আগে পিপাসার্ত্তকে জল দিই।

কেরা। সে আমি দিচ্ছি।

পরী। এইও সয়তান!—ছুঁস্‌নি। এই নাও বাছা ফল। এ ফলে পিপাসাও যাবে, ক্ষুন্নিবৃত্তিও হবে। ব'সে থাক—সংবাদ দিয়ো। (স্বগত) আমি যাই, তা হ'লে ভগ্নী আমার রক্ষা পাবে; নইলে দুজনেই যাব। কি করি—যাই—ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন—উপায় নেই। নে—চল্‌।

[পরীবাণু ও কেরামতের প্রস্থান।

স, মা। হা ভগবান্‌! কি ক'র্‌লুম্‌—ম'রেও মারলুম্‌—কি ক'র্‌লুম্‌! ওগো কে আছ, রক্ষে কর— রক্ষে কর।

(শালপত্র হস্তে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল!—কি হ'ল!

স, মা। ওমা সর্ব্বনাশ ক'রেছি—মা অতিথি হ'য়ে তোদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি! সঙ্গে সঙ্গে নবাবের লোক ছিল—তা জান্‌তুম না মা! তারা এসে পরীবাণুকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

শ্যামলী। সে কি!—কখন্‌?—কোন্‌ পথে?

স, মা। এই পথে; এখনি গেছে, কিন্তু মা! তুমি যে মেয়ে—তারা যে অনেক! কি ক'রে রক্ষা হবে মা!

শ্যামলী। (ডুলিয়ার অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ) দেখ্‌ সখার মা! আমি চ'ল্লুম্‌। স্বামী যদি আমার বেঁচে থাকে, তা হ'লে

রক্ষা করিস্—আর যদি না থাকে, তা হ'লে সৎকার করিস্। ওই ফল জল রাখলুম্, আগে আত্মরক্ষা কর্। আর আমি দাঁড়াতে পারি না—চ'ল্লুম্। (ছুলিয়াকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)।

স, মা। কি ক'রে কি হবে মা ?

শ্যামলী। ভয় কি ?—আমি ওই মহাপুরুষের স্ত্রী। দেখিস্ মা, ওই সোণার দেহ যেন শৃগালের ভক্ষ্য না হয় !

[প্রস্থান।

স, মা। (ছুলিয়ার মুখে জল সেচন) ও বাবা! ঘুমিয়ে থাক যদি—জাগো, বেঁচে থাক ত—ওঠ। এ যে ম'রবার সময় নয় বাবা!

ছুলিয়া। আমি কোথায় ?

স, মা। ও বাবা! জেগেছো বাবা! তা হ'লে ওঠ—চেয়ে দেখ—তোমার সব গেছে!

ছুলিয়া। সেকি! রঘুমহারাজ ?

স, মা। ধরা প'ড়েছে।

ছুলিয়া। শ্যামলী ?—পরীবাণু ?

স, মা। পরীবাণুকে ধ'রে নিয়ে গেছে। শ্যামলী পাগলিনীর মত ছুটেছে ; তাই ব'ল্‌ছি—ওঠ।

ছুলিয়া। আমায় ধর।

[সথার মার সাহায্যে উত্থান ও প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কক্ষ।

জাফর ও পরীবাণু।

জাফর। তোমার জন্যই আমার এত আকিঞ্চন। তুমি রাজ্যেশ্বরী—আমি গোলাম। এই তোমার জন্য সযত্ন-রক্ষিত সিংহাসন। করুণা ক'রে, এই সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তার শোভা বর্দ্ধন কর—আর গোলামকে দয়া ক'রে সিংহাসনের তলে, তোমার চরণপ্রান্তে একটু স্থান দাও। আমি এ মুখের শোভা দেখে জীবন সার্থক করি।

পরী। যদি নিজের মঙ্গল চাও জাফর! তাহ'লে তোমার প্রভু-কন্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রোনা।

জাফর। সেকি সুন্দরী! তোমার ওই চাঁদমুখ খানি প্রাণভরে দেখবো ব'লেই না আমি এই অমানুষিক চেষ্টায় গুজরাটকে হস্তগত ক'রেছি! এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ কেন প্রাণেশ্বরী!

পরী। এখনও ব'লছি জাফর! নিবৃত্ত হও। আমার দেবতা সহায়। যদি অঙ্গ স্পর্শ কর, এখনি সেই হস্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হবে—মস্তক চূর্ণ হবে—নিবৃত্ত হও।

জাফর। ও! তোমার দেবতা সহায়!—ভাল, তোমার সেই দেবতার সম্মুখে—তাকে সাক্ষী রেখে যদি তোমাকে আপনার ক'রে নিই, তাহ'লে ত তোমার কোন আপত্তি থাকবে না? —কৈ হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

রঘুবীরকে নিয়ে এসো। [প্রহরীর প্রস্থান।

পরী। রঘুবীর বেঁচে আছে ?

জাফর। আছে ব'ইকি—তোমার গোলামের সঙ্গে সুখ-সম্মিলন দেখবার আশায় বেঁচে আছে (হাস্য)। নবাবনন্দিনী! তোমার দেবতা এখন আমার কাছে জীবন ভিখারী।—যে তোমার শক্তিমান্ পিতার হস্ত থেকে গুজরাট ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কাছে রঘুবীর!—তাই কিনা তুমি মুসলমানী হ'য়ে একটা নগণ্য দস্যুব্যবসায়ী কাফেরের শরণাপন্ন হ'য়েছিলে! আমি শত্রুই হই—তোমার চক্ষুশূলই হই, তবু মুসলমান। আমার আশ্রয়ে আসাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। একটা অতি তুচ্ছ কাফেরের কৃপা ভিখারিণী হওয়া—নবাবনন্দিনীর যোগ্য হয় নাই। তার চেয়ে আমার অঙ্কশায়িনী হওয়াই সহস্রগুণে তোমার শ্রেয়স্কর ছিল। এখনও ব'লছি—কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর।

পরী। ভগবান্! আর যে আমি চ'খে কাণে কিছু দেখতে শুন্‌তে পাচ্ছিনা। ক্রমে যে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে। মান রাখ দয়াময়! অভাগিনী প্রাণের যাতনায় তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে—পায়ে ঠেলনা—দোহাই দীনবন্ধু!—নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। একি!

পরী। দাদা! দুরাত্মারা ছল ক'রে অতিথি সেজে ভগ্নীর চ'ক্ষে ধুলি দিয়ে আমায় ধ'রে এনেছে।

রঘু। কি ক'র্‌লে জাফর! লোকের আতিথ্য ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিলে! তোমার পৈশাচিক আচরণে দুনিয়ায় আর যে কেউ অতিথি-

সৎকার ক'র্‌তে সাহস্ ক'রবে না! মুসলমান পুত্রহন্তাকেও অতিথি প্রাপ্ত হ'লে দেবজ্ঞানে তার অর্চ্চনা করে। তুমি সেই মহাধর্ম্মে আঘাত ক'রে কাফেরের কার্য্য ক'রলে!

জাফর। যাক্—তার উত্তর পরে দেবো। এখন তোমায় আনিয়েছি কেন শোন। নবাবনন্দিনী তোমাকে সাক্ষী রেখে আমায় আত্মদান ক'র্‌তে চান। বিষম আবদার—কি করি,—এই আবদার তোমার সম্মুখেই রাখা কর্ত্তব্য বোধে, তোমাকে এখানে আনিয়েছি।

রঘু। হস্তপদ বদ্ধ দেখে, আমার উপর এই অত্যাচার ক'র্‌তে চাও? তবে শুন জাফর! আমার শক্তির পরিচয় তুমি কিছুই জাননা, তোমার কাপুরুষ সৈন্য আমাকে এখানে এ অবস্থায় ধ'রে আনেনি। কতকগুলি সহচরের মহামূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ ক'রেছি। আমার সম্মুখে তোমার প্রভু-কন্যার উপর অত্যাচার ক'রো না—মহানর্থ হবে। উপরে দেবতা আছে—ধর্ম্ম আছে।

জাফর। দেখা যাক্ কতটা কি হয়!

রঘু। জাফর! নিবৃত্ত হও।

জাফর। আর কেন প্রাণেশ্বরী! মুখ তুলে চাও, তোমার আশা ভরসা এইত এক রঘুবীর, তখন আর অবাধ্যতায় ফল কি? নাও—এস—এগিয়ে এস, হৃদয়-সিংহাসন উন্মুক্ত—শূন্য—ব'সে স্থান পূর্ণ কর।

রঘু। নিবৃত্ত হ, পিশাচ নিবৃত্ত হ।

পরী। রক্ষা কর মঙ্গলনিদান! রক্ষা কর দুর্ব্বলসহায়! সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর কে আছ কোথায়।

রঘু। আর নয়! কত সয়,—কত সয় প্রাণে!
আজীবন সত্য পথ করিয়া আশ্রয়,
দেখিতে কি হ'ল এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর?
শক্তি দাও দেব মহেশ্বর! মহাবজ্র বিঘূর্ণিয়া,
তীব্র স্রোতে জলদ ঢালিয়া—শক্তি দাও
শরীরে আমার। রমণীর সরবস
ধন—সতীধর্ম্ম সংরক্ষণ—শক্তি দাও
বিশ্বনাশী দেব প্রভঞ্জন। শক্তি দাও—
শক্তি দাও—শক্তি-স্বরূপিণী! (শৃঙ্খল ভঙ্গ)

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়—নাহি ভয়—
শক্তির সেবিকা আমি—সতীকুলরাণী
অক্ষয় ভাণ্ডার মোরে ক'রেছে অর্পণ।
ত্রিভুবন কেঁপে যাবে, পর্ব্বত ভাঙ্গিবে,
খণ্ড খণ্ড হবে বজ্র, পালাবে শমন।
কই কোথা—কোথা সে পিশাচ! (জাফরের প্রতি ধাবমান)

রঘু। আর নয়
বোন্—কার্য্যোদ্ধার—বিলম্বে বিফল হবে!
গর্ব্বের আধার—মহাশক্তিসার—তুমি
নারী ধরিত্রীরূপিণী—চণ্ড মুণ্ড বিঘাতিনী
নৃমুণ্ডমালিনী! রক্তস্রোতে নাহি প্রয়োজন,
আয়োজন সুসম্পন্ন এবে, চ'লে আয়।
এস পরীবানু!

[দুইহস্তে দুইজনকে লইয়া প্রস্থান।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তরুতল।

শ্যামলী, রঘুবীর ও পরীবানু।

রঘু। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া)

আজীবন সার দিনু জীবন প্রান্তরে,
প্রখর অন্তর দিয়ে করিনু কর্ষণ,
ফল লাভ কি হলো আমার ?
অদৃষ্টের আবরণে,
কোন স্থানে লুক্কায়িত ছিল বিষবীজ,
সহসা ফুটিয়া গেল !
যেই ধরিয়া অঙ্কুরে—তারে গেনু বিনাশিতে,
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ অভ্রভেদী হ'ল।
দিগন্তে করিল বৃক্ষ বাহুর প্রসার।
আমার আশার ছবি—আমার সুখের রবি—

আমার অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ,
ঘন পত্র সন্নিবেশে—
জনমের মত বুঝি করিলরে আচ্ছাদন !
শাখে শাখে, গুচ্ছে গুচ্ছে, ফ'লেছে যাতনা !
স্কন্ধে স্কন্ধে মাটী আঁকাড়িয়া,—
শতমুখে বিদীর্ণ হইয়া,—
সহস্র সহস্র মুখে ছুটায়েছে জ্বালা প্রস্রবণ !
বড়ই ক্ষুধিত আমি,
প্রতি লোমকুপে জ্বলে মরি পিপাসায় !
হায় !
দৃষ্টি বদ্ধ, গতি রুদ্ধ, তথাপি অস্থির—
এখনোত মিটিল না কামনা আমার ?
কোথা প্রভু ! কোথা তব সোণার সংসার !
কোথা তুই দুলিয়া আমার !
প্রভুভক্তি জীবন্ত জ্বলন্ত—কোথা মন্নু !
কোথা ভীল ভাই !
কোথা বোন্ করুণার হিরণ্ময়ী ধারা !
কোথা তুই পরীবাণু কুহকিনী—
ভীষণ রাক্ষসী মায়া !
কোন্ অন্ধকারে উল্কামত ফুটিয়া উঠিয়া,
কোন্ দূর অন্ধকারে মিলাতে ছুটিলি ?

শ্যামলী। কি বিপদ ! সারা পথ এমন ক'রে—হাত বাঁধা—পথ চলি কি ক'রে ? দাদা, বহুদুর এসেছি,—অরণ্যের মুখে প্রবেশ ক'রেছি। আর কেন—ছেড়ে দে।

রঘু। ছাড়বো ?

শ্যামলী। ছাড়বি নাতো কি চোরের মতন হাতকড়ি দিয়ে শাস্তি দিতে দিতে সারা পথটা আস্‌বি ?

রঘু। ছাড়বো ? কোথায় ছাড়বো ? স্থান কই ? আছে কে ? না—আর সাহস হয় না। ব্রাহ্মণের ন্যস্তভার বুঝতে না পেরে হাত পেতে নিয়েছিলুম, বুঝতে না পেরে হাত ছাড়া ক'রেছিলুম, হারিয়েছিলুম ! ছাড়বোনা শ্যামলী—আমার আর কেউ নেই।

শ্যামলী। না থাকে—নেই নেই। তুইতো আছিস্ ? তাহ'লে তুই বা আমাদের জড়িয়ে, হাতে পায়ে শৃঙ্খল জড়াবি কেন ? আমাদের ছেড়ে দে। আমরা নিজে আত্মরক্ষা করি।

রঘু। আবার সে আত্মরক্ষা কথা !
বন হ'তে মৃত্যুমুখী সে কাল নাগিনী,
ধ'রে এনে ঘরে দিয়ে স্থান,
সাধ ক'রে—ভ্রাতৃশিরে লইলি দংশন।
আত্মরক্ষা কথা আর কিহেতু ভগিনী ?
জীবনের সঙ্গী মোর
সবাই র'হিল কারাগারে
কিন্তু বোন্ আমি কোথা ?
তারা সবে মৃত্যু প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে বদ্ধ পদ করে
আমি কেন এ মুক্ত প্রান্তরে ?
লোহার ভবন আমি স্বহস্তে রচিনু,
আশে পাশে বজ্র দিয়ে স্বহস্তে ঘেরিনু—

রবিরশ্মি এলো গেল ফিরে।
এমন কঠিন ঘর,
কে ভাঙ্গিল দানবী শ্যামলী !

শ্যামলী। কে ভাঙ্গিল ? তুই নিজে। আমি কি ভেঙ্গেছি ?
নীচ ঘরে জনমিয়া,
দুই দিন দ্বিজ-সহবাসে,
দুই দিন দুটো শাস্ত্র-বচন শুনিয়া
একেবারে অহঙ্কারে,
ধরাখানা শরা দেখেছিলি !
আপনারে বিশ্বকর্ম্মা মনে ক'রে স্থির,
নদীর তরঙ্গ ভরা বালির বাঁধের পরে,
সাধ ক'রে অভ্রভেদী অট্টালিকা ক'রিলি রচন।
তার যাহা পরিণাম, তাই ঘটিয়াছে
একটী বন্যায় তার,
ইট কাঠ ভিত্তি স্থান চিহ্ন সমুদায়
একেবারে আঁধারে ডুবেছে।
ধর্ দেখি অস্ত্র করে,
হ' দেখি ভীলের সন্তান।
প্রকাণ্ড সাগর সেঁচি প্রতিজ্ঞা লইয়া,
নরকের তমোভেদী দস্যুর দর্শনে,
খোঁজ্ দেখি কে আছে কোথায়।
ধরণীর মেরুচ্ছেদী তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
খোঁজ্ দেখি জাফরের দেবলের উদর-গহ্বর।
এখনি আবার সব আসিবে ফিরিয়া।

শাস্ত্রবাক্যে শুধু হয় দেবতা-তর্পণ,
মানুষের কার্য্য কিন্তু দূরে দূরে সরে।
আমি কি ভেঙ্গেছি? কে ভেঙ্গেছে ভীলরাজ?

পরী। (স্বগত) ঈশ্বর! মরণ দাও,
দাও প্রভু—আর কেন?
যন্ত্রণা বিষম। বল কত সহে আর?

শ্যামলী। বিপন্ন, সবার গুরু—দিয়াছিলি মোরে
নিত্য শিক্ষা,
তাই আমি পিশাচীরে ঘরে এনেছিনু।
দেখি লোল জিহ্বা, মৃত্যু তার পাছু ঘুরিতেছে,
তাই আমি গুরু জ্ঞানে,
তাহারে দিয়েছি স্থান।
এতে যদি সব যায় তোর—যাক্—
উপায় নাহিক রঘুবীর!
এতে যদি ভ্রাতৃত্ব-কুসুম যায়রে ছিঁড়িয়া—
যাক্—সম্পর্ক চাই না ধরাতলে।

পরী। কেন ভাই আমারে রাখিলে?
কেন ভাই শেফালিকা বাঁধিতে অঞ্চলে,
সোণার সহস্রদল,
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে দিলে বিসর্জ্জন?
ভাই! মোরে ছেড়ে দাও,
এখনো সময় আছে,
রক্ষা কর আত্মীয় তোমার।
আমি ফিরে যাই।

শান্তিময় যে শিলার তলে,
মৃত্যু মোরে সাদরে তুলিতেছিল কোলে,
আবার সেখানে ফিরে যাই,
দাও ভাই অনুমতি।

রঘু। সেকি! আমি তোমারে ছাড়িব?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মসার—
তোমারে ছাড়িব? সহস্র আত্মীয় প্রাণে
তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা।
ভীলধর্ম্ম জাননা—জাননা বালা!
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন,
নিম্নে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়,
আপনি শ্রীহরি বাদী
তারে ত্যজি অম্লান বদনে।
ধর্—ফের ধর্, শ্যামলী আমার!
এ অমূল্য রত্নভার আবার দিলাম তোর করে।
শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা এবার আমার।

শ্যামলী। সেই সঙ্গে দাও অনুমতি—
যদি হয় প্রয়োজন, যদি দেখি অক্ষম রক্ষায়,
মৃত্যুমুখে দিব আমি প্রাণের পরীরে।
নহে তব করে ন্যস্ত ধন,
তুমি ল'য়ে যাও রঘুবীর!

রঘু। হিতাহিত জ্ঞান ধর্ম্ম মর্ম্মস্থানে যার,
আমি আর কি বলিব তারে?

কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনে,
ভাল নিজে যা বুঝিবে বোন্,
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
যে কার্য্য করিতে চায় প্রাণ,
তাই কর,—সে কার্য্য আমার।

(সখারামের প্রবেশ)

সখারাম, ভাই! আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

সখা। সেকি, মিছে কথা কও কেন বাপধন যম! এই যে—এই যে দুটী হজমীগুলি এখনও বর্ত্তমান। ও দুটীকে গালে দাও, গোটা দুই ঢেঁকুর উঠে, একেবারে সব হজম হ'য়ে যাবে এখন।

রঘু। না সখারাম, আর নয়। আমার সোণার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কি এক ছায়ার স্পর্শ লোভে, মরীচিকার মৃদু হিল্লোল-কম্পিত সোণার কমলের আঘ্রাণ আকাঙ্ক্ষায় কেবল আমি ঘুরে ম'রেছি, আর ঘুর্‌বোনা সখারাম!

সখা। সত্যি!

রঘু। এই শেষ বার, তার পর যা গতি আমার। যদি নরত্বে জীবনের ঔষধ না পাই, নরত্বে দেবরে বিসর্জ্জন। এই শেষ—এই শেষ চেষ্টা। যাও ভাই সখারাম, নিঃস্বার্থ পরোপকারী যোগী—মত্ততার আবরণে পূর্ণ জ্ঞান—তুমিই এই দৌত্যের যোগ্য পাত্র। দয়া ক'রে ভাই আমায় রক্ষা কর। একবার জাফরের কাছে যাও।

সখা। অত ভণিতা কেন বাপধন যম? আমাকে ভক্ষণের পূর্ব্বে কি একটু লবণাক্ত ক'রে নিচ্ছ?

রঘু। তোমায় ভক্ষণ!—শ্যামলী! একটা পাতা কুড়িয়ে আন্

তো। (শ্যামলীর তথাকরণ) (দন্তে রঘুবীরের স্বীয় অঙ্গুলীচ্ছেদ ও পত্রে লিখন) এই নাও লিখে দিলুম। এই নিয়ে জাফরের কাছে যাও—আগে দেখিয়ে তবে কথা ক'ও।

সখা। (পাঠ করিয়া) আমার মৃত্যুতে জাফরের মৃত্যু ! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ? এ কি লিখেছ ?

রঘু। শুধু জাফরের মৃত্যু ! তোমার জীবন নাশে যে নরাধম সহায়তা ক'রবে, তারও পর্য্যন্ত মৃত্যু জেনে রেখো সখারাম ! তাই কেন, হত্যার ইচ্ছায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যদি কেহ হত্যায় অকৃতকার্য্য হয়, তারও রঘুবীরের হাতে নিপীড়ন—বিষম লাঞ্ছনা।

সখা। তাহ'লে বাপ ধর্ম্মরাজ ! আমাকেই কি বেছে বেছে লোকের নিয়ত ক'রে তুল্‌লে ! বেশ, এখন কি ক'রতে হবে ? মাম্‌দো মিঞাকে কি ব'ল্‌তে হবে ?

রঘু। তুমি জাফরের কাছে গিয়ে, বলদেব, ছলিয়া ও আর আর ভীল ভাইদের প্রাণ ভিক্ষা কর।

সখা। ভিক্ষা ! দোহাই ধর্ম্মরাজ ! ওইটী পার্‌বোনা। ও ভিক্ষে আমার কুষ্ঠীতে লেখেনি।

রঘু। বেশ আদেশ,—নরাধমকে আদেশ ক'রো।

সখা। যদি না শোনে ?

রঘু। না শোনে, ভীল-হস্তে আছে তার প্রাণ।

শ্যামলী। যাও সখারাম !

নির্ভয়ে চলিয়া যাও।

শত্রুর বুকের পরে,—

আলোকে, আঁধারে, নিরস্ত্র উলঙ্গ বক্ষে,

নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
বিধি যদি পথরোধ করে,
দিও তারে শুনাইয়া ভীলের কঠিন পণ
অঙ্গে তব আছে আবরণ।
হিমাচল টলে,
তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
জয় জয় তমোময়—
সৃষ্টির সংহাররূপী দেব মহেশ্বর!
এতদিন পরে ভীল ফিরে এসেছে স্বস্থানে।
থাকুক সে সভ্যতার সনে,
হোক জ্ঞানী শত শত জ্ঞানে,
হেন সভ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশে
আছেরে জাগ্রত ভীলপ্রাণ।
হিমালয় টলে, তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
(নতজানু) ভাই—ভাই, দারুণ যাতনা।
শূন্য চক্ষে চাহি চারিধার—
ভাইরে, আলোক ভিক্ষা করি।

রঘু। ভাল যাও, বনপ্রান্তে আছে লোকালয়।
আছে সাধু গৃহস্থ তথায়।
আতিথ্য গ্রহণে, তার ঘরে ক'রো অবস্থান।
বিলম্ব ক'রোনা, এখনি ফুটিবে রবি।
তোদের লইয়ে, আর না আবদ্ধ আমি হইব শ্যামলী!
যাব আমি পিতার সন্ধানে।
চিরসুখী দ্বিজ সদাশয়,

শোকে তাপে শূন্য জ্ঞান,
গৃহশূন্য —পথের পথিক।
তারে আগে আনিব ধরিয়া।

শ্যামলী। কতদিন অপেক্ষায় রব ?

রঘু। সাত দিন ; এই সাতদিন রহ সঙ্গোপনে।
তার পর এসে লব ভার।
যদ্যপি সপ্তাহমধ্যে না দেখ ফিরিতে মোরে,—
তুমি আছ, আর আছে এ তোমার ভার

(পরীবাণুকে শ্যামলীর হস্তে দেওন)

ঊর্দ্ধে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ,
পদতলে অনন্ত ধরণী ;
যেও বোন্, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী সেথা ভগবান,
অবলার মহাবল দাতা।
এস এস ভাই সখারাম !
নারায়ণ ! হীন আমি—
পদ্মপত্রে ভাসে মোর জ্ঞান।
না সহে সমীর-ভর—
কোমল পরশ ত্রাসে কাঁপে থরথর।
বিষম পরীক্ষা কেন প্রভু !
একি ঘোর সমস্যা বিষম !
অন্ধকার —অন্ধকার চারিধার—
আর তো মঙ্গল আমি দেখিতে না পাই।
কোন্ পথে যাই ? ছিল যারা জীবনের আলো,

তারাই নিবায়ে দেছে বাতী। আশাদীপ নির্ব্বাপিত,
অন্ধকার-কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ—
কণ্টকিত, জটিল, বন্ধুর।
এহেন আঁধারে,
আমারে করিতে আকর্ষণ,
বিজলীর মহা প্রলোভন! (ছুরিকা বাহির)
একমাত্র আশাডোর, একটী নির্ভর মোর।
এই ডোর ধরি, যাবি কি শ্রীহরি!
এ পথে কি হারানিধি করিব সন্ধান?

[রঘুবীর ও সখারামের প্রস্থান।

শ্যামলী। কি বলিস্ বোন্? আর কেন পরের অনুগ্রহ ভিখারিণী হ'য়ে থাক্‌বো?

পরী। তাইত, স্বাধীনতা পেলুম, আবার এর দোর, ওর দোর কেন?

শ্যামলী। এই ঘর—যে ঘর ভাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আজ হ'তে এই আমাদের আবাসস্থান।

পরী। আর ওই আমাদের গৃহস্বামী। এসো ভাই, ওই গৃহস্বামীকে রেখে দিন কতক মনের সুখে বেড়িয়ে বেড়াই। অমন রক্ষক থাক্‌তে, আর কারও গলগ্রহ হবোনা।

শ্যামলী। তাহ'লে আয় বোন্! হাত ধরাধরি ক'রে ভ্রাতৃদত্ত এই নূতন গৃহে মহানন্দে দুজনে প্রবেশ করি।

পরীবাণু ও শ্যামলীর গীত।

যাই চ'লে যাই,
বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।
তুঙ্গ জলদ মন্দিরে আকুলি বিজলী সঙ্করে,
ডাকে আয় চ'লে আয় ভাই।
ধ'রে করে করে, আয় ত্বরা ক'রে,
বিরাম লভিতে চলিয়া যাই।
ঢেলে দেবে তারা, সোহাগের ধারা,
মরুতে মরিতে নাহিক চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। এখন কর্ত্তব্য কি?

দেবল। যতক্ষণ না রঘুবীর ধরা পড়ে—

জাফর। চুপরাও কাপুরুষ! তুমিই আমার অগ্রগমনের বাধা। আবার ধরা পড়ে কি! ধরা ত প'ড়লো। শুন্‌লে না—সেনাপতি কি ক'রে এলো? রাজ্য নিষ্কণ্টক।

দেবল। সে সম্মুখ সংগ্রাম, এ গুপ্ত হত্যা।

জাফর। দ্বারে দ্বারে ভীষণ অস্ত্রধারী প্রহরী।—দুর্ভেদ্য দুর্গ,—উপরে, নীচে, দেয়ালে, ঘরে,—সর্ব্বত্রই তারা দিন রাত পাহারা দিচ্ছে, এখনও হত্যার ভয়! এখনও বল—কি করি! সঙ্গী ছিল,

তাই তার সাহস ছিল, বল ছিল ; এখন সে একা। আমার শক্তির তুলনায় কীটানুকীট, তখন আবার ভয় !

দেবল। জনাবের অভিপ্রায় কি ?

জাফর। তার সঙ্গীগুলোকে হত্যা ক'রে আগে নিশ্চিন্ত হই।

দেবল। কিন্তু আগে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে সখারামকে মার্‌বেন না।

জাফর। (স্বগত) তাহ'লে এক কাজ করি। সখার মাকে দিয়েই তার হত্যাকার্য্য সাধন করি। (প্রকাশ্যে) দেখ দেবল, প্রতি-নিবৃত্ত হওয়া এখন অসম্ভব। স্বকার্য্য সাধন ক'রেই যে ভীল আমাদের হত্যার চেষ্টা ক'র্‌বে না, তাই বা কে ব'ল্‌লে ?

(কেরামৎ ও সখার মার প্রবেশ)

কেরা। জাঁহাপনা ! বিবি এসেছে। [প্রস্থান।

জাফর। সখার মা ! আজ আমার একটী মহা শত্রুকে তোমায় নিপাত ক'র্‌তে হচ্ছে।

স, মা। আমি বুঝেছি—সে শত্রু কে ! আমি অবলা—আমি কেমন ক'রে পার্‌বো জাঁহাপনা ? সে রঘুবীর !

জাফর। রঘুবীর নয় বিবি ! সে আমার বন্ধু, সে আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে।

স, মা। তাহ'লে সেই ব্রাহ্মণ, হিঁদুর মেয়ে—ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌বো !

জাফর। ব্রাহ্মণ নয় বিবি, সে বৃদ্ধ অশক্ত—সে আমার কি ক'র্‌বে ?

স, মা। তবে কে ?

জাফর। তোর ছেলে।

স, মা। য়্যাঁ !— (কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতন)।

জাফর। প'ড়লে চ'ল্‌ছে না, উঠতে হবে, এ কাজ তোমাকেই ক'র্ত্তে হবে। মহা পুরস্কার, অবাধ্য সন্তান—তাকে রেখে ফল কি? নাও ওঠ।—মহা পুরস্কার।

স, মা। আমি যে মা! জাঁহাপনা।

জাফর। সেত সুখেরই কথা! মায়ের হাতের বিষ, সন্তান সুখে মর্‌বে, মরণের জ্বালা টের পাবে না।

স, মা। বেশ—দাও।

[সখার মার প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। আর দেরী ক'র্‌ছ কেন মিয়া! সময় যে উত্তীর্ণ হয়। শেষে ছেড়েও দেবে, অথচ প্রাণেও যাবে। সে বেটা ভীল—ছোট লোক.—কথার খেলাপ হ'লে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। কিছু শুন্‌বে না, কোন কথা বুঝবে না। দেরী ক'রো না—যাহ'ক একটা কর।

জাফর। হাঁ সখারাম! রঘুবীর কেমন ক'রে আমার ঘরে ঢুকেছিল ব'ল্‌তে পারিস?

সখা। আমাকে কি এমনিই বোকা পেলে মাম্‌দো মিয়া? রঘুবীর একা, আর তোমার হাজার হাজার সৈন্য, অস্ত্র ধ'রে সঙ্গেই রয়েছে পাঁচ সাত বেটা। তোমাকে রঘুবীরের আস্‌বার কৌশলটা ব'লে দিয়ে, তাকে কাহিল ক'রে দিই—কেমন? তা হ'চ্ছে না মাম্‌দো মিয়া! আমি তোমাকে সুখে রাজত্ব ক'র্‌তে দিচ্ছি না। বেটা ভীলের মনে মনে সঙ্কল্প যে, নরহত্যা ক'র্‌বে না। তাতেই তোমরা আজও বেঁচে আছ। কিন্তু বেটা ভগবানের পাকে চক্রে আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সেছে—যে

সথারামকে হত্যা ক'র্‌বে, যেমন ক'রে পারে সে হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ভীলের প্রতিজ্ঞা অটল। বেটাতে একটু দেবতার অংশ আছে কিনা! কিন্তু হ'লে কি হবে; ও বেটা কাতুর, আমি মাছ; ও বেটা গাড্ডিল, আমি মাত; ও বেটা অংশ, আর আমি পূর্ণ। দশ অবতারের বুদ্ধি, এই সথার মার নন্দনের মস্তিষ্কে বিরাজমান। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—রঘুবীরকে দিয়ে, তোমাদের দফা রফা করাব। শুতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে তোমাদের নাস্তা নাবুদ ক'র্‌বো। এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম দেব না। যে হাত বেটা মানুষের ওপর তুল্‌ব না ব'লে সংকল্প ক'রেছে, সেই হাত আমি তোমাদের রক্তে রঞ্জিত ক'র্‌বো।

জাফর। তুই কি ঠাওরেছিস্? যে ব্যক্তি গভীর রজনীর সহায়তায় চোরের মতন একজনের গৃহে প্রবেশ করে—তাকে নিরস্ত্র দেখে, বীরত্ব প্রকাশ করে—তার ভয়ে আমি নীরবে তোর মতন বাঁদীর বাচ্ছার অত্যাচার সয়ে থাকৃবে?

সথা। কেন সইবে? একি মানুষে সয়? তুমি নবাব! আর আমি কে—কত তুচ্ছ কীটানুকীট—আমি অত্যাচারের নাম শুন্‌লে রেগে কাঁই হ'য়ে উঠি; তুমি সইবে কেন? আর যদি সও, তাহ'লে বুঝবো—তুমি বাঁদীর বাচ্ছারও অধম।

জাফর। এইও উল্লু! মু সামালকে বাত কহো।

সথা। তাহ'লে বুঝবো—তোমাকে উত্তেজিত ক'র্ত্তে হ'লে, একটু বিশেষ রকমের উদ্‌যোগ আয়োজন চাই। কেন না, আমি চাই তোমার মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু আমার মৃত্যু দিয়ে কিন্‌তে হবে। সেই জন্যই মাম্‌দো মিয়া!—তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

জাফর। তুই তুচ্ছ পদার্থ, তোকে মেরে হস্ত কলুষিত ক'র্‌বো কেন?

সখা। ক'র্‌তেই হবে, নইলে আমিই বা তোমাকে ছাড়বো কেন? যদি না হত্যা কর, তাহ'লে তোমাকে বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হবে। নরহত্যা ক'র্‌তেই জন্মগ্রহণ ক'রেছ, এ অধম বাঁদীর বাচ্ছাকে মেহেরবাণী ক'র্‌তে দোষ কি? নবাব! গুজরাটের ভাগ্য-বিধাতা! আমায় মৃত্যু দাও। নইলে এই দাড়ী না ধ'রে—

জাফর। এই—এই—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এইও—এইও—

সখা। এই পয়জার না খুলে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ—(সখারামকে ধারণ) জনাব! হুকুম।

জাফর। যাও, এই কম্‌বক্তকে নিয়ে গিয়ে, বামুনের ছেলে যে ঘরে আছে, সেইখানে আবদ্ধ রাখ। যা বেইমান! সঙ্গে যা। আমি তোর মৃত্যুর বেশ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সখা। আঃ—তা'হলে বাঁচাও মিয়া!

জাফর। ব্যস্ত কেন? এই যে হ'চ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ—সব ভীল পলাতক!

জাফর। সেকি! কি ক'রে হ'ল—কি ক'রে পালাল?

সখা। হাঁ—হাঁ—তাহ'লে পয়জার! একটু ঘন ঘন সঞ্চালিত হও।

জাফর। সব গেছে?

দূত। হাজত ঘর খুলে দেখা গেল—কেউ নেই। ছাত ফুঁড়ে সেইখান দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

জাফর। কেউ নেই?

দূত। সুধু বামুনের ছেলে আছে। তাকে অন্য স্থানে রেখেছিলুম।

জাফর। গেছি না যেতে আছি—তাহ'লে মার্—বামুনের ছেলেকে মার্—এটাকে মার্—যাকে পাবি তাকে মার্—

সখা। তাহ'লে মার্—কেবল মার্—হাত ঘন ঘন চল্—পয়জার পট পট খেল্।

(বিষপাত্র হস্তে সখার মার প্রবেশ)

দেবল। হাঁ—হাঁ!—ওর মা এসেছে।

জাফর। বেশ, এই নে তোর ছেলে—দেরি ক'র্‌লে মেরে ফেল্‌বো। এস দেবল,—তোম্ চলা আও।

[দেবল, জাফর ও দূতের প্রস্থান।

স, মা। বাপ সখারাম!

সখা। কেও—মা? কখন এলি মা? একি! তোর এ বেশ কেন? মুখে কালিমা কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন মা!

স, মা। বাবা, বিষের জ্বালা ধ'রেছে। এতকাল যে মহাপাপ ক'রেছি, এতদিনে তার ফল ফ'লেছে। বাপ! মাকে ক্ষমা কর্।

সখা। একি মা—হাতে তোর কি?

স, মা। বিষের বাটী।

সখা। সেকি!—আত্মহত্যা!

স, মা। আত্মহত্যার জন্য এ বিষ নয়—পুত্রহত্যার জন্য।

সয়তানের কাজ ক'রেছি—সয়তান পুত্রহত্যা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে—স্বহস্তে এই বিষ তোর মুখে দিতে ব'লেছে।

সখা। বেশ, দে! এ সংসারে কে কার? নরাধম নিজে আমাকে হত্যা ক'র্‌তে সাহস না ক'রে, মায়ের ওপর ভার দিয়েছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মা মৃত্যু দে! পুত্রহত্যা হবেনা—দেশ রক্ষা হবে। জাফর যাবে—দেবল যাবে; গুজরাট থেকে পাপ পালাবে—পুণ্য হবে। প্রায়শ্চিত্ত—দে মা—সন্তানকে বিষ দে। নামে হলাহল, কাজে সুধা। দে—শীঘ্র দে।

স, মা। তোকে দেব? পিশাচী ব'লে কি আমাতে পুত্রস্নেহ নেই। তুই আদরের নিধি, তোকে বিষ দেব? আমি নিজে খাব!! বড় পিপাসা—বড় পিপাসা!! জলের পিপাসা নয়—বিষের পিপাসা। (বিষপান) (প্রস্থান)

সখা। নারায়ণ! মধুসূদন! করুণাময়! নারী জ্ঞানহীনা, দয়া ক'রো—মাকে আমার, চরণে আশ্রয় দাও। যা মা চ'লে যা—এখানে মরিস্‌নি—তোর দেহ স্পর্শ ক'রে এস্থান পবিত্র হবে—জাফর রক্ষা পাবে। চ'লে যা।

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

১ম, ঘা। যেতে দেবে কে? চ'লে আয় কম্‌বক্ত! দে বেটী—বিষ দে।

সখা। তবেরে বেটা! (চপেটাঘাত) আমার সমস্ত ক্রোধ তোদের ওপরই খরচ ক'ল্লুম। (মল্লযুদ্ধ)

স, মা। ছেড়ে দে—আমার ছেলেকে ছেড়ে দে পিশাচ!

(পতনোন্মুখী)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। ছেড়ে দে নরাধম—ওদের ছেড়ে দে—আমাকে হত্যা কর্।

সখা। পড়িস্‌নি মা,—এখানে পড়িস্‌নি। ধ'রে থাক্—আর একটু প্রাণ ধ'রে থাক্। পালা—পালা—

১ম, ঘা। নেরে ভাই—ওটাকেও টেনে নিয়ে আয়।

বল। রঘুবীর—ভাই রঘুবীর! সহস্র অত্যাচারীর দমন ক'রেছো, কিন্তু তোমার কার্য্য ক'র্‌তে এসে আজ একজন নিরীহ কিরূপ অত্যাচারিত হ'চ্ছে দেখবে এসো, আজ শেষ দিন। বলদেব ঘাতকের হাতে আজ প্রাণ দিলে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।



প্রান্তর।

অনন্তরাও।

অনন্ত। কেবা স্থির, কে গম্ভীর, এত যাতনায়
কার মুখে না পড়েরে যাতনার লেখা?
কার বুক আঘাতে না ভাঙ্গে নারায়ণ?
সব গেল! আমার বলিতে এ সংসারে
এক প্রাণী প্রাণে না রহিল,

ভেঙ্গে গেল সোণার সংসার !
দূর হরে চিন্তা পাপীয়সি !
বিপর্য্যস্ত পাষাণ অন্তর !
আর কেন ?

(রঘুবীর প্রবেশ)

রঘু। কোথা যাও উন্মাদ পথিক ? হ'ল দিবা
অবসান। কোন্ বুকে ঢুকেছ প্রান্তরে ?
কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন। ফিরে যাও,
ফিরে যাও। এখনি ভাসিয়া যাবে ধরা।
স্থান হেথা পাবেনা প্রবীণ, ফিরে যাও—
ফিরে যাও। অট্টহাসে হাসে কাদম্বিনী।
ভীষণ মেদিনী মূর্ত্তি আঁধার আলোকে
মেঘনাদে কাঁপে বসুন্ধরা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া প'ড়ে এখনি মাথায়
ভূমিসাৎ করিবে তোমায়। ফেরো, ফেরো !!

অনন্ত। কেও—রঘুবীর ?

রঘু। পিতা !—পিতা ! তুমি !
এই কি তোমার বেশ !
এই কি তোমার স্থান !

অনন্ত। দেখ রঘুবীর !
কেমন সুন্দর অন্ধকার !
দেখ্ রঘু, স্মৃতি যদি চাস্ লুকাইতে,
ডুব দেরে এ ঘোর আঁধারে !

রঘু। ছেড়ে চল এ ভীষণ স্থান!

অনন্ত। এ ভীষণ স্থান? কে ব'লেছে? মিথ্যাবাণী।
ধূ ধূ করে ধরা, জন-প্রাণী নাই—
মানুষে আসেনা হেন কালে,
নরে যেথা রয় বাপ,—
সে হ'তে কি এস্থান ভীষণ?

রঘু। চল ফিরে, পায়ে ধরি, চল পিতা ফিরে।

অনন্ত। কোথা যাব? সে ঘোর জঙ্গলে?
নর-ব্যাঘ্র যথা করে বাস?
রঘুবীর, অপঘাতে মরি,
হেরি ক'রিবি কি ব্রত উদ্যাপন?

রঘু। পুত্র-কথা চিরকাল রেখেছো ধীমান্।
শেষ কথা রাখ, মোর আকিঞ্চন।

অনন্ত। ফিরে যেতে সেধোনা সেধোনা আর।
সে পাপ সংসার——
ফিরে যেতে ব'লোনা—ব'লোনা।

রঘু। ফিরে চল—শেষ ভিক্ষা!

অনন্ত। গেছে যারা, যাক্ চ'লে তারা।
ধর্ম্মপথ র'য়েছে প্রসার।
পুত্র কন্যা কার? ছাড়—
চ'লে যাই জীবনের পথে।

রঘু। বড়ই ভীষণ পরিণাম।
কোন প্রাণে এ বিপদে ছাড়িছে তোমায়!

অনন্ত। চিরদুঃখী দুঃখেই সুখের স্বাদ পায়,

তাই আমি পেয়েছি সন্তান !
আশার রাজত্বে আর যাবনাকো ফিরে।
শোন্ রঘু, ফিরে যেতে নাহি চাই।
যদি মরি এ আঁধার রাতে—
যদি মরি নির্জ্জন প্রান্তরে—
যদি শিরে হয় বাপ অশনি সম্পাত—
বড় সুখে ছাড়িব পরাণ।
ছাড় পদ রঘুবীর—
প্রভু তব শেষ ভিক্ষা চায়।

রঘু। রঘুবীর মরিবে যখন, যেথা ইচ্ছা
যেও সেথা—কেহ এসে করিবে না মানা।
বলদেবে করিয়া উদ্ধার—প্রাণসমা
ভগিনীর ধর্ম্মপ্রাণ রেখে মানে মানে
সমর্পিয়া তোমার শ্রীকরে,
যদ্যপি নিশ্চিন্ত পারি বসাতে তোমায়,
তবেই ছাড়িবে দাস।

অনন্ত। ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র কীট !
এখনও এত আছে আশা !

রঘু। (সহসা উঠিয়া) ঊর্দ্ধে নারায়ণ, তুমি জনক আমার,
ছুঁয়ে শ্রীপদ তোমার,
রঘুবীর করে অঙ্গীকার—
শোন পিতা, শোন শোন—
বলদেবে করিব উদ্ধার,
আশ্রিতা নবাব-কন্যা—

অদ্যই সঁপিব তব করে।
পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে,
পুত্র কন্যা লয়ে প্রাণ ভয়ে
পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,
দুরাত্মা জাফর শূন্য করিব সংসার।
লৌহস্তম্ভ চারিধারে,—বজ্র সৌধ শিরে
লক্ষ লক্ষ প্রহরীর মাঝে যদি রয় সে পামর,
সেথা হ'তে আনিব টানিয়া।
বুক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,
মুণ্ড ছিঁড়ে দিব পূজা কালী-পদতলে।

অনন্ত। স্থির হও – স্থির হও।

রঘু। ভীল নহে মায়ের সন্তান।
শিশু ভীল সিংহ মেরে খায়—
জান পিতা! ভীল শিশু সিংহ মেরে খায়।
মত্ত মাতঙ্গের সনে করি ভীম রণ,
দন্ত তার করি উৎপাটন—
আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।
করী-গ্রাসী ভীম অজগর—
ভয়ে যার বনচর কাঁপে থর থর,
হেলায় দলিয়ে তারে
ভীল শিশু করে শিশু-খেলা।

অনন্ত। চল্ চল্—যেথা যাবি যাব তোর সনে।

রঘু। কর তবে অঙ্গীকার—
আর যেন খুঁজিতে না হয়।

অনন্ত। তোরে ফেলে যাব নাকো আর।

রঘু। করিয়াছি পরীর উদ্ধার।
অবশিষ্ট—বলদেব।
তাহারে ফিরাতে—দূতরূপে সখারামে ক'রেছি প্রেরণ।
দুর্ব্বল বুঝিয়া মোরে দুরাত্মা যবন—
বুঝি, দূতের ক'রেছে অপমান।
অতিক্রান্ত অষ্টম প্রহর, ফিরিল না সখারাম।
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ—
আর না থাকিতে পারি প্রভু!

অনন্ত। সহস্র প্রহরী তার, দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়—
নিরস্ত্র বান্ধবহীন তুমি, রঘুবীর!
কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে—তুই মোর
জীবন সাধন,
তুই মোর প্রাণ-পোরা ধন,—
তোমার অস্তিত্বে মোর অস্তিত্ব নির্ভর।
রক্ষা কর্ রঘুবীর!
ফিরে আয়, কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে।

রঘু। আশীর্ব্বাদ কর মহামতি! আর আমি
নই প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান।
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তার।
শুধু মাত্র অভ্যস্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন মূরতি,
ফিরাতে পাপের গতি,
করিতে ধরার ধ্বংস,—

শূলী শম্ভু শিয়রে আমার।
সংহার—সংহার !—
হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসী অসিত-বরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানব-দলনী।
দেখ দেখি (বস্ত্র উন্মোচন ও সশস্ত্র ভীলবেশ প্রদর্শন)
চিনিতে কি পারহে ব্রাহ্মণ?

অনন্ত। একি মূর্ত্তি? রঘুবীর!—রঘুবীর!—

রঘু। রঘুয়া! রঘুয়া! রঘুবীর নহি আর।
পিতা! ম'রে গেছে রঘুবীর।
মৃত প্রাণ তার, মল ভরা পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি।
রঘুয়া কণ্টক তরু উঠেছে সেথায়।
তীব্রফুল গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী।
এস দ্বিজ লইতে আঘ্রাণ। [বেগে প্রস্থান।

অনন্ত। ফের্—রঘুবীর—ফের্—পুত্র চাই না—কিছু চাই না—ফের্।

(ডুলিয়া, মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

ডুলিয়া। প্রভু—প্রভু!—মহারাজ কই?

অনন্ত। ফেরা ডুলিয়া, ফেরা মন্নু—ওরে ফিরিয়ে আন্—রঘুবীর উন্মাদ দস্যু হ'য়েছে—একা ছুটেছে।

[অনন্তরাওয়ের বেগে প্রস্থান।

মন্নু। জয় কালী! জয়কালী!

ভীলগণ। জয়কালী— [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগারের সম্মুখ।

ছুলিয়া ও রঘুবীর।

ছুলিয়া। মহারাজ! এই সেই কারাগার।

রঘু। এই কারাগার?—শরীর কাঁপিছে ঘন ঘন।
এক পদ আগুসরি যাই, আর মোর সাধ্য নাই—
যারে—যারে—ছুলিয়া আমার!
দেখ চেয়ে কারাগার পানে,
দেখ বেঁচে আছে কি সে জীবনের ভাই,
দেখ দেখ কোথা আছে সখারাম—
মহাপ্রাণ—পরের কারণে
স্বাধীনতা দেছে বিসর্জ্জন।

[ছুলিয়ার অন্তরালে গমন।

কালী—কালী! কুল দে মা, কুল দে শঙ্করী!
প্রাণ ছুটী ফিরে যেন পাই,
জবাপুষ্প রাগ রঙ্গে রঞ্জিত এ কর
এখনো মা ভিজে নাই মানব-শোণিতে।
রক্ষা কর দয়াময়ী! এখনো মা ফিরে দে সন্তানে।
পরীর উদ্ধারে যদি করিয়াছ দয়া,
তবে কেন বল মহামায়া—অসম্পূর্ণ রাখিবি আশায়।
ভাই! পেলে কি সন্ধান?

(তুলিয়ার প্রবেশ)

তুলিয়া। একি হেরি মহারাজ! বাক্‌শক্তি রুদ্ধ মম!!
কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!!

রঘু। কি কহ তুলিয়া?

তুলিয়া। শোণিত সাগরে ভাসে অঙ্গ কার?
হের সখারাম অনন্ত শয়নে।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে
মৃত সখারাম।)

রঘু। স্বর্গধামে যোগ্য স্থানে যাও মহাত্মন্!
নমস্কার তোমার আত্মায়। কোন্ ভূলে
দিয়াছিলে এ পাপ সংসারে শ্রীচরণ?
আসা মাত্র বুঝেছিলে উত্তাপের জ্বালা।
আর কেন বিলম্ব তুলিয়া, খুঁজে দেখ্
কোথা আছে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমার।

[তুলিয়ার প্রস্থান।

বুঝিয়াছি পরিণাম এইরূপ তার!!
মহানল জ্বলিল চৌদিকে—
কেহ গেছে কেহ যাবে সে ঘোর অনলে।
রঘুবীর সে অংশের অনন্ত আহুতি!
অপরাংশে কে পুড়িবে নিয়তি রাক্ষসী?
দূরে ব'সে সর্ব্বধ্বংস ক'রিবি দর্শন—
এই, কি লো সাধ তোর মনে?

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। মহারাজ!
নির্ম্মূল সকল আশা—ভাই নাই—হের,
সুকুমার দেহ তার গতপ্রাণ প'ড়ে ধরাতলে।

(পটপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত বলদেব)

রঘু। মৃত্যুর নিথর কোলে লইতে বিশ্রাম
ছুটিয়াছে বলদেব।
মরণের তীব্র সুধা আকণ্ঠ করিয়া পান,
সঙ্গে সখারাম।—শুধু তাই নয়।
ঢুলিয়া, সকলি গেল। সপ্তাহ সময় মাত্র
দিয়াছিনু তারে।
সপ্তাহ সময় মাত্র নিয়েছে শ্যামলী—
সেকি আর আছে?—কই, কোথা আছে?
কোথা মোর প্রাণের ভগিনী? না না—
দেখ্ দেখ্ দেখ্রে ঢুলিয়া! ওই দেখ্
সুমহান্ কাল সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে
অগণ্য সপ্তাহ-বিম্ব মিলাতে ছুটেছে অবিশ্রাম।
দেখ ভাই!
তরঙ্গের শিরে প্রতিবিম্বে ফুটিয়া ফুটিয়া
ঢেলে দেছে সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার আলো।
দেখ্ দেখি কি শোভা ঢুলিয়া! ওই হোথা
সহস্র সৌন্দর্য্যময়ী অপ্সরার রাণী,
পরীবাণু, শ্যামলীরে র'য়েছে ঘেরিয়া।

হুলিয়া। মহারাজ! শত্রুপুরী।
এখনও জীবিতা আছে নবাব-নন্দিনী,—
সে প্রাণের তুমি আবরণ।
ধরি হে চরণ—ভিক্ষা দাও,—
এ অভেদ্য বজ্রবর্ম্ম কিঙ্করে তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি এসেছি হেথায়,
অদ্য রাত্রে শিক্ষা দেবো দুরাত্মা জাফরে।
যদি নাহি পারি, যদি আজ পাপ কণ্ঠ
মিথ্যাবাক্য করে উচ্চারণ,—
হস্ত পদ পোড়াব অনলে।
বিষ ঢেলে হলাহল গলে।
গুরুর নিষেধ বাক্য তুলিব না কাণে।
রঘু। বেশ, ভাঙ্গি আমি কারাগার দ্বার,
দুইজনে লও উঠাইয়া। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগারের প্রান্তভাগ।

(মন্নু ও ফাঁস হস্তে ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। হুঁসিয়ার,—খবরদার! রঘুয়া মহরাজ, গারদ ভেঙ্গে বলদেব ও সখারামকে উদ্ধার ক'র্‌তে গেছে; আমাদের কাজ আমরা করি আয়! শব্দ শুনে দলে দলে সেপাই আস্‌ছে। সাবধান!

ওর এক শালাও যেন না কেরে ! চুপে চুপে নিঃসাড়ে গলায় ফাঁস্‌টী লাগাবি আর টান্‌ দিবি। দেখিস্‌ যেন চোঁ শব্দটী না ক'র্‌তে পারে। পাশের লোক যেন জান্‌তে না পারে। ফাঁস্‌ লাগা—টান্‌ মার্‌—আর গাদা কর্‌। [সকলের প্রস্থান।

(সশস্ত্রে প্রহরীগণ ও কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। কই, কিসের শব্দ ! মিছে কথা ! যেখানে কেরামত, সেখানে শব্দ ! মিছে কথা ডাকাত—কোথা ডাকাত ? আমার ওপর কি হুকুম হ'য়েছে জানিস্‌ ?

১ম, প্র। না হুজুর !

কেরা। ডাকাতের দলকে জবাই করা। যেমন বেটাদের হাতে পাব, অমনি এক একটী ক'রে না ধ'রে, টুঁটীটী টিপে, ছুরী খানা না জুত সই ক'রে গলায় বসিয়ে, এই এমনি ক'রে আড়াই পোঁচ ; বস্‌ কাম ফতে !

১ম, প্র। হুজুর ! কে হাজৎখানার দোর ভাঙ্‌ছে !

কেরা। য়্যাঁ, সেকি ! এর ভেতর, এত কড়া পাহারা—তার ভেতরে—বড় বড় পাঁচিল—তাই ট'প্‌কে ! ঝুট্‌ বাৎ।

[নেপথ্যে পুনঃ শব্দ ও প্রহরীগণের পলায়ন।

(ভীলগণ ও মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। এই যে !

কেরা। য়্যাঁ ! য়্যাঁ ! তুমি কে ?

মন্নু। একজন ডাকু। নরাধম ! অবলা পেয়ে বল প্রয়োগ ক'ত্তে যাও ? নিঃসহায় কুলকামিনীকে ধ'রে আন্‌তে পার,—তোমার বীরত্ব ওরা কি বুঝ্‌বে ? নাও এসো, কাটা হাত পা ছট্‌ ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমার কেরামতীটা একবার বোঝাবে, এস !

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই!

মন্নু। যারা তোমার কেরামতী বুঝ্‌বে, তারা কোথায় একবার দেখ্‌বে? ঐ দেখ, ওইখানে গাদা প্রমাণ হ'য়ে জমে আছে।

কেরা। য়্যাঁ! তাইতো—তাইতো! দোহাই বাবা! মেহের-বাণী—মেরো না—মেরো না।

মন্নু। তোমার অদৃষ্টে আর অমন সুখের মরণটা হ'ল না। তুমি ভীলরাণীর অঙ্গে হাত তুল্‌তে গিছলে, অকথ্য কথা ব'লেছিলে;—তোমার হাত, তোমার জিবকে, আগে জবাব্‌ দিহি ক'র্‌তে হবে, তারপর তোমার জান্‌! যাও—লে যাও!

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই।

[কেরামৎকে লইয়া ভীলগণের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

মন্নু। মহারাজ! খবর? বলদেব ভাই আর সখারামের কি উদ্ধার হ'য়েছে?

রঘু। উদ্ধার হ'য়েছে। কিন্তু শুধু তাদের দেহ পেয়েছি। প্রাণ পাইনি।

মন্নু। হা ভগবান!

রঘু। শোন! এ শোকের সময় নয়, কার্য্যের সময়। পিশাচকে দুনিয়া থেকে যেমন ক'রে হোক সরাতে হবে। আগে কার্য্য শেষ, তারপর শোক। কি ক'র্‌বো—আমার অদৃষ্ট, পাল্লুম না—সময়ে উপস্থিত হ'তে পাল্লেম না। ভাই গেল,—সব গেল, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

মন্নু। জয় ভবানী! জয় ভবানী!

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। ভয় কি! কাপুরুষের মত বিপদে আত্মহারা হও কেন? স্থির হ'য়ে বল। বাড়িতে কি ডাকাত প'ড়েছে?

দেবল। প'ড়েছে! প'ড়েছে কই, পিল্ পিল্ ক'রে দেয়ালের ফাটল থেকে গজিয়ে উঠেছে। সব গেল! এতক্ষণ বুঝি সব গেল! হা ভগবান! সব গেল!

জাফর। আমার কাছে যখন এসেছ, তখন ভয় কি দাওয়ান! স্থির হও—আমায় বুঝ্‌তে দাও!

দেবল। ভয় তো নেই—ভরসাই বা কই! চোরকুটুরীতে শুই, সেখানেও যখন ডাকাত ঢুকেছে, তখন আর ভরসার আছে কি জাঁহাপনা! ভাগ্যি সেখানে ছিলুম না! নইলে তো গিয়েছিলুম! (নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো!)

জাফর। বস্—আর ভয় কি! ওই আমার সৈন্য সকল জাগরিত, এখনি ভীলকুলের উচ্ছেদ হবে। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনি দেখ্‌বে—ডাকাতের দল ধৃত হ'য়ে আমার নিকট আনীত হ'য়েছে।

(বিষণের প্রবেশ)

দেবল। এই যে—এই যে; কি খবর বিষণ? ভীলগুলোর সংবাদ কি?

বিষণ। সংবাদ আর কি! নির্ভয়ে এখানে সেখানে—রাজপথে—অলিতে গলিতে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জাফর। আর আমার অস্ত্রধারী দিগ্বিজয়ী সৈন্য সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে?

বিষণ। দেখবার আর বড় অবকাশ দিচ্ছেনা।

জাফর। দূর হও সম্মুখ থেকে কাপুরুষ! নইলে এখনি শির জুদা হবে।

বিষণ। শিরের ভয় আর রাখিনা জাঁহাপনা! শির যাবার হ'লে এতক্ষণ যেতো, তোমার পুরুষত্বের অপেক্ষা ক'র্‌ত না। জাঁহাপনা! পার ত নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা কর; পরের মাথার দিকে লক্ষ্য ক'রোনা। নইলে আজকের প্রভাতসূর্য্য আর জাফরের মাথায় কিরণ বর্ষণ করবেনা।

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই!

দেবল। য়্যাঁ—ভয় নেই।

(ছদ্মবেশে মন্নু ও কতিপয় ভীলের প্রবেশ)

মন্নু। কই জাঁহাপনা? ভয় নেই—রঘুবীর ধরা প'ড়েছে।

জাফর। য়্যাঁ—রঘুবীর ধরা প'ড়েছে?

মন্নু। একেবারে গ্রেপ্তার!

জাফর। বস্—আর কি, আমি নির্ভয়। তাহ'লে (বিষণকে দেখাইয়া) এই কাফেরকে আগে কোতল কর।

মন্নু। যো হুকুম! এই ভাই—এস্‌কো লে যাও (জনান্তিকে) একে কোতল ক'রোনা—মহারাজের হুকুম।

বিষণ। পিতা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আমার শাস্তিতে তোমার যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

[জনৈক ভীলের বিষণকে লইয়া প্রস্থান।

জাফর। আচ্ছা—একেও নিয়ে যাও।

মন্নু। ওকে আর আলাদা নয় জাঁহাপনা—ওকে তোমার সঙ্গে—

জাফর। য়ঁ্যা—সেকি! তার মানে কি?

মন্নু। তার মানে বুঝতে পার্‌লেনা জাঁহাপনা? আমরা যে তোমার বাবাকেলে নকর।

জাফর। কে তোরা?

মন্নু। এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ) পাছে পালিয়ে যাও কিম্বা আত্মহত্যা ক'রে আমাদের হাতের সুখ নষ্ট কর, তাই এ কাজ ক'রেছি।

জাফর। য়ঁ্যা, য়ঁ্যা!

মন্নু। যাও—সয়তানকে লে যাও!

দেবল। হ্যাঁ বাবা, নে যাও। দেখ বাবা, বিনাদোষে সয়তান আমার ছেলেকে মেরে ফেল্লে।

মন্নু। তুমিও চল। সয়তানীতে তুমিও কম নয়।

দেবল। এই যে পা বাড়িয়ে র'য়েছি, চলনা বাবা! বাবা, এক মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হ'য়েছি! ম'র্‌তে আর ভয় নেই। চল—যেথায় নিয়ে যাবে শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। আঁধারে ঢেকেছে অন্ধকার। অন্ধকারে
আঁধারে আঁধারে কোলাকুলি। অমানিশা
ভুলেছে আপন। অস্তিত্ব ডুবিয়া যারে—
মানবত্ব মিশে যা আঁধারে। সাধ ক'রে
বিধাতা আপনি, র'চেছে অশীতিলক্ষ
প্রাণী। আত্মরক্ষা ধরম সবার। পাপ
পুণ্য সেখানে কোথায়? পাপ পুণ্য নাহি

দেবতায়। শুধু কি মানুষ অপরাধী?
ছলনায় স্বরগের ভিত্তির স্থাপন।
ছলনায় দানব নিধন। বৃত্তাসুর
রাবণ ত্রিপুর সুন্দ উপসুন্দ ভাই—
সমস্ত ম'রেছে ছলনায়। মহাবল
বলি মহামতি— ধার্ম্মিকের শিরোমণি—
দাতার অগ্রণী, পশিয়াছে রসাতলে
বিধির ছলনে। তবে হায়! উচ্চ আশা
কি হেতু আমার। মার্ রঘু—শত্রু মার্।
সংহার বিধির লীলা। লীলাময়ী চির-
সংহারিণী। কুটিল সুনীলকেশী কাল-
রূপা কালী শবাসনা নৃমুণ্ড-মালিনী—
সংহারে আনন্দময়ী। বিলোল রসনা
আছে ব্যগ্র ভক্ষিতে সংসার। মার্ রঘু—
শত্রু মার্। শাস্ত্রকথা চিন্তার সময়।
কার্য্যে কোন্ মূর্খ শাস্ত্র মানে? ভোগসুখ
কেনা করে অন্বেষণ? ভোগ-ইচ্ছা কভু
ক্ষুদ্র, কভু মহা ধর্ম্মের পতন। মার্—
যে যেখানে আছে, তুলে দেরে ভোজালির
মুখে। বীজকণা রাখিবনা। বিষফণা
তুলিতে দিবনা। বুঝিয়াছি প্রাণে রাখা
অধর্ম্ম আমার।

(জাফরের কেশ ধরিয়া তুলিয়ার প্রবেশ)

তুলিয়া। মহারাজ! অধিকৃত গুর্জ্জর-আসন।

আর এই সেই শয়তান—গুজরাটের
সে মহাত্মা নবাবের আসন-তস্কর।

রঘু। ধ'রে থাক দুরাত্মারে সম্মুখে আমার।
শোন্ নরাধম! এ জীবনে দেবতার
করিতে তর্পণ, মনিবের ভৃত্যকার্য্য
করিতে সাধন, উপাদান ফুল ফল ল'য়ে,
এতদিন যে বাহু রাখিয়াছিনু তুলে,
ব্রতভঙ্গে—প্রথম জীবনে ব্রতভঙ্গে,
প্রাণের যাতনে, একমাত্র দেখি প্রতিকার,
একমাত্র শান্তি যাতনার—
এ বাহু পিশাচ-রক্তে করিব রঞ্জিত।

জাফর। দোহাই! দোহাই! ক্ষমা কর রঘুবীর!
একদিন তুমি মোর রেখেছিলে প্রাণ,
পায়ে ধরি, দাও প্রাণ, ক'রোনা হরণ।

রঘু। ক্ষমা (হাস্য) ক্ষমা কি জাফর! নর্ম্মদার কার্য্যে
বাধা দিয়ে, এতদিন ধর্ম্ম সঙ্গে
সেধেছি শত্রুতা; গুর্জ্জরের অধিবাসী
দিবানিশি উৎপীড়িত তোর অত্যাচারে,
ঊর্দ্ধ কৃতাঞ্জলি পুটে বিধির নিকটে
নিত্য তোর মৃত্যু ভিক্ষা করে। তাই স্মরি
দিবস শর্ব্বরী জ্বলে যায় প্রাণ মোর
অনুতাপানলে। নর্ম্মদার আবেদনে
বিধাতা যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে আমায়।
মর্ম্ম ছিঁড়ে, বলদেব সখারাম সনে

আমার সকল আশা গিয়েছে অকালে।
আজি প্রায়শ্চিত্ত তার জীবন তোমার—
আমার এ ধৃষ্টতার যোগ্য বিনিময়।
সময় উত্তীর্ণ হয়। জাফর প্রস্তুত হও,
স্মর ইষ্টদেবে।

জাফর। দোহাই! দোহাই! (রঘুবীর কর্ত্তৃক হত্যা

ঢুলিয়া। মহারাজ! কার্য্য শেষ! ম'রেছে পিশাচ।
তারপর?

রঘু। তারপর! তারপর কি বলি ঢুলিয়া!
বলিতে হৃদয় কাঁপে, জড়তায় বাক্যশূন্য
রসনা আমার। তোদের সন্ধানে যেতে
সঙ্গী শূন্য নিরাশ্রয় পরীবাণু ভার
সঁপেছিনু ভগিনীর করে। দিয়াছিনু সপ্তাহ সময়।
যদ্যপি সপ্তাহ মধ্যে না দেখে
ফিরিতে মোরে, আশ্রয় লইতে
ওই ঊর্দ্ধে মহাপথ দিছি দেখাইয়ে।
সপ্তাহ চলিয়া গেছে। ঢালিয়া আঁধার
সান্ধ্য সূর্য্য চ'লে গেছে ধরণীর পারে।
শক্তি যদি থাকে ভাই,
ধরণী ভেদিয়া যাও পরপারে;
ভাস্করে শুধাও ভাই, সে বলিয়া দেবে—
কোথায় শ্যামলী।
তার কাছে আছে ন্যস্ত গুর্জ্জর-কুসুম।
আর প্রশ্ন ক'রোনা আমায়, পার যদি

ধ'রে আন, সিংহাসনে করহ স্থাপন।
শ্যামলী—শ্যামলী! ভিক্ষা দাও জনার্দ্দন!
ভিক্ষা দাও মা শঙ্করী, দাসীরে তোমার।

[প্রস্থান

তুলিয়া। ভগবান্! গুরুপদ করিয়া স্মরণ
আজ্ঞা-মন্ত্রে করিয়াছি তব উপাসনা।
ভিক্ষা ঘৃণা পদতলে দলিছে কামনা।
দয়াময়! এ মোর প্রথম ভিক্ষা, এই
ভিক্ষা শেষ। কর্ম্ম যুদ্ধে জীবন সঙ্গিনী,
ক্লান্ত দেহে আরাম দায়িনী,
সর্ব্বনাশী—সর্ব্বস্ব আমার
অসাক্ষাতে মিলাইয়া যদি যায় প্রভু!
ধ'রে রাখ—ধ'রে রাখ,
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিয়া
ক্ষণ তরে বেঁধে রাখ মিনতি আমার।

(দেবলকে লইয়া মন্নুর প্রবেশ)

ভাই মন্নু! ছিঁড়ে লও মুণ্ড দুরাত্মার,
শীঘ্র কর মুণ্ডশূন্য দুরাত্মা দেবলে,
প্রাণ—লয়ে কালীপদে দেবো উপহার।

সপ্তম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য বনপ্রান্ত।

অনন্তরাওয়ের চিতা প্রজ্বলিত।

(ভগ্নকাষ্ঠ স্কন্ধে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। যাও পিতা—শান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাও! সংসারের সমস্ত জ্বালা তোমার আদরের কন্যার স্বহস্ত, প্রজ্বলিত চিতানলে নির্ব্বাপিত হ'য়েছে—নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাও! সহস্র জাফরেও তোমার বিশ্রামের আর ব্যাঘাত ক'র্‌তে পার্‌বে না! ব্রাহ্মণ! আজীবন জ্ঞানের সেবা ক'রে শেষে উন্মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ—উন্মত্ততা বড় আদরে তোমার বিশ্রামের অতি সুন্দর—অতি মধুর—ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকৃষ্টা হ'য়ে তোমার পত্নী আর শ্যামলী প্রসাদ পাবার লোভে ছুটেছে—নাও পিতা, তাদের কোলে তুলে নাও—তোমার ঐ শান্তিময় বিশ্রামাগারের এক কোণে তাদের একটুকু স্থান দাও—তারা বড় শ্রান্ত! কিন্তু মা শঙ্করী! একবার কি তাকে শেষ দেখা দেখতে দিবিনি? দোহাই মা—একবার দেখা! ঢুলিয়া! ঢুলিয়া! এ-সময় কোথা তুই?

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। এই যে—এই যে! জয় কালী! জয় শঙ্করী! মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। কেও ঢুলিয়া?

ঢুলিয়া। একি শ্যামলী! চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? একি রাঙ্গাবউ! কাঁধে কাঠ কেন?

শ্যামলী। কাঠখানা আগে ধর্—ভাইকে ডাকিস্ নি।

(তুলিয়া কর্ত্তৃক কাষ্ঠ গ্রহণ ও শ্যামলীর তুলিয়াকে প্রণাম)

মা সতীকুলরাণী! তনয়ার কাতরকণ্ঠ তবে কি সত্য সত্য কাণে তুলেছিস্ মা! স্বামিন্! বহু অপরাধ ক'রেছি, দাসীকে ক্ষমা কর।

তুলিয়া। এ সব কি রাঙ্গাবউ?

শ্যামলী। আমি চ'ল্লুম্।

তুলিয়া। একান্তই?

শ্যামলী। বিধাতা থাক্‌তে দিলে না। তুলিয়া! পরীবাণু ও আমি একত্রে বিষপান ক'রেছি। আর পিতা ঐ জ্বলন্ত চিতায়—

তুলিয়া। মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। ভাইকে ডাকিস্ নি।

তুলিয়া। আর ত সব ফুরিয়ে গেল। গুরু আমার উন্মাদের মত চ'লে গেছে। সেও জন্মের মতন ছুটো কথা কয়ে নিক্। মহারাজ! মহারাজ! [প্রস্থান।

(শ্যামলীর কাষ্ঠ পুনঃ গ্রহণ ও রঘুবীরকে লইয়া তুলিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!

শ্যামলী। এই যে ভাই!

রঘু। তবে সর্ব্বনাশী! ভাইয়ের প্রতি করুণা দেখাতে এখনো বেঁচে আছিস্?

শ্যামলী। আছি। (প্রণাম করণ)

রঘু। পরীবাণু কই?

শ্যামলী। আর দেখে কাজ নাই।

তুলিয়া। আর তাকে দেখে কাজ নাই?

রঘু। সেকি! তাকে দেখ্‌বো না!—শীঘ্র দেখা। সিংহাসন তার অভাবে শূন্য! পরী কই?—গুজরাটের রাণী কই?

(পটপরিবর্ত্তন।)

(ফুলবেষ্টিত প্রস্তরাসনে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পরীবাণু)

রঘু। ওকি! ওকি!

শ্যামলী। ওই দেখ,—গুর্জ্জরের রাণী ফুল-রেণুর আবরণে প্রকৃতিদত্ত সোণার সিংহাসনে, অনন্ত সুখের আবেশে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে কেমন ব'সে আছে। দেখ ভাই! শিলাতলে কি অপূর্ব্ব শোভা! ভাই, পরীকে বিষ খাইয়েছি, স্বর্ণকমলকে মন্দাকিনীর সুধার হিল্লোলে ঢেলে দিয়েছি। দুরাত্মা জাফরের কর, আর ওখানে পৌঁছিতে পা'র্‌বেনা।

রঘু। ঢেলে দে রে কর্ণদ্বারে গলিত পাষাণ,
বেঁধে চক্ষু কালফণী-দাঁতে, বিদরিয়া হৃদয় আমার
সহস্র ধারায় ছুটে আয়,
সহস্র খাণ্ডবনাশী দাবানল। চূর্ণ কর বজ্রধর,—
প্রাণ পুড়ে হোক্ ভস্মরাশি।

শ্যামলী। তোমায় এ না সাজে রঘুবীর!
দেখ চক্ষু মরুভূমি প্রায়,—জলবিন্দু নাই।
দেখ তরুস্কন্ধ কাটি বাহুবলে
সাপটিয়া ক'রেছি ধারণ,
চিন্তা কিছু নাই—ফিরে নাহি চাই—
কোথা রয় মৃত্যুমুখী বালা—
দেখ্‌রে পাষাণ-বক্ষ পাষাণ-শীতল।
ভুগিয়া সংসার-জ্বর—কাতর-অন্তর-

পরী মোর ঘুমাইতে চলে।
অভিঘাত প্রচণ্ড তুফান যেই সহিতে নারিল,
ক্ষুদ্র তরী তলচ্ছেদী দিছি ডুবাইয়া।
যাক্ চ'লে, যাক্ চ'লে অনন্ত আঁধারে,
জলকম্প সেথা নাই আর।
পিতা মোর সুখে নিদ্রা যায়,
কার সাধ্য তুলে তায়,
কে তারে তুলিয়া আনে জাগ্রত শ্মশানে
দেখাবারে চিত্তের দহন!
তবে কেন ধীর রঘুবীর
এমন অস্থির! কেন আত্মায় পীড়িত কর দারুণ যাতনে?
বিচ্ছেদেই ধরণীর সীমার বিস্তার,
মিলনে ধরণী কত দিন?
রেখে দিনু পদপ্রান্তে তুলিয়া আমার—
তব দত্ত উপহার—কাছে রেখো—
সুখে দুঃখে রেখো সান্ত্বনায়।
আমি চলি,—দাও পদধূলি। (শয়ন ও মৃত্যু।)

রঘু যারে ধরা প্রলয় কম্পনে—
আয়—ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার প্রচণ্ড আঁধার—
ত্বরা দেরে ভগ্নস্তূপ ডুবাইয়া,
চিহ্ন না রয় ধরায়
([illegible]মণীকে চিতায় নিক্ষেপের উদ্যোগ)

যবনিকা।